হাতে নিয়ে "কণিকামালা"
শ্রীগোবিন্দ দিলেন দরশন,
গোবিন্দ মূরতি হেথা
দেওয়া হইল সেই কারণ।

কণিকা-মালা

কৃষ্ণা-মা

(মৌণীমা)

মূল্য ৩৲

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীনগেন চন্দ্র পাল
(বরিশাল)
২০ নং সৈয়দ আমির আলী এভিনিউ, কলিকাতা
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত
১৫৮ এ হারারবাগ, বেনারস সিটি

জয় জয় শ্রীআনন্দময়ী মাতা
শ্রীগুরু রতন
দিয়াছেন অদ্বৈত জ্ঞান
সাধনার নতুন জীবন।

কণিকা-মালা

[১]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

ভক্তি দেও মা ঐ চরণে,
শুকাইয়া গেছি ভক্তি বিনে,
জুড়াইয়া দেও তাপিত প্রাণ,
ভক্তি রসে ভিজাও এবার।
তুমি বলেছ মাগো!
তুমি রাধা রাণী,
নিজেই দেও ধরা
পার না লুকাইতে;
তবে কেন মিছামিছি
চাও লুকাইতে?
ভক্তি দেও মা ঐ চরণে,
ভক্তি না হইলে শান্তি
হইবে কেমনে?

হৃদয়ে আসিয়া হইয়াছ
তুমি উপনীত,
তবে কেন মা করিতেছ
ভক্তিতে বঞ্চিত ?
পেয়েছি এবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে,
বলিব যতেক কথা,
পরাণ জুড়াবে—
দুঃখের হইবে শেষ।

[২]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

তুমি যখন ছিলে মাগো অশোকবন,
সতত থাকিতে রাম চিন্তায় মগন।
আমাদের মন—দশানন,
স.সার—অশোকবন,
তাহার মধ্যে ব'সে মোরা করি সুখ অন্বেষণ।
আমরাও যদি মাগো,
সংসার অশোক বনে
তোমার মতন—
অনাসক্ত থাকিতাম রাম চিন্তায় মগন,
আমরাও হইতাম উদ্ধার, কাটিত বন্ধন।

[৩]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

বল বল বল মাগো,
কিসে যায় জীবের জরা মরণ।
বলিতেছ মাগো
জীবের লাগিয়া এসেছ ধরায়,
তাহাতে উদাসীনতা শোভা নাহি পায়।
আমার মত মন্দ গতি,
কখনো ছিল না চরণে মতি।
সেই যদি পার হইতে পারিল,
অন্য জীবে কি দোষ করিল।
তোমার দয়ার হেতুও ত নাই,
তবে কেন পাবে না তোমায়?
তোমার দাসীর স্বভাব জঘন্য,
জগতে ঘৃণিত,
তাহাতে হইলা প্রকাশিত—
দশভুজা, চতুর্ভুজা,
নারায়ণী, ব্রজের নন্দন—
কত রূপে দিলা দরশন।

—০—

[৪]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

তোমার রূপের বর্ণনা কে করিতে সক্ষম ?
যে দেখেছে সেই বুঝেছে অন্যে বুঝিতে অক্ষম।
কখনও নররূপে
কখনও চিন্ময়ী,
নানারঙ্গে বিভূষিত ধূম্ররশ্মি উজ্জ্বল জ্যোতি,
তাহার মধ্যে ভাসিতেছে মুখচন্দ্র খানি
কি অপূর্ব্ব শোভা
বলিতে কি পারি,
তাহার তুলনা কি দিব গো আমি ?
অখণ্ড জ্যোতিতে ভেসে আছ তুমি।

[৫]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

কিছুতেই লিপ্ত নাই অক্রিয় জননী।
আবার তুমিই রাধারাণী গোপেশ্বরী ;
ভক্তের লাগিয়া তুমি বহুরূপধারী।
ভক্তের গলায়
দেও পীরিতি মালা,
হৃদয়ে কর আলিঙ্গন,
কত কর মুখ চুম্বন।

তোমার প্রেমের তুলনা
এ জগতে মিলে না
মাথায় রাখিলা পদচিহ্ন
যুগলে দাঁড়াইলা ত্রিভঙ্গ।

— o —

[৬]

আবার বলিতেছ "অদ্বৈত অখণ্ড চৈতন্য"।
মাগো তুমি বলেছ 'কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু দেখিবার নাই,'
আবার বলিতেছ মাগো "পদ নিলে কষ্ট,
প্রতিষ্ঠা হইলে সবই নষ্ট।"
তুমি যদি মাগো দেহে না হইতা প্রকাশ
কে আমারে জানিত ?—
কেমনে হইত তোমার প্রকাশ ?
তুমি যদি কৃপা না কর আমারে
আমার কি সাধ্য আছে
প্রতিষ্ঠা এড়াইবারে ?

— o —

[৭]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন।

মাগো জননী ! মন দশানন যায় নাই
এখনও ঘুরিতেছে অনুক্ষণ—
কেমনে ছাড়াইবে ভজন।
সতত থাকিতে চায় বিষয় রসেতে,
ভজনে বাধা দেয় নানা মতে।
ভিতরে মন দশানন,
বাহিরে লোক জন,
কোথায় বা পাব নির্জ্জন,
কেমনে করিব মাগো ! তোমার ভজন ?
মনের তাড়না অসহ্য যাতনা,
ইহাতে কি হয় কভু সাধনা।
একদিন মাগো অসহ্য যাতনা জ্বলন্ত আগুনে
পোড়াইতেছিল মন দশানন
তখনে কাতর প্রাণে ডাকিতে লাগিলাম
কোথায় আছ গো জননী, রক্ষা কর আমারে।
এমন সময়ে আসিয়া জননী,
মাথায় রাখিলা নারায়ণরূপে চরণ দু'খানি,
হৃদয়ে রাখিলা পদ্মহস্ত খানি।

সেইদিন হইতে মাগো মন দশানন
রহিয়াছে মোড় ফিরাইয়া,—
শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ হইয়া।
সেই অবসরে মাগো তোমার চরণে
লইনু শরণ,—
হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল জীবন।
যতেক দুঃখ হইল শেষ,
শান্তি আসিল অশেষ।
কেবল আনন্দ—আনন্দ হেথায়
দুঃখরাশি জঞ্জালগুলি সব গেল চলি,
কেবল রহিল শুধু আনন্দ লহরী।

[৮]

কাশীধাম
২৮শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

সাধনের অবস্থা ! কি উন্মাদতা !
বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা।
আবার হইল স্থিরতা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিল হৃদয়ে,
নিশ্চিন্তে বসিল শান্তি নিকেতনে।
জননীর কৃপায় পাইলাম অশেষ শান্তি,
কিন্তু এখনও হইল না পুরা বিশ্রান্তি
কি জানি কোথায় রয়েছে ত্রুটি
কত পরীক্ষা করিবা মাগো অধমেরে,
পরীক্ষার যোগ্য পাত্র নহে সন্তানে।

[৯]

মনের অনন্ত বাসনা, রিপুদের অশেষ যাতনা,
ইহাতে কি হয় কভু সাধনা ?
কিন্তু গুরু কৃপা বলে অঘটন ঘটিতে পারে,
দেখিলাম তা স্বচক্ষে।
রিপুদের তাড়নায় ভয়ে হইতাম অস্থির,
তখনই তুলিতেন জননী অভয় হস্তখানি,
অশেষ দয়ার কথা কি বলিব আমি।
না আছে শাস্ত্র জ্ঞান, না জানি লেখা পড়ি,
তোমার অমৃত বাণী লিখিতে ভুল করি।

—০—

[১০]

তোমার লাগিয়া ঘুরিয়াছি দেশে দেশে,
কত শুধাইয়াছি সাধুর কাছে ভগবান্ কোথায় আছে ?
কত দুঃখ কত অপমান সহিয়াছি বক্ষে
আগে ত জানি নাই তুমি এত কাছে।
তাহার পরে গুরু কৃপা বলে জানিতে পারিলাম
ভগবান্ অন্তরেই বিরাজে ;
আগে ত জানি নাই তুমি এত কাছে।

বাহিরে কিছুই নাই, এই বিশ্ব অভিনয় ভূমি,
তাই কেবল আসা যাওয়া দেহ বদল করি।
কিন্তু নিজেরে পাওয়ার লাগি
করে যদি সাধন,
আসা নাই যাওয়া নাই—শান্তি নিকেতন॥
যদি ও ভিতরে আছে সুকৌশল,
প্রথমে গুরুর নিকটে জানিতে হয়,
তারপরে, নিজে নিজে অন্তরে প্রকাশ হয়।
একবার হয় যদি নিজ দরশন,
তাহার গন্ধে পাগল হয় ত্রিভুবন।
ধ্রুব সত্য—আত্মাই ব্রহ্ম,
আবরণ খসিয়া গেলে দেখিবারে পায়।
তখন কিছুই থাকে না—তুমি আর আমি,
উল্লাসে ভরিয়া থাকে হৃদয় খানি।
নাই ভাল, নাই মন্দ,
সকলই আনন্দ;
ব্যথিত করিতে পারে না বাহ্য দুঃখে,
নাচাইতে পারে না বাহ্য সুখে,
সদাই থাকে শান্ত ভাবে।

—০—

[১১]

কত যে মধুর মূরতি তাঁহার,
শুভ্র উজ্জ্বল-জ্যোতি কাচের মতন,
দেখিতে বাহার !
একবার হৃদয়ে হয় যদি উদিত,
বহুদিনের আবর্জ্জনা হয় ভস্মীভূত।
তখন কেবল স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ শীতল,
নির্ম্মল হৃদয় খানি।
মুখে বলিবারে না পারে সেই শান্তি,
বোধে বোধ করিতে হয় সেই অফুরন্ত শান্তি।
শান্ত শান্ত মধুর মধুর অমৃতের খনি,
কি ভাবে বাখাইব তাঁরে বাখান না জানি,
শুধু অমৃতের খনি, এই বলিতে জানি।
কি যে শীতল নির্ম্মল শান্ত
নিজ দরশনের রূপখানি,
না জানি তাঁহার বাখানি।
একবার হয় যদি শুদ্ধ শান্ত সুনির্ম্মল,
বাহিরের গোলমালে হয় না সে চঞ্চল।

কত যে মধুর, কত যে মধুর,
পীরিতি তাঁহার !
তাঁহার সনে যদি হয় পীরিতি,
থাকে না তার গতাগতি।
হয় নিবৃত্তি, প্রবৃত্তির চির অবসান,
'চির শান্তিতে করে সে বিশ্রাম।
বহু দরশনে বহু আলাপনে
না হইল শান্তি ;
নিজ দরশনে হইল
পূরা পূরি শান্তি।

—০—

[১২]

বোধের জিনিষ লিখন না যায়
সামান্য আসিতেছে ভাষায়।
বাক্যের অতীত তিনি, চিন্তার অতীত,
তাঁহাকে বর্ণিতে পারে কোন মূঢ়মতি।
অতি মধুময় !
ভিতরে জানিতে হয়,
ভাষায় প্রকাশ ও না হয়।

অতি মধুময় !
মধুর পরশে আমিত্ব মরেছে,
—এবার চিরশান্তি এসেছে।
রিপুরা ভয়ে থর থর,
আর করিতে পারিবে না লম্ফ ঝম্প।
সুখ নাই, দুঃখ নাই, অবস্থা সুন্দর ;
ভাব নাই, অভাব নাই, আনন্দ ঘন।
মধুর মধুর আনন্দ লহরী,
আবার লহরও ত নয়
অখণ্ড মাধুরী।
অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা আমি কি বলিতে পারি,
তাহার বদলে আমি প্রেমাকিঞ্চন করি,
ইহার মত সোজা পথ আর নাহি দেখি—
কেবল আমি প্রেমাকিঞ্চন করি,
মহা সুকৌশল ধরিতে যদি পারি।
দিবস রজনী থাকিব প্রেমে মাতিয়া,
প্রেম পরশে যাব জগৎ ভুলিয়া।

—০—

[১৩]

কাশীধাম
২৯শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

জ্ঞান, ভক্তি—যুগল তরণী,
এক পাইলে দুই পায়, ঠাকুরের বাণী।
কেবল আমি প্রেমাকিঞ্চন করি,
কেন আমি হ'তে যাব জ্ঞান অভিমানী।
গোবিন্দ চরণে আমি চির আশ্রিত,
জ্ঞান নাই, মান নাই, দেহ বিক্রীত।
গোবিন্দ বলিতেছেন আমায় —
"সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা," "জ্ঞান অধিকারী ;"
কি কাজ জ্ঞান দিয়া ?
আমি প্রেমাকিঞ্চন করি।
ইহার মত সোজা পথ আর নাহি দেখি,
কেন আমি হ'তে যাব জ্ঞান অভিমানী ?
দীনের দীন আমি, অতি মূঢ়মতি,
তাহাতে করিলেন গুরু কৃপা বিতরণ।
গুরু দিতেছেন আমায় নানা উপাধি ;
কখন বলেন আমায় "বিবেক চূড়ামণি,"
কখন বলেন আমায় "জ্ঞান অধিকারী।"

তাহাতে না হই গর্ব্বিত,
গুরুর চরণে দেহ বিক্রীত,
চিত্তটি দেও বলে নিয়াছেন চিত্ত,
কিছুই নাই আমার, হইয়াছি নিঃস্ব।
গুরু কিন্তু নাই আর পৃথক্ সত্তাতে,
একীভূত হইয়া আছেন অন্তরেতে।
শ্বাসের সঙ্গে আছেন মিশিয়া—একীভূত হইয়া;
ভারী চমৎকার, নিবিড় সত্তা তাঁর।
অখণ্ড আত্মা তাঁহার নাম,
ব্রহ্ম ব্রহ্ম আনন্দ ধাম।

[১৪]

কাশীধাম
৩০শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

রূপ নাই, রস নাই, এক সত্তা তিনি;
আদি নাই, অন্ত নাই, দ্বিতীয় বিহীন।
ভক্তের নিকটে তিনি বহুরূপ ধারী,
ভক্তি রসেতে করেন প্রেমে ডুবাডুবি;
জ্ঞানীর নিকটে তিনি
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন এক ব্রহ্ম হরি।
তাই আমি প্রেমাকিঞ্চন করি
এক হইয়া দুই হইব, প্রেমে ডুবাডুবি।

[১৫]

সর্ব্বজ্ঞ বিষয়ে ঠাকুর এই বলেছেন —
মন দিতে হয় না সর্ব্বত্রই আছেন ;
সর্ব্বজ্ঞের কাছে, সকলই ভাসে,
(মনের কাজ কিছুই নাই) সকলই সে জানে !

—:০—

[১৬]

রস নন্দিনী তিনি, রাধা নাম তাঁর,
তাহার শক্তিতে চলে সাধন অপার।
কালী, দুর্গা, সবই তিনি রাধা নাম ধরে ;
প্রেম সলিলে তিনি মধুর লীলা করে।
রসেতে ঢুলু ঢুলু শ্যাম অঙ্গে পড়ে,
রসেতে কৌতুকে তিনি নিশি যাপন করে।
লীলা কথন লীলা চিন্তন এই হ'ল সার,
আর যত কিছু সকলই অসার।

এই অফুরন্ত লীলা রস যে করিবে পান,
জনমে মরণ নাই, অমৃত সমান।
অপ্রাকৃত লীলা রস, প্রাকৃত ত নয়,
তাঁহারই জ্যোতিতে ভাসে বিশ্ব অভিনয়
অখণ্ড লীলা, অতি মনোহর,
তাঁহার দয়ার উপর দর্শন নির্ভর।
ঠাকুর বলিয়াছেন বাণী
"রাসলীলার সারথি
গোপী বল্লভ আমি।"

—০—

[১৭]

জলদ বরণ কৃষ্ণ জলদ বরণী রাধা,
দুই জনে বসে তাঁরা করে জল কেলি।
কিশোর বলিতেছেন মধুর স্বরে
আমার লীলা বর্ণন কে করিতে পারে ?
কি যে সুন্দর, কি যে রূপ,
লীলার স্বরূপ !

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম বাঁকা দুই নয়ন
হেলিয়া দুলিয়া চলে সোনার বরণ।
ময়ূর মুকুট তাঁর ত্রিভঙ্গ বাঁকা
হাসি চাহনিতে পড়ে কেবল মধুর ধারা।
সেই মধু দিবার লাগি
শ্রীগোবিন্দ ফিরে দ্বারে দ্বারে
জীব ফিরিয়াও চায় না
নেওয়া থাকুক দূরে।

—০—

[১৮]

কাশীধাম
৩১শে শ্রাবণ
১৩৪৭ সন

জীব অতিভুলে প'ড়ে আছে অনিত্য সংসারে ;
আজ আছে, কাল নাই, মরণও নিকটে—
চিরজীবী ভেবে তারা আনন্দে নাচে,
মরিতে কখন হবে কিছুই না জানে।
তাঁহাকে পাইবার যদি পায় সন্ধান
জীবনে মরণে নাই সুখের নিদান।
সময় থাকিতে ধর
মরণ অতি নিকট।

২

ভগবান্ যদি না মানিতে পার,
তবু তুমি চিত্ত স্থির কর।
নিবৃত্তি হইলেই পরম শান্তি,
তাহার পরে আর পাইতে কিছুই
থাকিবে না বাকী।
সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ সকলই তুমি॥
আমি কিন্তু লিখি নাই, লিখাইতেছেন
কিশোর কিশোরী,
আমি কেবল উপলক্ষ—কলম ধরি।

—০—

[১৯]

কিশোর কিশোরী দুই সমান,
তা হইলেও কিশোরীই মহান্,
চিত্ত স্থির করিবারে কিশোরীই প্রধান।

—০—

[২০]

মূর্ত্তি মান, আর নাই মান,
(অর্থাৎ মূর্ত্তিতে যদি তোমার না হয় বিশ্বাস)
অলক্ষ্যে শক্তি দিবেনই মহান্।
জপ তপ করিলে ভাল,
না করিতে পারিলে মনের টান রাখ।
সেই হইল উত্তম কথা ; অতীব ভাল।
মহানের টান ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে ;
তোমার টান হইলেই যোগাযোগ বুঝিবে ;
তখন সংসার অনিত্য সর্ব্বদাই দেখিবে।

—০—

[২১]

সংসার মিথ্যা কেবল অসার যুক্তি,
ইহা দেখিতে দেখিতে হয় বৈরাগ্য অতি ;
তখন নিজেরে পাওয়ার জন্য ছুটিবে দ্রুতগতি।
মন স্থির হইলে শেষে নিজেরে দেখিবে,
সাধন করিয়া পাইবা নিজেরেই নিজে,

নিজেরে পাওয়ার জন্য
যদি ব্যাকুলতা থাকে,
তখন গুরু সাহায্য করে,
ইহাকেই গুরুকৃপা বলে।
অস্থিরতা হইলেই সুস্থিরতা আসে ;
তখন নিজেরে নিজে পাইয়া আনন্দ করে।
মায়ার সংসার মাত্র ঝট্‌পট্‌ কর,
সময় অতি সংক্ষিপ্ত।

—০—

[২২]

শরীর, মন, বিষয়, সংসার—
মানুষে এই বলে, "আমার", "আমার"।
কিন্তু তা নয়,
নাভির গুহায় আছে 'তোমার', 'তোমার'।
ব্যাকুলতা হইলে
গুরু কৃপা বলে দেখিবে মূর্ত্তি তোমার,
প্রকৃষ্ট মূরতি, মন্থর মন্থর
থিমি থিমি গতি ;

প্রথমে প্রকৃষ্ট মূরতি
তাহার পরে অমূর্ত্ত অখণ্ড জ্যোতি।
বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুময় স্থান
"পরমজ্যোতি" তাঁহার নাম।

—০—

[২৩]

কাশীধাম
১লা ভাদ্র
১৩৪৭ সন

আমার কিন্তু এর মধ্যে নাই বাহাদুরি,
আমাকে লিখাইতেছেন কিশোর কিশোরী।
চরণে বিক্রীত দেহ বোকা বলদ আমি,
আমার অবিদিত কথা লিখাইতেছেন তিনি ;
কি দিয়া কি করিতেছেন, কিছুই না জানি,
মূর্খের অজ্ঞাত ভাষা বলিতেছেন তিনি।
তাঁহার হুকুমেই আমি নিশিদিন চলি ;
তাঁহার ভাষা যদি না বুঝিতে পারি
'বকলম' 'বকলম' ব'লে দেন গালি।
প্রশংসা করিয়া আবার উৎসাহও দেন,
বলেন "অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি" "বিচক্ষণ বুদ্ধি"।

রসের সাগর তিনি রসিক চূড়ামণি
অখণ্ড আত্মা অখণ্ড মাধুরী
কি যে ভাল-বাসা-বাসি, প্রেমে যেন মাখামাখি,
সততই বলিছেন সুমধুর বাণী।
এত আপনার দেখি নাই কখন—
আপনার হ'তে হ'লে এই এক জন।
এত আপনার দেখি নাই কখন—
প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতি মধুময়।
অপ্রাকৃত লীলারস, প্রাকৃত ত নয়,
এই লীলারস বাখানো না হয়।
ওতপ্রোত ভাবে আছে জড়ীভূত হইয়া
গলিয়া গলিয়া গলিয়া।
গলিতং গলিতং গলিতং
মধুরং মধুরং মধুরং।

—০—

কাশীধাম
২রা ভাদ্র
১৩৪৭ সন

[২৪]

মহান্ ঈশ্বর তুমি, অতি মধুময়।
যখন ছিলে না প্রকাশ আমার হৃদয়ে,

যে দিকে ফিরাইতাম আঁখি
সকলই অন্ধকার উদাসময়।
খাইতে বসিতাম না পাইতাম শান্তি,
তুষের অনলে দগ্ধ হ'ত হৃদয়খানি,
আপনার বলিতেও দেখিতাম না ধরায়,
ভিতরে বাহিরে কেবল অন্ধকার ময়।

গুরু, গুরু, তুমিই মহান্ ঈশ্বর,
তোমাকে পাইয়া বুঝিলাম জগৎ নশ্বর,
দয়ার সাগর তুমি—
অধমেরে করিলা কৃপা বিতরণ।

দয়াল, দয়াল, গুরু, গুরু,
তোমার কৃপায় হইলাম প্রেমে ডুবুডুবু।
মধুর, মধুর, মধুর।

মন, বুদ্ধি, রিপু সকল
ইহারাই স্থির হইতে দেয় না,
দেয় নানা দুঃখ।

গুরু কৃপায় মন নিস্তব্ধ হইলে,
তখন আনন্দের পতাকা উড়িতে থাকে;
চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি,

প্রেমের তুফান খানি।
মন নিস্তেজ নিস্তব্ধ না হইলে,
হয় না প্রেমে ডুবাডুবি ;
অস্থির মনই হয় ব্রহ্ম বিঘ্নকারী।

—০—

[২৫]

ব্রহ্মাগ্নিতে মন নিস্তেজ হইলে
মনের ক্ষমতা থাকে না তখন ;
তবু থাকে কিন্তু ছায়ার মতন
সঙ্কল্প বিকল্প. মৃদু মৃদু
ছায়ার মতন।
তখন মন বুদ্ধি রিপুদের স্বরূপ লুকায়,
ছায়ার মত মৃদু মৃদু আভাস পাওয়া যায়।
তার পর আসে স্রোতের ধারা,
অতি প্রবল স্রোতের বেগ,
দ্রুত গতি তার ;
মন বুদ্ধি অহঙ্কার,
দাঁড়াইতে পারে না আর
দ্রুত বেগে তার।

আবার স্রোতও যখন থাকে না আর,
তখন নিবিড় নিবিড় সত্তা তাঁর,
মন বুদ্ধির অগোচর, অতি চমৎকার।

—০—

[২৬]

কাশীধাম
৩রা ভাদ্র
১৩৪৭ সন

যতই আবরণগুলি খসিয়া যায় তাঁর
পর পর রূপান্তর হয় আত্মার।
পরম স্বরূপ তাঁর—
উজ্জ্বল উজ্জ্বল বিকশিত জ্যোতি
জ্যোতি স্বরূপ তিনি মধুর মধুর অতি,
কিছুতেই লগ্ন নাই ভাসমান তিনি,
অব্যক্ত অব্যক্ত মধুর জিনিষ,
মন বুদ্ধির পারে আছেন বসিয়া তিনি।
অজ্ঞান জীবের অন্তরে তিনি অসঙ্গভাবে
আছেন ভাসিয়া,
জীব মোহজালে পড়ে আছে দেখে না চাহিয়া।
তাঁহার দিকে চাইতে হইলে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি
করিতে হয়।

নীচের দৃষ্টিতে কেবল অন্ধকার ময়।
নিজে নিজে পারিবা না ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতে,
গুরুর চরণ ধর অতি শক্ত ক'রে।
কোন কর্ম্মই যখন তুমি পার না নিজে নিজে,
শিখিতে জানিতে হয় অপরের কাছে,
এমন মহান্ জিনিষ তুমি কেমনে পাইবা
নিজে নিজে।
দাম্ভিকতা করিয়া দূর, শরণ লও গুরুর ;
তুমি ইহ জগতে যত করিয়াছ গুরু
তাহার থেকে অতি মহান্ আধ্যাত্মিকের গুরু,
ইহ জগতে যিনি বিদ্যার হন গুরু
অসার বুঝাইয়া দেন দেহ জীর্ণ করি
আজ আছে কাল নাই অসার বুলি।

—০—

[২৭]

কাশীধাম
৪ঠা ভাদ্র
১৩৪৭ সন

মিথ্যার জগতে কেবল মিথ্যাই প্রচার
সত্য জগতে কেবল সত্যেরই প্রকাশ।
জগতের কৃত্রিমতা দেখিয়া পাইওনা ভয়,

তোমার ব্যাকুলতা থাকিলে হইবে সত্যের উদয়।
তখন সত্য সত্যই গুরু মিলিবে,
তাঁহার আশীর্ব্বাদে চিরশান্তি হইবে,
নিত্য নিত্য ফুটিয়া উঠিবে,
নাচিতে নাচিতে যাইবা অক্ষয় সুখেতে,
ভয় নাই, দুঃখ নাই, অপার আনন্দে।
শুধু আনন্দ আনন্দ শান্ত শান্ত,
মধুর মধুর নিবিড় নিবিড়
কোন দুঃখ নাই কেবল আনন্দে স্থিতি।
পাইবা কিন্তু নিজেরেই নিজে
বিকার শূন্য হইয়া থাকিবা আনন্দে।

—০—

[২৮]

কাশীধাম ভগবান্ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
৫ই ভাদ্র তবু ভক্তের কাছে করেন তিনি
১৩৪৭ সন প্রেম আকিঞ্চন।

জ্ঞান হইলেন শক্তিমান্, প্রেম হইলেন শক্তি,
যুগলে তাঁহারা কেবল করেন গলাগলি ;
জ্ঞান স্বরূপ তরবারি
কেবল কাটা কাটি,
প্রেম স্বরূপ বাঁধন মালা
কেবল বাঁধা বাঁধি।
শক্তি শক্তিমান্ দুইই সমান
তা হইলেও শক্তিই মহান্।
ভবনদী পার হইতে শক্তিই প্রধান,
শক্তি দেন প্রেমের সন্ধান।

—০—

[২৯]

প্রেমেই হয় মিলন মিশ্রণ
মিলন মিশ্রণ কিন্তু মুখের ভাষা নয়,
কার্য্যে পরিণত হয় ;
আবরণ খসিয়া গেলে,
জীবাত্মা, পরমাত্মা একীভূত হয়।

মিলন মিশ্রণের কথা বোধগম্য,
অতি গোপনীয়,
ভাষার অতীত।
শ্বাসে শ্বাসে, প্রাণে প্রাণে, আছেন মিশিয়া
আনন্দে আনন্দে গলিয়া গলিয়া।
গলিতং গলিতং গলিতং
মধুরং মধুরং মধুরং ॥

— o —

[৩০]

কাশীধাম
৮ই ভাদ্র
১৩৪৭ সন

মন বুদ্ধি যখন কর্ত্তা থাকে,
তখন স্বীয় পাখী শিকলে বান্ধা থাকে ;
শিকল কাটিলেই উড়া পাখী বলে তারে,
অখণ্ড আত্মারাম, স্বীয় পাখী তার নাম।
জগতের কৃত্রিমতা ভালবাসায় আছ ভুলিয়া,
তোমার স্বীয় পাখী পড়ে আছে মোহ বন্ধনে
তাহাকে উদ্ধার কর, বৈরাগ্য সাধনে।
নিজেরে নিজে বাস না ভাল,
ভালবাস পরেরে!

আপন পরমাত্মা ধন,
তাঁহাকে পাইবার জন্য দেও প্রাণমন।
তোমার স্বীয় পাখী প'ড়ে আছে
মোহজাল আবরণে, দেখনা চাহিয়া।
উদাসী হইয়া বৈরাগ্য সাধন করিলে
তোমার পরাণ পাখীর শিকল কাটিবে,
তখন ধীরে ধীরে উড়িতে থাকিবে,
উড়িতে উড়িতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবে;
তখন উড়া পাখী গুরুর সঙ্গে মিলিত হবে।
তাহার পরেই পরম শান্তি আসিবে।

—০—

[৩১]

জাগতিক ভালবাসা, যখন যায় চলিয়া,
গাছের শুক্না বাকলের মত,
থাকে আল্গা হইয়া;
তবু কিন্তু জীবের ব্যথায় সম ব্যথিত হয়—
ইহা মোহ আসক্তি নয়—
অকর্ত্তা হইয়া থাকে সংসার মাঝে।

চিত্ত না থাকার যে কি সুখ সেই জানে,
এ সুখের তুলনা নাই ত্রিভুবনে।
জীবাত্মা পরমাত্মা মিশামিশি হইলে,
তখন চিত্তবৃত্তি গলিতে থাকে।
পরাণে পরাণে গলিয়া গলিয়া
হইয়া যায় তরল তরল,
মন তখন অতি সরল
পারে না লাফাইতে।
কি আশ্চর্য্য কৌশল দেখিলাম অন্তরে।
এই যে মন বুদ্ধি রিপু সকল,
এত যে করে অত্যাচার,
ইহারা থাকিতে পাওয়া যায় না
সত্যের সন্ধান,
তাহারাও আবার করে কিন্তু উপকার,
মিথ্যা কথা বলিয়া, চিত্ত দেয় ঘাবড়াইয়া ;
তখনই "ত্রাহি মধুসূদন" ডাকিতে হয়।
ডাক শুনিয়া গুরু আসেন দৌড়িয়া,
কত অভয় দেন তিনি কোলে করি নিয়া।
প্রথম অবস্থাতে এই সব হয়,

পর পর মন বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে
তখন গুরু শিষ্য এক আত্মা হয়
ইহাকেই মিলন মিশ্রণ কয়।
গুরু গুরু তোমার চরণে
বারে বারে করি নমস্কার,
তোমার কৃপায় বুঝিলাম
অসার সংসার।

—০—

[৩২]

কাশীধাম
১৩ই ভাদ্র
১৩৪৭ সন

যদি বল—গুরু চিনিব কেমনে ?
যাঁহার কাছে তোমার
হৃদয় খুলিবে,
যাঁহার মন্ত্রে তোমার
পরাণ জাগিবে,
তাঁহাকেই গুরু
বলিয়া জানিবে।

যিনি ব্রহ্ম আবরণ মুক্ত
তিনি গুরু হন সত্য,
আর যত কিছু ভাই
ভেজালে পরিপূর্ণ,
আপদ বালাই।

এ সব কথা বলিয়া আর কি কাজ
ভেজাল দেখিলে থাকিও তফাৎ।
কর্ম্ম যদি ভাল থাকে তবেই ভাল,
তা না হইলে ঘুরিয়া মরণ;
ধাক্কায় ধাক্কায় জীবন যায়
তবু সত্যের সন্ধান পাওয়া না যায়।
বড় কষ্ট—ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জীবন যায়।

এত যে বিপদ্ সাগর,
তাহার মধ্যে বৈরাগ্যই হয়
এক মাত্র বান্ধব;

বৈরাগ্য দ্বারাই হয় মোহলতা ছিন্ন,
বৈরাগ্যই হয়, বিপদ সাগরের তরী,—
একমাত্র সম্বল;

বৈরাগ্যই রক্ষা করে
লোভ মোহ হইতে
সকল বন্ধন ছেদন হয়
বৈরাগ্য সাধনে,
বৈরাগ্যই নিয়া যায়
ব্রহ্ম নিকেতনে।

—০—

[৩৩]

সংসার মিথ্যা মিথ্যা কেবল
মিথ্যার স্বপন,
মিথ্যা সত্য ভাবিয়া
ঘুরে অনুক্ষণ।
জাগতিক ভালবাসা,
স্বার্থের গাঁথা, কেবল ছাড়া ছাড়া।
জীবাত্মায় পরমাত্মায়
হয় যদি ভালবাসা,
অক্ষয় অক্ষয় কেবল—
প্রেমে মাখা মাখা।

তাঁহার সঙ্গে কর ভালবাসা ;
কত দেখিবে আনন্দের পতাকা,—
কত শুনিবে জয় জয় ধ্বনি,—
কত বহিবে মধুর ধারা,—
অক্ষয় অক্ষয় প্রেমে মাখা মাখা।

—০—

[৩৪]

জাগতিক ভালবাসায়
থাক যদি ভুলিয়া,
(তা হইলে) মহানের ভালবাসা
কেমনে পাইবে ?
দুইটা হয় না, একটা কর ;—
সংসার করিতে হইলে
সংসারই কর ;
মহান্ পাইতে হইলে
তীব্র বৈরাগ্য দিয়া
সাধন কর।

সাধন করিতে করিতে,
গুরু কৃপা হইলে,
তোমার প্রাণ পাখী
জাগিয়া উঠিবে ;

তখন কত শুনিবা মধুর বাণী,
তোমার সঙ্গে কত করিবে কাণাকাণি
ফুসি ফুসি চুপি চুপি
বলিবে কত কথা,

পরাণ জুড়াবে,
থাকিবে না প্রাণে ব্যথা ;

গাঁথিয়া পীরিতি মালা
গলায় পরাইবে,
অভিন্ন হৃদয় বলে
আলিঙ্গন করিবে।

সংসার ত্রিতাপ দগ্ধে
পুড়িয়াছে হৃদয় খানি,
তাঁহার চরণ পরশে শীতল হবে
জুড়াবে পরাণ খানি।

তোমার অন্তরে থাকিয়া
সে তোমারে রক্ষা করে ;
তুমি জান না তাঁরে
সে তোমারে জানে।
তোমার লাগিয়া তাঁর
পরাণ কান্দে।

মোহজালে প'ড়ে আছ,
বোঝ না করুণা তাঁহার
দোষ নাই তোমার—
অজ্ঞান আঁধার।

বিষয়ে থাকিলে টান
হয় না মহানে টান।
হৃদয় শ্মশান হইয়া
যখন হু হু করিবে,
তখন তাঁহার সঙ্গে তোমার
মিলন হইবে।

—০—

[৩৫]

জ্যোতি স্বরূপে তিনি, অন্তরে আছেন মিশিয়া,
এক সত্তা হইয়া।
যে দিকে আমি যাই, সেই দিকে তিনি যায়,
জ্যোতি স্বরূপ তিনি।
আমি শুইলে তিনিও শুইয়া থাকেন,
আমি কাইত হইলে তিনিও কাইত হন ;
আমি মাটিতে মাথা রাখিয়া
নমস্কার করি যখন,
তাঁহার অঙ্গ জ্যোতি
মাটিতে লুটায় তখন ;
আমি মাথা উঠাইলেই
আবার উঠেন তিনি ;
আমি স্থির হইলেই
স্থির হন তিনি।
কি মধুর মাধুরী দেখিতেছি আমি !
জীব আত্মা পরমাত্মা
অভেদ অভিন্ন,
জীব আবরণে ঢাকি
রহিয়াছে ভিন্ন।

প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ তিনি, মহান ঈশ্বর,
মন বুদ্ধির অগোচর,
উপেক্ষা করিও না তুমি।

তোমার অন্তরেই বিরাজিত তিনি,
আবরণ খসিয়া গেলে, দেখিবে তুমি ;
তখন দেখিবে ভিতরে,
অনন্ত অনন্ত লীলা, আনন্দ লহরী,
এক সত্তা তিনি।

—০—

[৩৬]

সন্ন্যাস নিলেও ভগবান্ মিলেনা।
পবিত্র সন্ন্যাস বটে বাহিরের অনুষ্ঠান।
বাহিরের সন্ন্যাসে হয় না সন্ন্যাস,
মনোবৃত্তি নাশই প্রকৃত সন্ন্যাস।

ক্রিয়া কর্ম্মে নিন্দায় প্রশংসায়
নাই ভগবান্।
মানে যশে প্রচারেও
নাই ভগবান ;

ভিতরে রয়েছেন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ,
তাঁহার জ্যোতিতে বিশ্ব ভাসমান।
কিসের সঙ্গে দিব তুলনা?
জগতে হয় না তাঁহার তুলনা।
বিকশিত বিকশিত
উজ্জ্বল উজ্জ্বল জ্যোতি,
অতি মনোলোভা,
উজ্জ্বল উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বল।
কিছুর সঙ্গেই তাঁর নাই তুলনা,
তাঁহার জ্যোতির প্রভা
কেমনে হয় বর্ণনা?
তুলনা নাহিক তাঁর,
অতুলনীয় তিনি,
তাঁহার স্বরূপ বাখানি
মূর্খতাই জানি।

নিজের জ্যোতির আভায়
নিজেই চমকিয়া উঠি
আমার কি সাধ্য আছে
স্বরূপ বাখানি।

[৩৭]

কিছুই বোধ নাই বলিয়াছেন গুরু,
তাহার মধ্যে প্রকাশ হইল
জগতের সেরা অপূর্ব্ব স্বরূপ।
স্বপ্রকাশ স্বরূপ তাঁর,
ভাল মন্দ নাই বিচার,
নিজের কৃপাতে হন
জীবের অন্তরে প্রকাশ।
নিজ প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া,
আছেন ভুবন ছাইয়া।
নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, বিকার শূন্য তিনি,
প্রকৃতি নাচিতেছেন দিবস রজনী।
প্রকৃতির অভিনয় হইলে শেষ
তখন সাধকের হৃদয়ে শান্তি অশেষ।

—০—

[৩৮]

আনন্দ আনন্দ শান্ত শান্ত!
মুখে বলন না যায়;
মধুর, মধুর অতি—বাখান না যায়,

গুরুর কৃপা হইলে কিছু বলা যায়।
গুরু বলিতেছেন —
বিদেহ হইবার আর বাকী কি ?
দুই হাতে ধর নির্ব্বাণ পতাকা দুইটি,
কিছুই পাইতে থাকিবে না বাকী।
গুরু ! গুরু ! তোমার চরণে
বারে বারে প্রণাম করি,
দয়া করিয়া লহগো তুমি।

—০—

[৩৯]

নাই জাগতিক ভালবাসা,
নাই কোন সুখের আশা,
জেগে আছি সচেতনে
মোহের স্বপন গেছে ভেঙ্গে।
নিজ চেতনে জাগরিত হইলেই
কুণ্ডলিনী জাগরণ বলে,—
ঘুম না আঁসিয়া থাকা
জাগরণ নহে।
নিজ চেতনে জাগরিত হইলে

ভুল ভ্রান্তিতে পড়ে না সে,
সকল সময়ই চেতনে থাকে।
চৈতন্য বস্তুই একমাত্র সার,
আর সকলই অভিনয় অসার।

—০—

[৪০]

কাশীধাম
১৮ই ভাদ্র
১৩৪৭ সন

একটি ব্রাহ্মণ বলেছিলেন আমায়,—
সাধন ভজন যতই কর,
আবার জন্ম নিতে হবে তোমায়।
পুরুষ হইয়া ব্রাহ্মণ বংশে
জন্ম নিতে হবে,
শেষ জন্মের আভাস তবে তুমি পাবে,
তাহা না হইলে পরা মুক্তি নাহি হবে।
এই কথা শুনিয়া ভয় হইল মনে
তখন ডাকিতে লাগিলাম জননীরে
কি হবে উপায়,
কেন করিলা না ব্রাহ্মণ আমায় ?
তখন বলিতে লাগিলেন জননী
জন্ম নিতে হবে না তোমায়।

আদি পুরুষ আমি ;
স্ত্রী পুরুষ শরীরের চিহ্ন মাত্র,
তাহাতে পুরুষ হয় না কেহ।
অন্তরে অন্তঃপুরে আছেন পুরুষ,
তাঁহার নাম পরমাত্মা পরম পুরুষ।
পুরুষ হইতে হইলে
সাধন করিতে হয় ;
সাধন করিতে করিতে
যদি গুরু কৃপা হয়,
আদি পুরুষ পরম পুরুষ দর্শন হয়—
দর্শন হইলেই মিলন হয় ;
তখন এক সত্তা হইয়া
পুরুষ হয়,—নচেৎ নয়।

—০—

[৪১]

ছোট বড় উঁচা নীচা,
জাগতিক ব্যাপার ;
তাঁহার কাছে সব সমান,
তাঁহার কৃপা হইলে,

শূদ্রাণী মেথ্‌রাণী
হয় ব্রহ্ম জ্ঞানী—
সেও পায় জ্ঞান তরণী ;
তাহাই দেখিলাম স্বচক্ষে আমি,
প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি আমি,
অনুমান নয় জানিও তুমি।
শুধু প্রত্যক্ষও নয়,
পরাণে পরাণে মিশিয়া মিশিয়া
রহিয়াছেন এক সত্তা হইয়া।
মুখে বলিবার নয়,
কার্য্যে পরিণত হয়।

—০—

[৪২]

রূপান্তর হ'তে হ'তে
এক অপরূপ হয়—
উজ্জ্বল উজ্জ্বল,
অতিশয় উজ্জ্বল,
এমন দেখি নাই কখন,
বর্ণনা করিতেও অক্ষম—

নীল আভা পরম জ্যোতি
শান্ত স্নিগ্ধ অতি,
তার মধ্যে জ্বলিতেছে
প্রচণ্ড অগ্নির শিখা,
গগন ভেদ করিয়া
যেন চলিতেছে কোথা।
ইহা দেখিয়া দেহ বোধ যায় চলিয়া,
তন চেতনে থাকে চৈতন্য নিয়া।

—০—

[৪৩]

হে ব্রাহ্মণ মহাশয়!
আমি তৃপ্ত অতিশয়।
বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুময় অতি
স্বয়ং তৃপ্তিতে নাই নটখটি।
কলসী হইলে পূর্ণ
তবু যদি গুরু দেন আরও অমৃত,
তা হইলেও ভাল, ধরায় পড়িয়া,
ধরা হইবে ধন্য।

—০—

[৪৪]

কেহ কেহ বলেছেন আমায়—
সন্ন্যাসী হইয়া থাক গৃহস্থের কাছে,
সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা তোমার রহিল কেমনে ?
আমি গৃহস্থের সঙ্গে থাকি না কখন,
জ্ঞানচক্ষু ফুটিলেই দেখিবে তখন।

সদাই অসঙ্গ ভাবে
র'য়েছি ভাসিয়া—
ব্রহ্ম নিকেতনে,
আনন্দে মাতিয়া ;
পাপ নাই, পুণ্য নাই,
বড়ই সুন্দর জায়গা
কেবল আনন্দে ভরা।
কত যে শান্তি !
বলিয়া ফুরাইতে না পারি।
তুমিও যেতে পার ভাই,
ঐখানে কারো
যেতে বাধা নাই।

—o—

[৪৫]

এই যে দেখ তোমার কত আপনার,
ক্ষণিক বন্ধু কিন্তু জানিও তোমার,
চিরসাথী ধর এইবার।
বড় দুঃখ ভাইরে অসার সংসার মাঝে,
দুঃখ বুঝিয়াই বলিতেছি আমি
সময় থাকিতে ধর পারের ভেলা তুমি,
জীবন সন্ধ্যায় কিন্তু চলিবে না ভেলা।
সন্ধ্যার পরই অন্ধকার আসিবে
তখন হাতড়াইয়া পথ নাহি পাইবে।
ঐ যে দেখ বন্ধুজন,
কেহ সাহায্য করিবে না তখন ;
থাকিবা অন্ধকারে অন্ধের মতন।
বহু দুঃখে ভাঙ্গিয়াছে তোমার হৃদয় খানি
সময় থাকিতে ধর গুরু কাণ্ডারী।
ক্ষণিক সুখে তুমি আছ ভুলিয়া,
বহু দুঃখ পিছে র'য়েছে সাজিয়া।
সুখ দুঃখ পিঠাপিঠি থ'কে অনুক্ষণ,
তাই আমি বলিতেছি, শুন দিয়া মন।

—০—

[৪৬]

সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলেই জানে,
তবু বারে বারে বলিলে হৃদয়ে জাগে।
বেহুশ থাকা ভাল নহে—
হুশিয়ার, হুশিয়ার থাক যদি তুমি,
জীবন সন্ধ্যার সময় বিপদে পড়িবা না তুমি।
সংসারে থাকিতে হইলে
ভাল বাসিতে হয়,
ভালবাসা না হইলে
পশু হইতে হয়।
ভালবাসায় মুগ্ধ না হইয়া,
থাক যদি একটু আল্‌গা হইয়া,
মায়ার বন্ধন থাকিবে ঢিলা হইয়া।
মায়ার বন্ধন যদি
একটু ঢিলা ঢিলা থাকে,
মরণ কালে ব্যথা নাহি দিবে।
তাহার পরে যদি
স্মরণ করিতে পার গোবিন্দেরে,
তবেত কথাই নাই একেবারে।
বড় দুঃখ ভাইরে সংসার মাঝে
তাই আমি বলিতেছি বারে বারে।

[৪৭]

অজ্ঞান হইলেন অন্ধকার,
জ্ঞান হইলেন আলো,
এখন নিজেই বুঝিতে পার
কোনটা ধরিলে ভালো।
ধর ধর,
সময় থাকিতে ধর,
বিলম্ব না কর,
আর কত কাল
থাকিবা মোহ অন্ধকারে,
আলোর সন্ধান কর এখনে।
ইচ্ছা করিয়া যদি
না পার তুমি,
চেষ্টা করিতে
ভুলিও না তুমি ;
চেষ্টায় চেষ্টায় যদি
জীবন যায়, তবু ভাল,
বিনা চেষ্টায় থাকা
নাহি ভাল।
বড় সুখের জায়গা রে ভাই,
জীবনে মরণে অমৃতে ঠাঁই।

[৪৮]

ভালবাসি ব'লে তাই
কহিতেছি আমি,
সাধন বৈভবে
ভুলিও না তুমি,
নদীর মধ্য দিয়া
যদি তুমি হাঁটিতে পার,
তাহাতে ডুবিয়া না মর,
বা শূন্যে উড়িতে পার,
তাহাও নয় ভগবান্
জানিও তুমি।
একটি সিদ্ধি পাইলেই
কর তোল পাড়,
অষ্ট সিদ্ধিও কিন্তু
আসিতে পারে তোমার।
গুরু ব'লেছেন আমায়—
বহু ঐশ্বর্য্যে, বহু সিদ্ধিতে,
নাই ভগবান্;
বহু মঠে, বহু বিজ্ঞাপনে, বহু প্রচারে,
নাই ভগবান্;
তাই কহিতেছি আমি—

সাধন বৈভব ভুলিও না তুমি ;
জীবন ভরিয়া যদি তুমি
থাক সমাধিতে, না পার উঠিতে ;
ক্রিয়া কলাপে, আসন প্রাণায়ামে,
অনশনে, শীত কষ্টে কাটাও যদি রজনী,
তাহাতে না পাইবা ভগবান্ তুমি ।

বহু দরশনে বহু আলাপনে মিলেনা তাঁহারে,
গুরু কৃপা হইলে উদিত হইবেন ভিতরে ।

তোমারে তুমি দেখিবে যখন,
প্রমাণ লইতে হবে না তখন ।
দয়া হইলে উদয় হইবেন তিনি
বারে বারে বলিতেছি আমি ।

নিজ দরশন ব্যতিরেকে
নাহি হবে শান্তি ;

দরশন পাইলে তাঁহার
অন্তরে অনন্ত শান্তি হইবে তোমার ;
তাহা তুমি অন্তরেই বুঝিবে,
বাহিরে কিছুই নাই, সকলি ভিতরে ।

—০—

[৪৮] (ক)

উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুন্দর, মধুর মূরতি !
বাখানো না যায়রে, বাখানো না জানি,
এমন মূরতি দেখি নাই—
দেখি নাই দেখি নাই কখন !
রজত কাঞ্চন অঙ্গের ভূষণ,
জ্যোতিতে বিজলি খেলিছে গায়,
গলে মতির মালা দোলায়,
মাথায় ময়ূর চূড়া বামে হেলেছে,
ত্রিভঙ্গ, নয়ন বাঁকা, অধরে মুরলী
ধ'রেছে।

[৪৯]

চরণে চরণ ঠেকাইয়া
র'য়েছে যুগলে দাঁড়াইয়া—
কি যে মধুর রূপ খানি,
বাখান না যায় রে বাখান না জানি।
চরণ মধুর, নয়ন মধুর,
অঙ্গ মধুর, গন্ধ মধুর,
কথোপকথন সকলই মধুর,
মধুর মধুর মূরতি মধুর।

—০—

[৫০]

গুরু গুরু !
আগের মত ত' কওনা কথা
দেও না কোলাকুলি ;
হ'য়েছ বুঝি এক ব্রহ্ম হরি,
মিশিয়া র'য়েছ বুঝি পরাণে পরাণখানি।
নিবিড় নিবিড় সত্তা তুমি
শান্ত শান্ত মধুর তুমি।

—০—

[৫১]

রূপান্তর হ'তে হ'তে হইলেন এক ব্রহ্ম জ্যোতি,
তিলে তিলে জ্যোতি বাড়িতে লাগিল অতি।
বাড়িতে বাড়িতে জ্যোতি একাকার হইল,
নীল আভা জ্যোতি কেবল বাড়িতে লাগিল।
বাড়িতে বাড়িতে জ্যোতি
ঘনীভূত হইল ;
তাহার মধ্যে প্রচণ্ড অনল শিখা
জ্বলিতে লাগিল,—
সীমা নাই, অন্ত নাই,—কেবল
চলিতেই লাগিল,
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

ধূম রশ্মি অনল জ্যোতি
উঠিয়াছে জ্বলিয়া,
চারিধারে রহিয়াছে
জগৎ ঘেরিয়া।

তাহার পরে প্রচণ্ড অগ্নি,
বিরাট একটি থামের মত—
অনলে অনলে ভর্ত্তি ;
উপমা চলেনা তার, ধারণার অতীত।
চারিধারে অগণন অনল রশ্মি
ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়েছে ধরায়,
সকল জীবের সঙ্গে র'য়েছে
মিশিয়া মিশিয়া,
তাঁহার ব্রহ্ম তেজ জগৎ ভরিয়া।
জীব আছে অন্ধকারে,
দেহই সর্ব্বস্ব মনে ক'রে :
জীব ব্রহ্ম বুঝিতে না পারে,
নয়ন খুলিলে দেখিবে তাঁহারে।
পরিপূর্ণ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
তাঁর ছটা নিয়া জগৎ সৃজন।

—০—

[৫২]

কাশীধাম
১৩ই আশ্বিন
১৩৪৭ সন

ভগবান, ভগবান্ মহান্ তিনি,
গতাগতি নাই তাঁর নির্ব্বিকার অতি।
সাধক!
ঘুরিও না, ঘুরিও না, ঘুরিও না আর,
সাধন কর, সাধন কর, সাধন কর সার।
নয়ন খুলিলে দেখিবে তখন
জগৎ ভরিয়া তিনি,
তোমার অন্তরেই তিনি।

[৫৩]

মা দশভুজা আনন্দ দায়িনী
নাভির গুহায় র'য়েছেন অচেতন-ময়ী।
সাধকের অনুরাগ থাকিলে,
গুরু কৃপা হইলে,
মা জাগিয়া উঠেন ভিতরে।
দশ হাত ছড়াইয়া
পড়েন নাভির উপরে,
সাধক দেখিয়া তখন আনন্দ করে।
গুরু কৃপা বলে মা প্রসন্ন হইয়া
স্তরে স্তরে উঠিতে থাকেন
আনন্দে নাচিয়া।

কত দেব দেবী তখন,
করিবে আসা যাওয়া
দিবস রজনী,
কত সোহাগ
কত আদর করিবে,
সাধনে সাহায্য করিয়া
উঠাইয়া নিবে ;
কত দেখিবা মান সরোবর,
পাহাড়, পর্ব্বত ;
অহরহ শ্রবণ
কীর্ত্তন কথোপকথন,
কত হইবে সাধু মহাজনের দর্শন।
সাধক, ঘুরিওনা আর,
গুরুর চরণ ধর এইবার,
তাহার পর দেখিবা বিচিত্রলীলা মধুর মাধুরী ;
পর পর নয়ন খুলিলে দেখিবে তখন
সূর্য্যের সঙ্গে তোমার হইয়াছে মিলন।
সূর্য্যের সঙ্গে দেখিবে তখন
গোলক বিহারী অপূর্ব্ব দর্শন ;
কত তাঁর খাট পাট
সোনার মুকুট তাঁর
কত তাঁর বসন ভূষণ।

নানা রঙ্গে বিভূষিত
কত ঝাড়, কত পানস
ঝল্ মল্ ঝল্ মল্ সোনার বরণ,
বহু রকম আছে রং
লাল, নীল, হলুদ্ বরণ ;
কত ওঙ্কারের ছড়া, মন্দির চূড়া।

প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে সূর্য্যের সঙ্গে
চাহিয়া থাকিতে থাকিতে
চক্ষু ঝলসিয়া যায়,
তবু ছাড়িয়া আসা নাহি যায়,
কত যে সুন্দর বলা নাহি যায়।

এই ভাবে চলিতে চলিতে
মাথায় চড়িয়া বসিবে শিবশক্তি,
শিবশক্তি মাথায় বসিয়া করিবে সহস্রার ভেদ।

তারপরে দেখিবে সুন্দর অতি
সহস্র পদ্মের মধ্যে সহস্র বাতি,
তাহার মধ্যে জ্বলিতেছে
গাঢ় নীল জ্যোতি,
তাহার পরে দেখিবা মিলন মন্দির

দেখ সাধক শুনিলে ত তুমি,
এই সব দেখিয়াছি আমি,
গুরু কৃপায় হয় জানিও তুমি।

—০—

[৫৪]

অধম অধম আমি,
গুরু কৃপার উপর নির্ভর করি,
তাই আমি বারে বারে বলি, ধর পারের তরী,
গুরু কাণ্ডারী।
করিও না হেলা,
নাই তোমার বেলা,
সময় গেলে আর পাইবানা সময়
সময় তোমার দায়দার নয়।

—০—

[৫৫]

শুধু জপে তপে মিলিবে না তাঁরে
অনুরাগে না বান্ধিলে ;
নীরস প্রাণ সরস করিয়া
অনুরাগে লহ বান্ধিয়া,
অনুরাগে বান্ধ তাঁরে, সহজে মিলিবে তাঁরে।

—০—

[৫৬]

যদি না থাকে তোমার
বৈরাগ্যের তুফান,
তবে কেমনে পাইবে
সত্যের সন্ধান ?
যদি তুমি থাক বৈরাগ্যের
রেখার উপরে,
কাহার সাধ্য আছে
তোমাকে নামাইতে পারে ?
বৈরাগ্যের জোর কেমন ?—
যেন সিংহের বল,
বাধা বিঘ্ন তার কাছে
সব হয় নিষ্ফল,
কোন বাঁধনে বাঁধিতে পারে না তারে।
বিরহ অনলে দাঁড়াইয়া থাকে,
যতই আসুক না কেন
লোভ মোহ সুখের ঐশ্বর্য্য—
বিরহ অনলে হয় ভস্ম ভস্ম।
জগতের সুখ তার কাছে সকলই তুচ্ছ।
প্রচণ্ড বিরহের আগুন,
তাহার কাছে ঘেসিতে পারে
কে আছে এমন ?

যদিও প্রথম অবস্থায়
থাকে মায়া মোহ,
তেমন কার্য্য করিতে
পারে না কেহ।
আসে কিন্তু বারে বারে,
ধাক্কা দিয়া দিয়া যায় চলিয়া।
বিরহ অনলে পারে না তিষ্ঠিতে,
তবু কাছে আসে অতিষ্ঠ করিতে।
তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত
চারিদিকেই বাধা বিঘ্ন,
তখন রক্ষা করে কেবল গোবিন্দ।
বিরহ ব্যথায় সদাই থাকে
বুকখানা পুড়িয়া,
তবু কিন্তু মায়ার পুত্তলিগুলি
বারে বারে যায় ধাক্কা দিয়া,
আগুনের উপর যায় আগুন দিয়া।
দেখ সাধক ভাই, এই রকম হয়,
মুখের কথা নয়,
কার্য্যে পরিণত হয়।

—০—

[৫৭]

ভাই, সাধন যে করিবা তুমি,
নিজেরে পরীক্ষা কর তুমি,
দেখ নিজের বুকে টোকা দিয়া
কতখানি পরাণ কান্দে ভগবান্ লাগিয়া,
সংসারেই বা কতখানি আছে আসক্তি ;
অন্যে ত' বুঝিবে না, বুঝিবে তুমি।
যদি বল, ইহার কি আছে মাপকাঠি ?
মাপকাঠি নাই বটে,
তবু কিন্তু মাপিতে হবে।
যদি দেখ ভগবানের উপর
সাময়িক টান,
সংসারের উপর আঁটাসাটা টান,
তবেই বুঝিবা বিপত্তি সমান।
তা হইলে আছে তোমার ভেজাল,
ভেজাল থাকিতে পাইবা না সত্যের সন্ধান।
সত্য বস্তুর লাগিয়া
যদি তোমার যথার্থ পরাণ কান্দে,
তবে সত্য সত্য পাইবা তাঁহারে,
ইহাতে ভুল নাই বলিলাম তোমারে।

মান যশ কামিনী কাঞ্চন চাও যদি তুমি,
তা হইলে ভগবানে বঞ্চিত তুমি ;
দেখ ভাই,
এই কথা বলিতেও যেন বুকটা ফাটিয়া যায়।
কামিনী কাঞ্চনে যেন না ভুল ভাই।
সংসার করিতে হইলে এই সব চাই,
সাধন করিতে এ সব নাই।
সত্য সত্যই যদি তুমি চাও তাঁরে,
তোমারে আটকাইতে পারে
হেন কোন জনে।
সত্যই তুমি ভগবান্ চাও কিনা
দেখ বুকে টুকিয়া।
তাই কথা হইল এই—
তোমার তীব্র টান না থাকিলে
ভগবান্ দাঁড়াবে কৈ ?
মিথ্যার জগতে চলিবে মিথ্যা,
সত্য জগতে চলিবে না মিথ্যা।
ভাণ করিয়া বসিলে কি হবে,
তোমার ভাণে টলিবে না গোবিন্দে,
চালাকি ফালাকি খাটে না ঐখানে।

—০—

[৫৮]

সত্য সত্য যদি কান্দিয়া পড় গুরুর চরণে
বাহু পসারিয়া বুকে নিবে তোমারে,
জনম জনমের পাপরাশি হইবে খণ্ডন,
পরাণে পরাণে কেবল শীতল শীতল,
বহুদিনের পিপাসা মিটিবে তখন ;
পিপাসা আছে কিনা তাই দেখ এখন।
মুখে মুখে বল চাই ভগবান্,
ভিতরে র'য়েছে সংসারে টান ;
মন্দা ক্ষুধায় কিন্তু পাবে না ভগবান্।
ফাঁকি জুকি ভাই ঐ খানে নাই,
কেবল অমৃতের ঠাঁই।
মায়ার সংসার,
বেলা নাই তোমার,
উঠে প'ড়ে লাগ দেখি ভাই
সময় একেবারে নাই।
আমার বড় দুঃখ হইতেছে ভাই
তোমার মন্দা বৈরাগ্য দেখিতে পাই,
ইহাতে উৎসাহ না পাই
—কি করি উপায় ?

কত যে দুঃখের মধ্যে আছ বসিয়া,
মায়ায় ভুলিয়া।
কবে দেখিব আমি
তীব্র সাধনে ছুটিছ তুমি ?
যদি ভালবাস ভগবানে,
প্রেম ডোরে বান্ধিয়া লহগো তাঁরে।
প্রেম বন্ধনে বান্ধ তাঁরে
তবেই পড়িবে প্রেম বন্ধনে।
তোমার পরাণ কান্দে যদি
তাঁহার লাগিয়া,
সে তোমারে ছাড়িয়া থাকিবে
কেমন করিয়া ?
বড় দয়াল, একটু কান্দিলেই
থাকিতে পারে না আর,
নিজে নিজে উদয় হবে
হৃদয়ে তোমার।

—০—

[৫৯]

ভগবান্ ভগবান্, করিতেছ তুমি,
সত্যই চাও কিনা ভেবে দেখ তুমি।

ভাই তোমার বৈরাগ্যের তুফান নাই ;
তুফান মানে কি ভাই—
বাহিরের তুফানে যেমন প্রচণ্ড বাতাসে
ঘর বাড়ী ভাঙ্গে চূরে, সেই প্রকার ভাই,
ভিতরের বৈরাগ্যের তুফানে
ভিতরে সব ভাঙ্গে চূরে,
বিরহ অনলে বাসা বাড়ী পোড়ে,
বর্ষার বাদলের মত নয়ন ঝরে।

[৬০]

সোজায় কি মিলে তাঁরে ?
আরামে বিরামে মজলিসে
পাইবে না তাঁরে।
মাটিতে শয়ন কর
বালিশ বিহনে,
আহারে হও সংযমী,
পরিধান কর লেংটি,—
তুমি মনে কর কি এতই সোজা তিনি।
ভাই তুমি আমায় ভালবাস অতি,
তাই আমি এত বলি—
দেখি হয় কিনা ভগবানে মতি।
ভাই এতটুক মতিতে হবে না তোমার।

[৬১]

সব মত ছাড়িয়া একমত ধর,
জীবনে মরণে তুমি এই পণ কর ;
ভিতরের বাসা বাড়ী
ভেঙ্গে তুমি চূর চূর কর,
হৃদয় শ্মশান কর তুমি,
হৃদয় শ্মশান না হইলে
পাইবা না শ্মশান কালী।
যদি বল আমি কালী টালি নাহি মানি,
এক ব্রহ্ম জানি ;
ছোট মুখে বড় কথা, এই আমি বলি,
তাঁহার করুণা কণামাত্র জাননা তুমি।
তবে কেমনে বল কালী টালি নাহি মানি ;
তোমার সেই ভাগ্য ঘটেছে কি ? দেখেছ কালী ?
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া,
নিজে নিজেই আছ বড় হইয়া,
কেহ ত বড় বলে না তোমায়।
যদি তুমি রাগ কর আমার কথায়,
ভিতরে বুঝাইয়া দিবে
অহঙ্কার তোমায়।
তুমি ত বহু শাস্ত্র পড়েছ,

বহু সাধু দেখেছ, বহু সাধু ঘেটেছ,
ব'লেছ আমায় ;
কিন্তু এর বেশী কি কিছু দেখেছ ভাই ?
বোধের জিনিষ তোমার নাই।
দেখ বিচার করিয়া তুমি,
প্রত্যক্ষ বোধের জিনিষ, অমূল্য নিধি।
দেখ ভাই,
আর বলিয়া কাজ নাই,
কণিকা-মালা পড়িলেই
বুঝিবে সমুদায়।
কেবল দেবতা দর্শনেই হয় না শেষ,
অমূর্ত্ত অখণ্ড জ্যোতি একবারে শেষ।

—০—

[৬২]

মিথ্যা ভাবিও না, আছে কিন্তু ভগবান্,
সত্য সত্য আছেন তিনি
সাধন করিয়া দেখ তুমি,
ধর ধর গুরু কাণ্ডারী,
আর বলিতে পারি না আমি।
সময় নাই, সময় নাই, বেলা নাই তোমার,
বুঝিতে পার না অজ্ঞান-আঁধার।

যদি বল সংসার ছাড়ে না আমায়,
তা ত লেহ্য কথা, কেন ছাড়িবে তোমায় ?
মায়ার সংসার ছাড়িতে পারে না তোমায়।
তুমি কেন ছাড় না তারে,
নিজের মোহে নিজেই আছ মজে,
সংসারের দোষ দেও—সংসার ছাড়েনা আমারে।
ভিতরে যদি তোমার সংসার যায় ছাড়িয়া,
সংসার তোমাকে থাকুক না কেন
বাহু পসারিয়া,
তুমি নিঃসঙ্গভাবে থাকিবা ভাসিয়া।
বলিতে ভয় লাগিছে ভাই,
বড় কঠিন ঠাঁই,
ভাসিয়া থাকা কিন্তু
মুখের ভাষা নয়,
সত্যই ভাসিয়া রয়।
বড় ভাল বাসি ভাই
তোমাকে বুঝাইয়া হয়রান তাই।
দেখ, সত্যই কি তোমার ভগবান্ চাই ?
তবে উঠিয়া পড়িয়া লাগ দেখি ভাই ;
চেষ্টা করিতে কোন বাধা নাই।
বাহিরের ছাড়াছাড়ি কোন কাজের নয়,
ভিতরের ছাড়াছাড়িতে শান্তিপূর্ণ হয়।

[৬৩]

দেখ ভাই, তোমার কল্যাণের জন্য,
ঠাকুরের কাছে, করিয়াছিলাম প্রার্থনা ;
ঠাকুর বলিয়াছেন, ক্ষুধা না হইলে দেওয়া যায় না।
তাহার জন্যই তোমাকে এত করিতেছি খোসামুদি
দেখি তোমার ক্ষুধা হয় নি।
দেখ ভাই তুমি ঠাকুরের বাণী
শুনিতে চাহিয়াছিলা আগ্রহ করি,
তাই আমি বলিয়া ফেলি ;
একটান হইলেই একেরে মিলিবে,
বহু টানে বহুত্ব মিলিবে ;
বহুতে ভাল নাই, আপদ বালাই ;
এক হইলেন মহান্ ভগবান্ তাই।
নিরবধি ডাক তাঁরে ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ে উদিত হইবেন মধুর মূরতি নিয়ে।

—০—

[৬৪]

দেখরে ভাই কেবল বলিতে যাই,
তুমি শুনিবে কিনা তাহা ত জানি নাই।
শুনিলে শুনিতেও পার,
ভগবান্ ভগবান্ করিয়া ত ঘুরিতে আছ।

তাই বলি ঘুরিও না আর,
তীব্র বৈরাগ্য দিয়া সাধন্ কর এইবার,
বারে বারে বলি, ধর গুরু কাণ্ডারী।
করিও না হেলা, নাই তোমার বেলা,
বেলা থাকিতে যদি না পার
ভবনদী পাড়ি দিতে,
অসময়ে পড়িবা মহা মুস্কিলে,
জীবন সন্ধ্যার সময় ডুবিয়া মরিবে ;
তখন ঘন ঘন শ্বাস বহিবে,
ফাপর ফাপর কেবল জলে চুবাইবে,
কত যে যন্ত্রণা পরাণেই জানে।
ভগবান্ বিষয়ে
প্রত্যয় না হইতে পারে,
কারণ দেখ নাই তাঁরে,
তাঁহার করুণা বোঝ নাই ব'লে।
কিন্তু এই যে জরা মরণ ব্যাধি সকল
ইহা দেখিয়াও কি হয় না চেতনা ?
মোহ বশে র'য়েছ অবশে,
চেতন করিয়া দিলে চেতন না আসে,
মরণ সময় কে রক্ষা করিবে তোমারে ?
আগে ত ডাক নাই ভগবান,

ভুলিয়া র'য়েছ চিরকাল ;
অভ্যাসও ত কর নাই ;
অভ্যাস করিলেও ভাল,
তবু যদি মনে হয় মরণ সময়।
ভগবান্ লাগিয়া
মনের টান ত দূরের কথা
অভ্যাসই বা তোমার আছে কোথা ?
তলব আসিবে যখন,
চোখ খাড়া করিতে হইবে তখন,
যেতে ইচ্ছা করিবে না ফেলে পরিজনে,
তাহা শুনিবে না যমে।
স্বীয় পাখী উড়িয়া যাবে যখন
দড়ি দিয়া বান্ধিবে পরিজনে তখন
হরি বল হরি বল করিতে করিতে
নিয়া যাবে শ্মশান ঘাটে ;
কেমন হইল ব্যাপার খানি এখন,
যেতে ইচ্ছা নাই, তবু যেতে হ'ল এখন।
হায় রে, কি দুঃখের সংসার !
এই সব দেখিয়াও কি
বৈরাগ্য হয় না তোমার !

এই যে জগৎ ভরিয়া
লোক তোমাকে ঠকাইতেছে অহরহ,
কৃত্রিম আলিঙ্গনে ভুলিয়া রহ ;
বেশ আছ সোহাগ ভরে
কৃত্রিম আলিঙ্গনে,
মনে কর আছ আদরে ;
এ আদর ত আদর নয়,
পরিণাম বিষময়।
বড় দুঃখ লাগে ভাই তোমার লাগিয়া,
তাই পারিনা না বলিয়া ;
বুঝিলে ত ভাই, বেলাও ত নাই,
একটু চেষ্টা কর দেখি ভাই,
চেষ্টা করিতে কোন বাধা নাই।
কোন্ সুখে ব'সে আছ অনিত্য সংসারে
গুরুর চরণ ধর অতি শক্ত ক'রে।

—০—

[৬৫]

ভাই, কালীটালি মানিনা
বলিও না আর ;
কত যে সুন্দর মূরতি
দেখ নাই তাঁর।

লক্ লক্ জিভ্ খানি,
প্রসন্ন বদনী,
ললাটে উজ্জ্বল ত্রিনয়ন,
আলো করে ত্রিভুবন,
ভক্তের মাথায় রেখেছেন
অভয় হস্ত খানি,
মা কালী সাধনার গুরু
এই আমি জানি।
দেখ নাই মূরতি তাঁহার,
পাও নাই আশীর্ব্বাদ,
কেমনে হইবা তুমি ভব নদী পার।
মা কালীর শক্তির করুণা বিনে
এক লাফে কেমনে যাইবা ব্রহ্মনিকেতনে।
মা কালী হৃদয়ে জাগিবে যখন,
হাত ধ'রে নিয়ে যাবে স্তরে স্তরে তখন।
কি যে সুন্দর মূরতি তাঁর
দেখিতে ভাগ্যে ঘটে নাই তোমার।
নীল আভা মেঘ বরণী শ্যামা
তপ্ত কাঞ্চন মালা—
গলায় মুণ্ড মালা,
মালতী ফুলের মালা,

মাথায় সোনার মুকুট,
হাতেতে কিঙ্কিণী, মনোহর বেশ,
কাণেতে ঝুলিতেছে কাণের কেউর,
অধর হাসি হাসি সহাস্য বদনী,
যেন মেঘ দরশনে সৌদামিনী।
এমন রূপ কি দেখেছ কখন ?
দেখিতে আকাঙ্ক্ষাও কর নাই কখন।
কালীটালি মানি না ব'লো না হে ভাই,
শক্তি বিনে সাধনাই নাই।

—০—

[৬৬]

শোনরে ভাই, আগের কথা বলি—
আমার ছিল ভগ্ন তরী
নাই গুরু কাণ্ডারী,
ভাসিয়া চলিল তরী—
কূল নাই, পার নাই,
ভাসিতে লাগিল তরী,
তাহার পর গুরু এসে
ধরিলেন তরী,
আলো করিয়া গুরু বসিল তরী,
গুরু বাইতে লাগিলেন তরী।

আমি কেবল ব'সে ব'সে
পথের শোভা হেরি,
এটা কি ওটা কি
গুরুকে জিজ্ঞাসা করি।
গুরু বলেন, কত আছে অনন্ত ভাণ্ডারে,
দেখ্‌বি শেষে, ব'সে থাক্ ধৈর্য্য ধ'রে।
তরী যদি ধীরে চলে
গুরুকে বলি—
চল্‌ছে না কেন তরী ?
পথের শোভা দেব দেবী,
পাহাড়, পর্ব্বত, কৈলাসপুরী,
দেখিতে দেখিতে যাব সব দেব দেবী,
তরী চালাও তাড়াতাড়ি।
সিদ্ধিমাতা গুরু বলেন—
থাম্‌রে বাপু থাম্
রাতারাতি হ'তে চাও বড়লোক,
তা কি সম্ভবে কখন ?
সবুরে মেওয়া ফলিবে এখন।
গুরু গুরু,
আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না আমি,
তাড়াতাড়ি চালাও তরী—
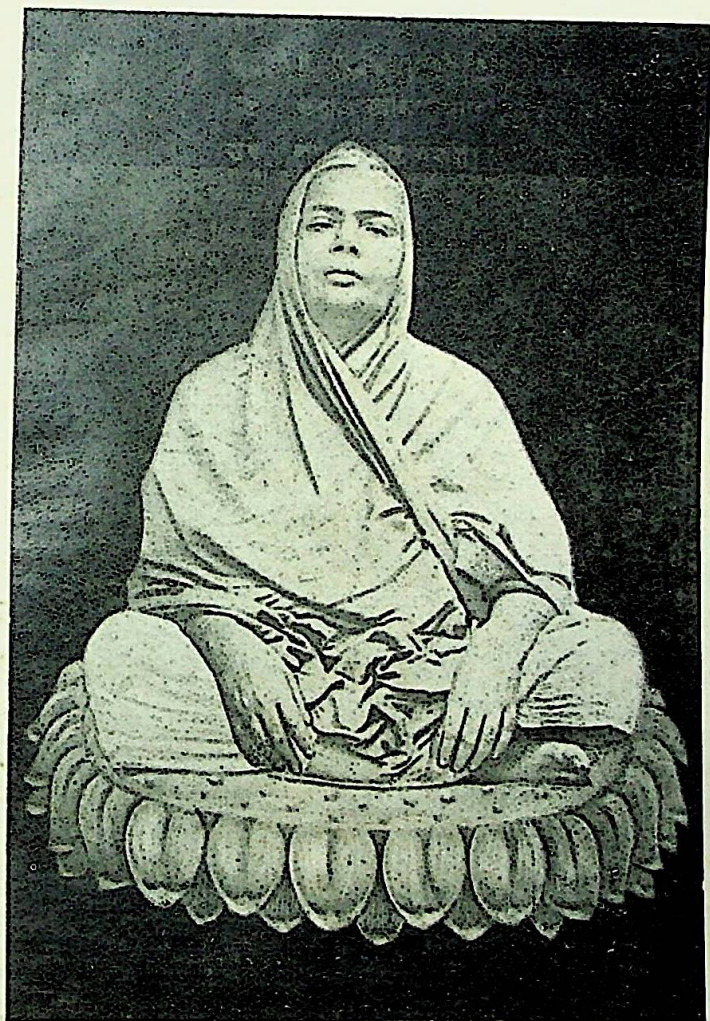
সিদ্ধি মাতা

জয় জয় শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা
মন্ত্র গুরু জ্ঞান দাতা
ভব পারের ত্রাণকর্ত্তা।

আর কত দূর আছে ঘাটে যাইতে বাকী ?
বল বল বল গুরু—
আর আছে কত দূর ?
গুরু বলেন—
দূরের রাস্তা রে বাপু।
ধীরে ধীরে বাইব তরী
তাড়াতাড়ি নাহি পারি।
শোনরে ভাই তুমি—
আমার ভগ্ন তরী আর রইল নারে ;
গুরুর চরণ পরশে
তরী সোনার বরণ করিল ধারণ,
আলোতে ঝল্ মল্ করিতে করিতে
তরী আসিল ঘাটেতে।
তার পর গুরু
ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদ করি
তরী রইল ঘাটে পড়ি।
তখন গুরু শিষ্যে মিশামিশি
এক ব্রহ্ম জ্যোতি।
বুঝিলে ভাই এখন গুরু কি ধন।
শুনিলে ত ভাই গুরুবল চাই,
আর যদি কিছু নাহি পার ভাই

প'ড়ে থাক গুরুর চরণ ঠাঁই।
আমি কিন্তু গুরুকে ছাড়া থাকি না ভাই,
দয়া করিয়া র'য়েছেন মিশিয়া, এক আত্মা তাই।
মূল মন্ত্র জপ কর নিয়ম মত
গুরু গুরু জপ কর অবিরত।
গুরু মূল ধন,
গুরু হইলেন পরমাত্মা ধন।
শোনরে ভাই আরও বলি—
ব্রহ্ম ব্রহ্ম কর তুমি,
কেমন ক'রে যাবে তুমি ব্রহ্মের বাড়ী
যদি না ধর গুরুর চরণ তরী।
জ্ঞান চক্ষু ফুটিলে দেখিবে তখন
নিবিড় নিবিড় আনন্দ কানন—
সুখের ভবন।

—০—

[৬৭]

সাধন কর ভাইরে
পেয়ে যাবে তাঁরে।
গুরু মহান্, মহান্—
ভগবান্ ভগবান্।

এমন দয়াল দেখি নাই আর,
অপরাধ নেয় না করুণা অপার।
অজ্ঞান আঁধারে যদি পথ ভোল তুমি
হাত ধ'রে নিয়ে যাবে আলোতে তিনি ;
তুমি যদি তাঁরে না কর স্মরণ,
সে তোমারে করিবে স্মরণ,
এমন দয়াল দেখেছ কি কখন ?
এমন আপনার নাই ত্রিভুবনে
দেখি নাই এমন ভালবাসিতে।
সাধন কর ভাইরে
পেয়ে যাবে তাঁরে,
সাধন কর ভাইরে,
পাওয়ার মত পাবে তুমি,
থাকিবে না গতাগতি,
সংসার যাবে ভুলিয়া
থাকিবে আনন্দে মাতিয়া ;
কোন দুঃখ নাই, বড় সুখের ঠাঁই।
এত যে বলি শোননি ভাই ?
শুনিও শুনিও শুনিও তাই,
তোমার লাগিয়া পরাণ কান্দে ভাই।

জাগতিক ব্যাপারে
এতটুকু থাকে যদি আসক্তি
তা হইলে পাবেনা পুরাপুরি শান্তি।
এই হইল সার কথা ব'লে দিলাম আমি,
আসক্তির লেশ থাকিতে হবেনা শান্তি—
এই আমি বুঝেছি।

—০—

[৬৮]

কাশীধাম
১১ই আশ্বিন
১৩৪৭ সন

অবস্থায় দাঁড়াইলে নিজেই বুঝিবে
বাসনা কামনা কতখানি র'য়েছে—
কতখানি গিয়াছে ;
নিজে না বুঝিলে
বুঝিবে কোন জনে ?
নিজেরে মাপিতে হবে,
ধরা ধরি না করিলে
কেমন হইবে ?
বাহির দেখিয়া লোকে
উঁচা নীচা কতই বলিবে,
তাহাতে ঠিক নাহি হইবে।
তোমারটা তুমি যদি না ধরিতে পার
ভিতরে গলদ বহিয়া গেল।

—০—

[৬৯]

দেখ ভাই,
আত্মা পরম ধন,
পেয়েছি সার ধন,
হৃদয় গিয়াছে ভরিয়া
আনন্দে ঢল্ ঢল্ হইয়া ;
লিখিতে পারিনা
আনন্দ অপার,
আনন্দে ঢল্ ঢল্
পরাণ আমার ;
আনন্দ ধরে না দেহে
উথলিয়া পড়ে,
কি করি উপায় !
এখন সামলানই দায় ;
দেখি গুরু কি করে, ভাই,
গুরু কৃপা হইলে
সামলাইতে পারি, ভাই ;
কিন্তু গুরুর
সামলাইতে ইচ্ছা নাই,
কথার ভাবে বুঝি তাই ।

—০—

[৭০]

আত্মা পরম ধন,
পেয়েছি সার ধন
জ্যোতিতে ঝল্ মল্ ;
জ্যোতিও আছে কিন্তু
অনেক রকম—
প্রথমে "নীল আভা জ্যোতি,"
তাহার পরে "পরম জ্যোতি,"
তাহার পরে "অনল জ্যোতি,"
তাহার পরে আসিল
"দূরবীক্ষণ জ্যোতি,"
তাহার পরে পূরা অনল
গাঢ় রং "ব্যাপক জ্যোতি,"
তাহার পরে হঠাৎ চলিয়া গেল
উজ্জ্বল জ্যোতি,
দৃশ্য বস্তুর অভাব হইল
মহা শূন্য অতি,
আলোও নাই জ্যোতিও নাই
নিবিড় অতি।

—০—

[৭১]

আরও আছে ভাই স্থখের খবর—
অউম্ অউম্ অউম্
মধুর মধুর ধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন,
মুখরিত করিতেছে ত্রিভুবন।
অউম্ অউম্ অউম্
মধুর মধুর ধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন।
কি যে স্থন্দর মধুর তান,
ভুলিতে পারে না পরাণ,
মুখরিত মুখরিত করিতেছে ভুবন
মধুর মধুর ভ্রমর গুঞ্জন।
যেমন ওঙ্কারের রূপখানি,
তেমন শব্দের বাখানি,
শব্দের সঙ্গে র'য়েছে মিশিয়া
জগৎ ব্যাপিয়া।

—০—

[৭২]

ভাই, আরও আছে স্থখের ঠাঁই;
ঘুম অঘুম তোমার
বোধ নাহি থাকিবে,
নিশার স্বপন যাবে ভেঙ্গে,

মহাচৈতন্যে রজনী কাটিবে,
তখন ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ ফুলের মতন,
একটুখানি থাকিবে স্বপনের মতন,
দেহভার বহিতে হবে না তখন,
দেহ ভাসিতে থাকিবে সোলার মতন,
চৈতন্য চৈতন্য চৈতন্য কেবল
অসঙ্গ অলগ্ন দেহ তরী তখন।

[৭৩]

ভাই, জ্যোতিও আছে কিন্তু
অনেক রকম,
সব বলিতে ভাষা নাই এখন,
অব্যক্তের মতন।
বহু কথা রহিল অন্তরে,
ভাষা নাই বলিতে,
নীরস প্রাণ সরস করিয়া
অন্তঃপুরে রহিয়াছে ভরপুর হইয়া।
যতটুক গুরু শিখাইলেন,
শিখিলাম আমি,
এর বেশী কিছুই না জানি।
অযোগ্য অযোগ্য অযোগ্য আমি
তাহার মধ্যে গুরু করিলেন কৃপা বিতরণ।

[৭৪]

দেখ ভাই শুনিলে ত' তুমি
প্রথমে ধর দেহধারী
গুরু কাণ্ডারী,
তাহার পরে দেখিবা গুরু
অশরীর, অমূর্ত্ত,
কেবল জ্যোতিতে পূর্ণ,
তখন তুমি দেবতা গুরু
থাকিবে না ভিন্ন,
গুরু শিষ্যে মিশিয়া
হইবা অভিন্ন,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে পূর্ণ।
এস ভাই, দোঁহে মিলি
গুরুর চরণে প্রণাম করি।
গুরু গুরু করি নমস্কার,
দয়া করিয়া লহ গো এবার,
বারে বারে করি নমস্কার।

—০—

কাশীধাম
১৩ই আশ্বিন
১৩৩৭ সন

[৭৫]

এমন জায়গা দেখি নাই রে ভাই,
একেবারে টু শব্দ নাই।

যত জায়গা দেখিয়াছি ভাই,
মহা শূন্যের মত জায়গা, আর দেখি নাই।
কি আরাম! কি আরাম!
বলিতে পারে না পরাণ!
মহাশূন্য আসিল,
দৃশ্য বস্তুর অভাব হইল,
আলো জ্যোতি বন্ধ রইল,
অন্ধকারও নাহি হইল।
এই সব অবস্থা গুরুকে জানাইলাম—
গুরু বলিলেন তখন
খেল করিও এখন
মহাশূন্য কেমন।
খেল করিতেছি এখন
মহাশূন্য কেমন,
সুখ দুঃখের হইল খণ্ডন,
নিন্দায় প্রশংসায় নাই কম্পন।
আহা কি আরামের জায়গা রে ভাই
বলিতে চোখ দিয়া জল পড়ে তাই।
আরাম! আরাম! নিশ্চিন্ত পরাণ!
বলিবার নয়,
বোধে বোধ রয়,

তবু বলাবলি হয়।
বড় দুঃখের জায়গায়
জনমে জনমে ছিলাম হায়,
অযোগ্য পাত্রে গুরু কৃপা করিলেন তাই,
আনিয়া দিলেন গুরু সুখের ঠাঁই।
গুরুর চরণ ধর ভাই,
তোমারও এই রকম
হ'তে পারে ভাই,
কোন চিন্তা নাই।
সাধন কর একাগ্র চিত্তে,
তুমিও আরামে থাকিবে,
গুরু দিয়া দিবে তখন
সুখ দুঃখে না হইবে কম্পন,
থাকিবে মহা-শূন্যে আরামে তখন।
গুরু ব'লেছেন আমায়
আরো আছে অমৃতের ঠাঁই,
"পরিপূর্ণ পরম পদ" ব'লেছেন ভাই।
বড় উচ্চ জায়গা রে ভাই,
আশা করিতে সাহস নাই।
দেখি গুরু কি করেন ভাই,
গুরুকৃপা হইলে হ'তে পারে তাই,

কোন অসম্ভব নাই,
অসম্ভবও সম্ভব হয়
দেখিলাম তাই।
গুরুকৃপা করিয়া যে জায়গায়
এনেছেন এখন,
নাই কোন কম্পন।
কি আরাম! কি আরাম!
বলিতে পারে না পরাণ!
গুরু যে ব'লেছেন ভাই—
এই হইল সত্য কথা—
পাপ পুণ্য নাই।
সব পুড়িয়া যায় অনলে তখন,
বাসনা কামনার ছাইও থাকে না তখন,
এই হইল মহাশূন্য—
প্রত্যক্ষ বোধে বোধ করিলাম ভাই,
মুখের কথায় এত আরাম নাই।
পরাণে পরাণে বোধ করিলাম তাই,
তাহাতেই এত আরাম পাই।
"বিশ্রাম কুটির আসিতেছে নিকটে
যোগীবর"! বলিছে ঠাকুর ঃ
হৃদয় পুড়িয়া হইয়া গেছে শ্মশান,

বিশ্রাম—বিশ্রাম—বিশ্রাম ;
বাসনার কণা আর দাঁড়াইবে কোথা ?
হৃদয়—শ্মশান, শ্মশান, শ্মশান ;
নাই কোন সুখ দুঃখের লেশ
পুড়িয়া গেছে হইয়া শেষ ;
নাই কোন টু শব্দ, অব্যক্ত, অব্যক্ত।

কি আরাম ! কি আরাম !
নিঝুম্ নিঝুম্ পরাণ !

মহাশূন্য জায়গা বড় ভাল ভাই,
এমন জায়গা আর দেখি নাই।
শুনিলে পেট ভরে না ভাই
জায়গায় পৌঁছিয়া আস্বাদ পাই।

আহা কি শান্তির জায়গা রে ভাই,
হৃদয়ে কোন কম্পন নাই।
সুখে দুঃখে নিন্দায় প্রশংসায়
ছিল কেবল কম্পন কম্পন,
সুস্থির থাকিতে পারিতাম না কখন !
আহা, গুরু কি সুখের জায়গায়
এনে দিলেন আমারে !
নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত, কম্পন নাই কোন খানে।

এত যে সুখের জায়গা,
আগে ত জানি নাই ভাই,
কার্য্যে পরিণত হইয়া বুঝিলাম তাই।
আহা! কি আরাম! কি আরাম!
মধুর মধুর পরাণ!
নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত পরাণ!
হাবিজাবি কিছু নাই, একবারে সমান।

—o—

[৭৬]

নিবৃত্তি নিবৃত্তি নিবৃত্তি ভাই,
এর মত শান্তি আর দেখিতে না পাই।
তীর্থ ভ্রমণে,
সাধু সন্ন্যাসী দেব দেবী দরশনে,
না হইল শান্তি;
বহু বচনে, উপদেশে
নাই কোন শান্তি,
প্রাণে কেবল জ্বলনী পুড়নী;
সাধুর মঠে, দেব দেবী মন্দিরে,
না পাই শান্তি।
কেবল বড় বড় ঘর বাড়ী,
বড় বড় মঠ, বড় বড় পট,

কেবল ভোগ রাগ, আরতি জঞ্জাল ;
বহু লোকজন, ভাই,
বিজ্ঞাপন পত্রিকা দেখিতে পাই।
বহু লোকজন, কেবল বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন,
ইহাতে কি হয় কভু শান্তি নিকেতন ?
উদাসী মন বৈরাগ্য সাধন,
সে পারে না থাকিতে কোলাহলে কখন ।
নিবৃত্তি নিবৃত্তি নিবৃত্তিই একমাত্র সার,
আর যত কিছু ভাই সকলই জঞ্জাল,
মান যশ টাকা পয়সা পূজা ও প্রচার।
সব ছাড়, সব ছাড়, সব ছাড়,ভাই,
সব না ছাড়িলে ভগবান্ পাইবা না ভাই।
বুঝিলে বোঝ, না বুঝিলে নাই,
মুখের কথা আমি বলিয়া যাই।
নিজে বুঝিয়াই বলি ভাই,
না বুঝিয়া বলি নাই—
বড় সুখের ঠাঁই,
জায়গায় পৌঁছিয়া আস্বাদ পাই।

—০—

[৭৭]

সাধন কর ভাই রে !
নয়ন মুদিলে দেখিতে পাইবে
মহা চৈতন্য র'য়েছে হৃদয়ে।
সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাজ্ঞ সকলই তিনি,
মন দিতে হয় না বুঝে নেও তুমি।
হাবি জাবি মনের কাজ কিছুই নাই তাঁর,
মহা চৈতন্য হৃদয়ে র'য়েছে সবার।
তবে কেন ভাই বোঝ না তাঁহারে,
বিনা সাধনে পাইবা না তাঁরে।
আবার সাধনেও মিলেনা তাঁরে,
গুরুবল না থাকিলে।

—০—

[৭৮]

শাস্ত্র পড়িয়া, ভাই, হ'তে পার পণ্ডিত,
বোধের জিনিষ সাধনার অতীত।
প্রথমে সাধন করিতে হবে,
তারপর সাধনার অতীত হইবে।
বই টই পড়িয়া,
বহু বচন শুনিয়া পাইবা না তাঁরে,
বৈরাগ্য সাধন কর অতিশীঘ্র ক'রে।

সবার অতীত তিনি এই হইল সার—
মন বুদ্ধি খুটি নাটি, নীচের কাজ।
গুরু ব'লেছেন আমায়—
মনের খুটি নাটি থাকিতে হবে না তোমার।

—০—

[৭৯]

মন শান্ত হয় যখন,
মনের খুটি নাটি থাকে না তখন।
কি সুখের জায়গা রে ভাই,
মনের খুটি নাটি নাই,
গুরু দয়া করিয়া এনে দিলেন তাই,
এমন দয়াল আর দেখি নাই।
ইহ জগতে আত্মীয় পরিজনে
যদি তোমায় দেয় এতটুক সুখ ;
তাহার বদলে দিবে অনন্ত সুখ।
তুমি যদি প্রাণ না দেও তাহাদের লাগিয়া,
কেহ ভাল বাসিবে না, থাকিবে পিছন ফিরিয়া।
মন দিয়া মনেরে ভালবাসা, খাঁটি ত নয়,
তাই এই বেলা আছে, ও বেলা নয়।
তুমি ভাল বাসিলেই,

সেও ভাল বাসিবে ;
আদান প্রদানে জগৎ খেলিছে,
খাঁটি বস্তু নাই ব'লে অনিত্য বলেছে !
পরমাত্মা গুরু বড় ভাল , ভাই,
তাঁর কাছে আদান প্রদান নাই।
এক সত্তা তাই,
ভিন্ন ত নাই।
দুইজন খটর মটর, ভাই,
একজন যদি হ'তে পার, ভাই,
কোন গোল নাই,
নিবৃত্তির ঠাঁই।
চেষ্টা করিলে হ'তে পার তাই,
গুরু কৃপা চাই।

—০—

[৮০]

দেখ ভাই তৃপ্তি হইয়া গেলে,
আর জিজ্ঞাসা বাদ নাই,
কলসী হইলে পূর্ণ আর শব্দ নাই।
সাধনার প্রথমে বলাবলি ভাই,
ক্রিয়া কলাপ, আসন, প্রাণায়াম,
জপ, তপ, যত কিছু ভাই ! পাগলিনী প্রায় ;

সাধনার শেষে আর কিছুই নাই,
এক আত্মা তাই,
বলা বলি নাই।
নিবিড় নিবিড় আরাম! আরাম!
নিঝুম্‌ নিঝুম্‌ নিঝুম্‌ পরাণ।
কি শান্তি পাইলাম ভাই,
পরাণে পরাণে শীতল তাই।

[৮১]

ভাই, তোমার কি পেতে ইচ্ছা নাই?
তবে কেন উৎসাহ নাই,
ঢিলা ঢিলা ভাব দেখিতে পাই,
বৈরাগ্য নাই।
এই ভাবে হবে না ভাই,
তীব্র সাধন চাই।
এই দুঃখের সংসার দেখিয়াও কি
বৈরাগ্য হয় না মনে? আছ কোন আনন্দে?
এই সংসারে নাই সুখের কণা,
ভেজালে পরিপূর্ণ, দুঃখের ভরা।
এই অসার বস্তু চোখে পড়ে না তোমার,
অন্ধকারে প'ড়ে আছ অজ্ঞান আধার।

—০—

[৮২]

দেখ ভাই, কি হইলে বৈরাগ্য হয়
ব'লে দেই তোমায়।
জাগতিক সুখের দিকে
চাহিও না তুমি,
দুঃখের দিকে নজর দেও
অবিরত তুমি,
তবেই হবে বৈরাগ্যে মতি।
সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী
সকলেই ত জানে,
তবু ত' মোহ জালে ডুবিয়া মরে,
আবদ্ধ হইয়া পড়ে।
তুমি মনে কর—
আছ সুখে,
তোমার অবস্থা দেখিয়া,
আমার দুঃখ হয় মনে।
বিরস বদন খানি,
আনন্দ নাই মনে,
অহরহ দুঃখ
দিতেছে পরিজনে ;
তবুও হুশ হয় না মনে ?

কোন সুখে আছ অচেতনে ?
নিজের দুঃখ তুমি
দেখনা চাহিয়া ?
মায়ামোহে প'ড়ে আছ
অবশ হইয়া।
কে আছে তোমার
আপনার জন,
ভেবে দেখ দেখি এখন ?
শুধু শত্রুর মহল।
মায়ামোহে ডুবিয়া
নিজে আছ ভুলিয়া,
কেহ ত নাই তোমার
আপনার জন।
মিথ্যা ভুলে প'ড়ে আছে তোমার মন ;
নিজেরে নিজে দেখিবে যখন,
ভাঙ্গিয়া যাবে তোমার নিশার স্বপন,
জগতের অসারতা দেখিবে যখন,
তোমার ভিতরে সরসতা আসিবে তখন।
এখনও সময় আছে, সাধন কর ভাই,
তা না হইলে কেবল অন্ধকারে ঠাঁই।

—০—

[৮৩]

কাশীধাম
২৬শে আশ্বিন
১৩৮৭ সন

গুরু! গুরু! তোমার চরণে
পড়িয়া রইনু।
ক্ষুধায় পিপাসায়,
পাগলিনী প্রায়,
কাঙ্গালিনীর বেশে,
এসেছিলাম তোমার চরণ ঠাঁই;
দয়ার অভাব নাই,
পূরা চরমে দিয়াছ ঠাঁই,
জনমে মরণ নাই।
চিত্তটি নিয়াছ গুরু,
কিছুই নাই আমার মধুর মধুর।
কত সুধা দিয়াছ আমারে,
রাখিতে জায়গা নাই হৃদয় ভাণ্ডারে।
দিয়াছ সুধার খনি,
মধুর মধুর পরাণখানি।
কত সুধা দিয়াছ আমারে,
উথলিয়া উথলিয়া পড়ে,
ধরে না পরাণে।
নয়নে না ধরে আর,
নয়নে বিজলি খেলিছে এবার।

গুরু! গুরু! রাখা ত যায় না আর
গোপন করিয়া,
নিজে নিজে যায় বাহির হইয়া।
কত সুধা দিয়াছ আমারে,
পারি না সামলাইতে,
উথলিয়া উথলিয়া পড়ে ;
মাত্রা রাখিয়া চলা নাহি যায়,
মাত্রার উপরে দিয়াছ ঠাঁই।

—o—

[৮৪]

মন বুদ্ধি বশে আর নাই সেই জন,
রূপান্তর হ'তে হ'তে হ'ল একজন।
গুরু! গুরু! তুমিই সব,
তোমা হ'তে হয় পৃথিবী স্জন,
আদি নাই, অন্ত নাই, তুমি একজন,
বহুরূপে করিতেছ পৃথিবী ধারণ।
এত বড় মহান্ তুমি, এত বড় ভগবান্,
ভক্তের কাছে থাক সমান সমান ;
তাই বুঝি বলেছ :—"ত্রিপাদ
ভক্তের আর আমার সমান অধিকার।"

সামান্য জীব আমি,
তবু করিলা সমানাধিকারী ;
অযোগ্য অযোগ্য আমি,
অনুতাপে জ্বলিয়া মরি।
একা একা বুঝি থাকিতে লাগে না ভাল,
তাই অযোগ্য পাত্র সমান করিয়া তোল।

—০—

[৮৫]

ধন্য গো ধন্য তুমি অধম তারিণী,
দেখিলাম কৃপার বাহাদুরী,
জগৎ ভরিয়া আমি ঘোষণা করি।
ভক্তের লাগিয়া এসেছ ধরায়,
ভক্তের গৌরবে ঢল ঢল প্রায়।
আহা! আমরা কি অধম রে ভাই!
এমন দয়াল গুরু থাকিতে,
মায়া মোহে দৌড়াই।
নীলরতন মণি, পরশমণি,
কি যে ভাল ভাই বলিতে কোন ভাষা নাই।
রহিয়াছে কত অমৃত ভাণ্ডারে,
এতটুক্ এতটুক্ লিখাইতেছেন আমারে।

আর বুঝি লিখাইতে পারে না ভাই,
অব্যক্ত, অব্যক্ত, অব্যক্ত তাই।
কত রহিয়া গেল অমৃত ভাণ্ডারে,
আর বুঝি পারে না বাহির করিতে ;
অব্যক্ত, অব্যক্ত, মধুর, মধুর,
বুঝিতে পারে কে আছে এমন।

—০—

[৮৬]

মানে যশে টাকা কড়িতে নাই শান্তি,
দিনে দিনে বাড়িতে থাকে নানারূপ আসক্তি।
বসন ভূষণ ফুল চন্দন সকলই অস্থায়ী,
স্থায়ী অক্ষয় আত্মারাম ভিতরে র'য়েছে তোমার।
আত্মারাম আনন্দ ধাম ;
অনুসন্ধান কর ভিতরে—
পাইবা আনন্দ ঘন হৃদয় মন্দিরে।
তখন হৃদয়ে দেখিবে তুমি,
নিবিড়, নিবিড়, সুখের খনি,
ঘন ঘন ঘন আনন্দ ঘন,
পুলকিত পুলকিত অপার আনন্দ ;
হৃদয়ে দেখিবে মধুর মূরতি,

শুনিবে মায়ের অশেষ বাণী, রহস্য কাহিনী,
শীতল হইয়া যাইবে হৃদয় খানি।
এমন সুখের জায়গা ফেলিয়া,
দুঃখময় সংসারে আছ মজিয়া,
বড় অনুতাপের কথা ভাই,
এস দৌড়িয়া সুখের ঠাঁই।

—০—

[৮৭]

তুমি কেন ধীরে ধীরে চল ভাই,
মায়া মোহ ছেড়ে বুঝি যেতে ইচ্ছা নাই।
সাধন পথে দৌড়িয়া চল ভাই,
দেখিয়া পরাণ জুড়াইয়া যাই।
এতটুক সুখ পাইয়াই
ছাড়িতে চাও না সংসার ?
এর থেকে অনেক সুখ
আত্মারামে তোমার।
একবার এসে তুমি দেখ না ভাই
কেমন সুখের ঠাঁই ?
পাও যদি তুমি,
এ সুখের খনি,

অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাবে,
পড়িয়া থাকিবে সংসার খানি,
সংসার টংসার থাকিবে না তোমার,
অতলে অতলে ডুবিবে পরাণ।

—০—

[৮৮]

বড় সুখের ঠাঁই আছে ভাই সে জায়গায়,
যাবে কি ভাই ?
দোমনা দেখিতে পাই,
অর্থাৎ সংসারও চাই,
আবার যেন ভগবান্‌ও পাই।
তাহা কি হ'তে পারে ভাই,
ঐখানে দোমনা নাই,
এক মন চাই।
দোমনা মানে কি ভাই, সংসারের রসও চাই,
আবার যেন ভগবান্‌ও পাই ;
আহা ! কি দুঃখের দোমনা ভাই !
এত সোজায় কি পাওয়া যায় তাই ?
অনায়াস লভ্য নয়,
বড় কঠিন ঠাঁই।
যাহারা সংসার করিবে,

তাহারা অনিত্য সংসারে
ভুলিয়া রহিবে ;
তা না হইলে সংসার নাহি হইবে।
যারা সাধন করিবে,
সংসারের অনিত্য
সর্ব্বদাই দেখিবে,
তা হইলেই বৈরাগ্য দাঁড়াইবে ;
বৈরাগ্য না হইলে সাধন নাহি হইবে।
সাধন করিয়া দেখ, কোন জ্বালা নাই ;
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একেবারে ভাই।
এমন আপন জন আর দেখি নাই,
ভগবান্, ভগবান্, ভগবান্ তাই।
তাঁহার করুণা বলিতে না পারি,
অযোগ্য অযোগ্য অযোগ্য আমি।
মঠে পটে পাইবা না তাঁরে,
আনন্দে ভজন কর হৃদয় মন্দিরে।

—o—

[৮৯]

ভাই তোমার মনে বুঝি শান্তি নাই,
কপট হাসি হাসিতেছ, খোলা হাসি নাই।

কিসের দুঃখ বল দেখি ভাই ?
কিছুতেই তৃপ্তি নাই,
আর চাই, আর চাই,
অশান্তির মূলাধার তাই।
ক্ষণিক সুখের আশায়,
ঘুরিয়া বেড়াও,
জগতে যে সুখ নাই,
সেই বোধ তোমার নাই,
সুখ সুখ করিয়া ঘুরিতেছ তাই।
সুখের পিছনে দৌড়াও কেবল,
তাই এত দুঃখের সাগর ;
তোমার রুক্ষ রুক্ষ চেহারা খানি,
মলিন মলিন বদন,
খিট খিটে মেজাজ,
কথায় কথায় ত্যক্ত ত্যক্ত,
শান্তি নাই তোমার ;
এহেন অবস্থা হ'ল কেন ভাই ?
বিবেক দৃষ্টি নাই।

— o —

[৯০]

নিজের শান্তির লাগিয়া ঘুরিতেছ দ্বারে দ্বারে,
কে আছে তোমার এমন জন,
তোমারে শান্তি দিতে পারে ?
কেহ নাই, কেহ নাই, শান্তি দিতে পারে তোমারে,
অশান্তি দিতে পারে অনেক জনে।
শান্তির লাগিয়া কেন যাও দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা মাগিতে,
নিজস্ব শান্তি তোমার হৃদয় মন্দিরে,
সাধন করিলে পরাশান্তি উদয় হবে হৃদয় মাঝে ;
কেহ তোমার থাকিবে না বিদ্বেষ ভাজন,
সকলই হইবে তোমার আনন্দ কানন।
সাধন কর ভাইরে, কত সুধা ক্ষরিবে অন্তরে,
নিজে পাইয়া বিলাইবে জগতে।
এত শান্তি সুধা দিবে তোমারে,
ধরিবে না হৃদয় মন্দিরে,
কত সুধা বিলাইয়া দিবে।
শান্তির লাগিয়া আর যেতে হবে না দ্বারে দ্বারে
তুমিই শান্তি দিবা বহু জনারে।

— ০ —

[৯১]

কে তোমারে ভালবাসে
ভেবে দেখ ব'সে,
নিজের মোহে নিজেই,
আছ মজে,
জন্ম নিয়েছ যখন,
কর্ম্ম র'য়েছে তখন,
নিজে নিজে আর কেন
বাড়াইতেছ কর্ম্ম।
নিজেরে বাঁচানের
পন্থা কর ভাই,
অসময়ে কেহ
তোমার নাই।
চিত্তটি আল্‌গা করিয়া
ব'সে থাক ভাই,
আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে
মিশামিশি করিতে হয়,
রেষা রেষি ভাল নয়,
তাহাতে অশান্তি হয়।
চিত্তটি আল্‌গা করিয়া
পরিজনের সঙ্গে থাক
গলাগলি হইয়া;

বাঁচনের পন্থা ব'লে দিলাম ভাই
কোন গোল নাই।

—০—

[৯২]

স্বাধীন স্বাধীন
গরব কর তুমি,
স্বাধীন হইলা কেমনে
বল দেখি তুমি।
কামের অধীন তুমি,
ক্রোধের অধীন,
রিপুদের বশে
চল নিশিদিন ;
কেমনে হইলা
তুমি স্বাধীন ?
নিজের গৌরবে বল
স্বাধীন স্বাধীন।
বহু বন্ধনে প'ড়ে আছ
বোঝ না তুমি,
অবোধের মত বল
স্বাধীন আমি।

এমন জায়গা আছেরে ভাই,
কোন খানে অধীন নাই
নিরপেক্ষ জীবন
বলেছে তাই।
চলে না সে রিপুর বশে,
রিপু চলে তার বশে,
অনন্ত সুখের খনি হৃদয় মাঝে।

— o —

[৯৩]

ভক্ত বলে কারে ভাই?
জাগতিক রসে যাহার
হৃদয় নাই।
কোথায় আছ গোবিন্দ ব'লে
ছুটিছে পরাণ,
জাগতিক রসে তার
ভিজে না পরাণ;
কেবল হাহাকার হাহাকার,
প্রাণ জুড়াইতে জায়গা নাই
পৃথিবীতে তার;
কোন রসে ভিজে না পরাণ,
হৃদয়ে তাহার এক টান,

গোবিন্দই একমাত্র পরাণ,
ভক্ত তাহার নাম।
কোনখানে মন নাই,
হৃদয় শ্মশান শ্মশান,
উদাস উদাস প্রাণ,
সেই হয় ভক্ত, এই হইল প্রমাণ।

—০—

[৯৪]

দুর্গা দুর্গা ব'লে নয়নজলে ভেসে
ডাক যদি নিরবধি,
মা জাগিয়া উঠিবেন ভিতরে,
দেখিবে তখন দশভুজা মূরতি অন্তরে,
দশহাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তোমারে,
এত বড় শক্তি আর নাই ত্রিভুবনে।
মাগো অম্বিকে বলিয়া ডাক যদি তুমি,
সকল সময়েই উপস্থিত থাকিবেন তিনি,
কত শুনিবে মধুর বাণী।
প্রথমে থাকিবে দ্বৈতভাবে,
তাহার পরে অখণ্ড অদ্বৈত হবে।
মাগো অম্বিকে বলিয়া যে জন ডাকে,

কোন বিপদ্ থাকে না,
শুভ অচিরে।
দুর্গা নাম করিয়া যে জন
ঘরের বাহির হয়,
তাহার বিপদ্ কিছু নাহি রয়।
বিপদে পড়িয়া ডাক যদি তুমি
কোথায় আছ গো জননি!
তখনই তুলিবেন অভয় হস্তখানি।
পর পর দেখিবে তুমি,
সর্ব্বক্ষণ ভিতরে র'য়েছে জননী,
কৃপা দৃষ্টি দিয়া সদাই থাকিবে
তোমার দিকে চাহিয়া।
কে জানে মায়ের লীলা,
জ্বলন্ত অনলে করিতেছে খেলা,
সে অনল স্নিগ্ধ অতি,
অসার গুলি যায় পুড়িয়া,
শীতলে শীতল হয় স্নিগ্ধ হইয়া।
এমন দয়াল জননী দেখি নাই আর,
বিরাট শক্তি মূলাধারে র'য়েছে সবার।
কেহ ত জানে না তাঁরে,
ভক্তের আর্ত্তনাদে জাগিয়া উঠে।

[৯৫]

কাশীধাম
১লা কাৰ্ত্তিক
১৩০৭ সন

"শুভদিন আগত প্রায়
সত্য জগৎ আরম্ভ হইল"
ঠাকুর ব'লে দিলেন আমায়।
হাসিতে হাসিতে ব'লে দিলেন গুরু,
"একেবারে সুগম, একেবারে সুগম"।
আরো বলেছেন ভাই!
"তুরীয়াতীত ব্রহ্ম"
জ্যোতিতে জ্যোতিতে পূর্ণ;
পরিপূর্ণ ধাম,
বিশ্রাম কুটির তাহার নাম;
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ ধাম,
পূরা ঘর তাহার নাম;
সদ্‌গুরু সঙ্গ পরিপূর্ণ ধাম;
এ সব নাম আমি আগে জানি নাই,
পর পর বুঝেছিলাম তাই—
এই বুঝি শেষ, আর বুঝি নাই।

—০—

[৯৬]

সত্য জগৎ কারে বলে
তা'ত জানি নাই,
মহাশূন্যে পেয়েছিলাম
রাস্তার খবর ভাই।
তাহার পরে সত্য জগৎ
আরম্ভ হইল তাই,
একেবারে সুগম রাস্তা
কোন গোল নাই।
তুমি কেবল ভাই বসে বসে
গুরু গুরু কর,
গুরুর মর্ম্ম ভাই
বহু দূরে গেলে পাই,—
সদ্‌গুরু তাই,
একেবারে একেবারে
সুগম ভাই।
বহু দুর্গম রাস্তায় পড়েছিলাম ভাই,
জীবন থাকে কি যায়,
কেবল গুরু ছিল সহায়।
কি দুর্গম রাস্তা
দেখে এলেম ভাই,

পারি দেওয়া হবে কিনা
ভেবে ছিলাম তাই।
গুরু ছিল সহায়,
গুরু কাণ্ডারী বিনে,
এ ঘোর দুর্গম রাস্তা
পারি দিতে পারে
হেন কোন জনে ?
অসম্ভব অসম্ভব বলে দিলাম তোরে।

—০—

(৯৭)

ঠাকুর আজ বলে দিলেন আমায়,
জ্যোতিই চিন্ময় স্বরূপ তাঁহার।
এক পণ্ডিত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভাই,
চিন্ময় কারে বলে বল দেখি তাই।
ঠাকুর যা বলাইলেন বলিলাম আমি,
শুনিয়া পণ্ডিত বিদ্রূপের হাসি,
হাসিতে লাগিলেন অতি,
অবজ্ঞার ছলে পণ্ডিত কত কথা বলে,
হাসিয়া গদ গদ, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।
আমি চিন্ময় বলিয়াছিলাম ঠিক,
পণ্ডিতের মতের সঙ্গে হইল না মিল,

তাহাতেই পণ্ডিত পাণ্ডিত্য গৌরবে,
হাসিতে লাগিল খিল্ খিল্।
জ্যোতিঃ স্বরূপ চিন্ময় ভাই,
হৃদয় মন্দিরে দেখিয়াছি তাই,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে পূর্ণ পূর্ণ,
চিন্ময় চিন্ময় চিন্ময় তাই,
দেখেছি দেখেছি হৃদয়ে ভাই,
ভগবান্ ভগবান্ মহান তাই
কত জ্যোতি দেখিয়াছি অন্ত নাই তার ;
জ্যোতিতে জ্যোতিতে উলট পালট বিশ্বসংসার।
স্বপ্রকাশ চিন্ময় স্বরূপে রয়েছেন অন্তরে,
পণ্ডিতের চক্ষু নাই দেখিবে কেমনে।
তর্ক যুক্তি কেবল পণ্ডিতের ভাই,
পণ্ডিতের সঙ্গে কি কথা বলিতে পারি ভাই ?
এক কথায় সহস্র কথা বুঝায়,
অগাধ পণ্ডিত ভাই।
আমার ত বাহিরে বিদ্যা বুদ্ধি নাই,
ঠাকুর যা বলেন তাই।
কি করিব ভাই,
লেখা পড়া শিখি নাই,
শাস্ত্র জ্ঞান আমার নাই।

গুরু আত্মারাম যা শিখাইতেছেন আমায়
যতনে রাখিয়াছি হিয়ার মাঝারে তাই,
একটু একটু বাহির করি,
আর সকলই অন্তরে পুরে রাখি।
দীনের দীন আমি অতি অভাগিনী,
কেন আমি হতে যাব জ্ঞান-অভিমানী।

—০—

(৯৮)

ঠাকুর বলিলে যদি নাহি বোঝ ভাই,
আমার আত্মারাম আত্মারাম তাই,
ঠাকুর কানাই,
আমার পরাণ পরাণ বুঝে নেও ভাই,
আত্মারাম তাই।
তোমার ব্যাকুলতা না হইলে পাইবা না
ঠাকুর কানাই,
ক্ষুধা না হইলে পাইবা না ভাই,
আত্মারাম বড় কঠিন ঠাঁই।
আত্মারামই ঠাকুর—সদ্ গুরু তাই,
তোমার ভিতরে রয়েছে ভাই।
ভিতরে অনুসন্ধান কর তাঁহারে,
খুঁজিতে খুঁজিতে পাইবা সদ্ গুরু অন্তরে।

কি সুন্দর স্বরূপ তাহার,
চক্ চকি চক্ চকি তাঁর,
গভীরে গভীরে বসতি তাঁহার,
মধুর মধুর দেখিতে বাহার।

— o —

[৯৯]

কাশীধাম
১২ই আশ্বিন
১৩০৭ সন

জ্যোতিও অনেক রকম দেখিয়াছি ভাই,
কয়েকটি জ্যোতির নাম ঠাকুর বলেছেন
আমায়—

প্রথমে 'নীল আভা জ্যোতি,'
তাহার পরে 'পরম জ্যোতি,'
তাহার পরে 'অনল জ্যোতি,'
তাহার পরে 'দূরবীক্ষণ জ্যোতি,'
তাহার পরে 'পূর্‌া অনল গাঢ় রং'
'ব্যাপক জ্যোতি,'
তাহার পরে 'সজাগ জ্যোতি,'
তাহার পরে 'অবাক্ জ্যোতি,'
'নির্ব্বাক্ জ্যোতি,'
চিন্ময় জ্যোতি স্বরূপ বলেছেন তিনি।

এ সকল জ্যোতির নাম শুনি নাই কখন,
এ জ্যোতি স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ কি উজ্জ্বল,
এমন দেখি নাই কখন।
এই জ্যোতি যে দেখেছে ভাই,
জনমে তাহার মরণ নাই।
মরণ আবার তার কাছে কোথা,
সদ্য জ্যোতি ফুটে রয়েছে যথা।
এই জ্যোতি স্বরূপ যে দেখিবে ভাই,
তার আসা যাওয়া নাই,
পূরা শান্তিতে হৃদয় ভরপূর তাই।

—০—

[১০০]

সত্য পথে এইবার করিয়াছি আরোহণ,
স্বধাম পূরা ধামে পৌছে গেছি এখন,
ধ্বজা পতাকা উড়িতেছে সর্ব্বক্ষণ।
মহাকারণ মূল কারণ বলেছে ভাই,
মহাপাদ একসত্তা তাই।
বহু জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
হয়রাণ হইয়াছিলাম ভাই,
স্বধামে পৌছিয়াছি বিশ্রাম তাই,

এমন আরাম আর নাই,
শীতল শীতল পরাণ তাই।
ত্রিতাপ দগ্ধে পুড়িয়াছিল হৃদয় খানি,
গুরু দিয়া দিল কত শান্তি বারি।
উঃ রে বাবা !
কত দুঃখের থেকে পাইলাম পরিত্রাণ,
হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল পরাণ।
পেয়েছি আপন ঘর জ্যোতিতে ঝল্ ঝল্,
তুমি আবার ভুল বুঝিও না ভাই,
এ ঘর কিন্তু ইট শুরকির নয়,
জ্যোতিতে ঝল্ মল্ বিচিত্র ময়।

সদ্‌গুরু ভগবান্,
মিশিয়া হইয়াছে একপ্রাণ,
দুই নাই, দুই নাই,
এক সত্তা তাই,
মিলন মিশ্রণ ব'লেছে ভাই।

মিলন মিশ্রণ বলিতে ভয় লাগিছে ভাই,
দেহ ত' রয়েছে এখনও ভাই,
ভিতরে কিন্তু জ্যোতি ছাড়া আর কিছু নাই।
বাহিরে বলিব আমি ঠাকুর ঠাকুর,
ভিতরে থাকিব অখণ্ড জ্যোতিতে ভরপূর,

উঃ সামান্য জীবে সম্ভবে কি
এমন বিরাট কভু !
কি ভাগ্য করিয়া এসেছিলাম ভাই,
বিনা কারণে গুরু প্রসন্ন সদাই।

—০—

[১০১]

মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
তোমার নাম জপিয়া
হইল সাধন সিদ্ধি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তোমার নাম জপিয়া
হইল অভীষ্ট সিদ্ধি।
মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
তোমার নাম জপিয়া
পার হইলাম ভবনদী।
মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
তোমার নাম জপিয়া
পার হইলাম বৈতরণী।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
বহু দুর্গম রাস্তা পার হইলাম
ধ'রে চরণ তরী।

মাগো ভবানী দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই শিব শক্তি কৈলাস-বাসিনী।
মাগো ভবানী দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই ব্রজধামে রাধারাণী
মুকুন্দ মুরারি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই কাশীধামে অন্নপূর্ণা জননী।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই ব্রহ্মময়ী পরা প্রকৃতি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই গুণাতীত আনন্দ দায়িনী।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তুমিই সাধনার গুরু এই আমি জানি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
জগতের দুঃখ নাশ কর অচিরে তুমি।
মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
জগতের দিকে ফিরিয়া চাও—
এসেছে ধ্বংস নীতি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী।
জগতের কল্যাণ কর অধম তারিণী।

মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
সন্তানেরে সান্ত্বনা দেও অভয়দায়িনী।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
দুর্ভিক্ষ দূর কর ভিক্ষা দিয়া তুমি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
তোমার সন্তান যেন তোমায় ডাকে নিরবধি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
অধম সন্তানেরে ভুলিয়া থাকিও না জননী।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী !
যতদিন আছে এই দেহতরী খানি,
জাগতিক উৎপীড়নে যেন না টলে
হৃদয় খানি।
মাগো অম্বিকে দুর্গতি নাশিনী শ্যামা
অটুট রাখিও আমার ধৈর্য্য আর ক্ষমা।
মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী
বহু রূপে দিলা দরশন,
বহু রূপে করিলা মিলন,
হৃদয়ে র'য়েছ একসত্তা হইয়া,
তবু ত' তোমার স্তব করিতে পারে না হিয়া।

—০—

[১০২]

সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি এবার,
এখানে নাই কোন সিদ্ধির বাহার,
কেবল সত্যের ব্যাপার,
এখানে নাই কোন মান যশ অহঙ্কার বালাই,
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য তাই।
মন এখন অতি শুদ্ধ
পদ্ম পত্রে জলের মতন,
চলা ফিরা করে সে
কলের পুতুলের মতন ;
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য
সত্য পথ পেয়েছি এখন ;
সহজ সহজ ভাব দেখিতেছি এখন,
নাই এখন সাধনের খাটাখাট্‌নি
সত্যের মাঝারে আরামে বসতি।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি এখন,
নাই কোন সুখ দুঃখের কম্পন ;
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি এখন,
নিন্দায় প্রশংসায় নাই কোন কম্পন।
এই ত শান্তির গোড়া পেয়েছি এখন,
নাই কোন কম্পন,

এ রকম শান্তি দিতে পারে না জগতে,
মিছামিছি ঘুরিয়াছিলাম অকারণে।
সত্য সত্য বুঝেছি এখন,
সত্য না পাইলে শান্তি হয় না কখন।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি এখন,
গুরু দিয়াছেন অপূর্ব্ব সাধন,
গুরুর আশীর্ব্বাদে হ'ল সত্যধামে গমন।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি আমি,
কিছুতেই লগ্ন নাই, ভাসমান আমি,
দেখিয়াছি দেখিয়াছি আমারে আমি।
কোন রসে ভিজি নাই আমি,
তপ্ত লোহার মত ছিল হৃদয় খানি।
যে দিন দেখিয়াছি আমারে আমি
নিজে নিজে তৃপ্ত হইয়া গেছি আমি।
এতটুক এতটুকে মজি নাই আমি,
বিরাট বিরাট পেয়েছি আমি ;
হাঁটি চলি কথা বলি,
আমারে আমি নাহি ভুলি,
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য পেয়েছি আমি।
ঐ যে মন বেটা ভারি দুষ্ট,
মান সরোবরে স্নান করিয়া
হইয়া গেছে শুদ্ধ ;

রিপুরা আর করিতে পারিবে না প্রভুত্ব।

[১০৩]

কাশীধাম
২২শে কার্ত্তিক
১৩৪৭ সন

আপন ঘর পূরা ঘর পেয়েছি আমি ;
এ ঘর কিন্তু ছোট মোট নয়,
বিরাট বিরাট বিশ্বময়,
জ্যোতিতে ঝল্ মল্, আনন্দময়।
মহাশূন্যের পূর্ব্বে
যে সব জ্যোতি দেখিয়াছি আমি,
বহু রকম রং বহু রকমারী।
মহাশূন্যের পরে
দেখিতেছি এক ব্রহ্ম জ্যোতি,
এক রং সাদা কাচের মতন,
সাদার মধ্যেই মাঝে মাঝে দেখা যায়
একটু বেগুনি আভার মতন,
উজ্জ্বল অতি, এত উজ্জ্বলের মধ্যে
আবার স্নিগ্ধ অতি।
এত উজ্জ্বল এত স্নিগ্ধ জ্যোতি,
হীরা মুক্তা অতি তুচ্ছ,
অপূর্ব্ব মাধুরী।
সত্য সত্যই বলিবার নয়,

কিছুর সঙ্গে তুলনা না হয়,
সততই মাখা মাখি হৃদয়ে রয়।
বিশ্ব ব্যাপিয়াই রহিয়াছেন তিনি,
চেতন হইলেই হৃদয়ে দেখি,
চেতন দেশের মধুরতা কি বলিব আমি,
বলিবার নয় গো বোধে বোধে রাখি।
ধন্য ধন্য ধন্য হইলাম,
গুরুর আশীর্ব্বাদে
আপন ঘরে পৌঁছিলাম,
কত জোর হইয়াছে বুকে
গুরু বলে বলীয়ান্ ব'লে।

[১০১]

জগতের কৃত্রিমতা দেখিয়া করিওনা ভয়,
সত্যের মাঝারে সদ্‌গুরু রয়।
দেখেছি দেখেছি মুরতি তাঁহার,
শুভ্র উজ্জ্বল কাচের মতন, দেখিতে বাহার ;
জ্যোতির মধ্যেই ফুটিয়া উঠে মূরতি তাঁহার,
চিন্ময় চিন্ময় মূরতি তাঁহার,
জ্যোতিতে ঢাকিয়া থাকে না আকার,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে হইয়া যায় একাকার,
ভারী চমৎকার !

"কুচ্ পরোয়া নেই" বলেছেন গুরু,
একটু একটু আছে শুদ্ধ সঙ্কল্প, স্বপ্ন মৃদু মৃদু ॥

[০]

গুরু ছিলেন দাঁড়াইয়া,
বিপুরা চলিল সব
কর্ম্মের বোঝা নিয়া।
কি দেখিতেছি হৃদয় মাঝে
নিজে নিজে সব তৈয়ার হইতেছে।
কোন উপদেশে বিচার বুদ্ধিতে
হয় না হৃদয় তৈয়ার,
আত্মা রূপান্তর হ'তে হ'তে,
চিত্ত বৃত্তি গলিতে গলিতে,
হয় হৃদয় তৈয়ার।
মন বুদ্ধি আগের মত কর্ত্তা নাই এখন,
সঙ্কল্প বিকল্প উঠিবে কখন,
ভাসিয়া ভাসিয়া উঠে চখেতে এখন।
বাণী যে হয় এখন,
সবই মুখ দিয়া বাহির হয়,
মন বুদ্ধির অগোচর।
মন বুদ্ধি এখন আছে কেমন—
সবটাই ঢিলা ঢিলা আট নাই তেমন।

নিজ স্বভাবে চলা ফিরা করে সেই জন,
মন বুদ্ধির আট নাই তেমন।
মন বুদ্ধি এখন শুদ্ধ নির্ম্মল,
সরল তরল,
কুট জুট থাকে না তখন।
মম বুদ্ধি নির্ম্মল হতেই ত' হবে,
শুদ্ধ সত্যের কাছে অশুদ্ধ মন
দাঁড়াবে কেমনে ?
কি কষ্ট দিয়াছিল মন আমারে !
সেই মনই শুদ্ধ হইয়া রহিল আরামে।

—০—

[১০৬]

কাশীধাম
২৬শে আশ্বিন
১৩৪৭ সন

ভগবান ভগবান করিয়া
ঘুরিয়াছিলাম যখন,
এত যে আরাম
জেনেছিলাম কি কখন,
মনে করিয়াছিলাম অন্য রকম।
আহা কি আরাম
বলিতে পারে কি পরাণ ?
বলিতে পারে না পারে না পরাণ,

এতই আরাম।
মহাশূন্যের পরে আছে
আর একটি তালা ;
তালা খুলে গেছে,
"মুক্ত দ্বার" বলেছে ;
চাবীকাঠি গুরুর কাছে,
গুরু চাবিটি আমায় দিয়া দিছে,
কর্ত্তা সাজাইয়াছে।
গুরু কর্ত্তা সাজাইয়াছেন বটে,
যতদিন আমার আছে এই শরীর
কর্ত্তা হইব না কোনদিন,
গুরুর চরণ ধরিয়া থাকিব নিশিদিন,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে হইব লীন।
প্রত্যেক স্তরে স্তরে আছে দরজা—
তালা চাবি দেওয়া,
গুরু না খুলিলে খোলে না দরজা।
তবেই দেখ তোমরা
গুরুর কৃপা না হইলে পাড়ি দেওয়া হয় না।
কপাল চাই, কপাল চাই,
ব্যাকুলতাও চাই,
তারপর গুরু কৃপা পাই,
বিনা কারণে গুরু প্রসন্ন সদাই।

[১০৭]

বারে বারে বলি আমি,
নিজ দরশন ব্যতিরেকে
নাহি হবে শান্তি।
প্রথমে হয় দেব দেবী দরশন,
তাহার অনেক পরে হয় সহস্রার ভেদ,
সহস্রার ভেদ হইলেই মন সুস্থির হয় অনেক।
সহস্রার ভেদের পরেই হয় লীলা দর্শন,
তাহার পর হয় নিজ আত্মার দর্শন।
সেই আত্মা দর্শনও খাঁটি নয় তখন,
আত্মার বিকাশ কেবল—
বিকাশ কেবল সেই আত্মার তখন;
আত্মার থেকে জ্যোতি বাহির হয়
নানা রকম,
কত তাঁর নাম, কত তাঁর রং,
সেই জ্যোতির বাহার অনেক রকম।
এত যে জ্যোতি বহু রকম
সেই জ্যোতিও খাঁটি নয় তখন।
তাহার পরে আসিল মহাশূন্য
আলোও নাই, জ্যোতিও নাই,
অন্ধকারও নাই—এই এক রকম।

মহাশূন্যের পরে আসিল
এক ব্রহ্ম জ্যোতি, ফটিকের মতন,
তাহার মধ্যে একটুখানি আছে
সামান্য বেগুনী আভার মতন,
উজ্জ্বল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ অতি,
চক্ চকি চক্ চকি, নির্ম্মল অতি।
গুরু বলিয়াছেন আমায়—
অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, বলা নাহি যায়,
বলিতে গেলে ছোট হইয়া যায়।
এই ত খাঁটি বস্তু শান্তির গোড়া
পেয়েছি এখন,
এই শান্তি নষ্ট করিতে পারিবে না কেহ।

— ০ —

[১০৮]

চিত্ত স্থির না হইলে
হয় না আত্মা দরশন,
জানিও জগৎ জন!
আত্মা চৈতন্য, জড় বস্তু নয়,
সকল সময়েই চৈতন্য রয়,
তাহাকেই মহাপুরুষ কয়।

পরা বৈরাগ্য না হইলে
হয় না আত্মার দরশন
জানিও জগৎ জন।

হইলে আত্মা দরশন
ধ্যান ধারণা সমাধি
থাকে না সাধন,
নিজে নিজে উর্দ্ধগতি
স্বভাবে তখন।

যে ক'রেছে আত্মা দরশন,
সদাই স্থির তাহার অন্তঃকরণ।
বাসনা কামনার লেশ থাকিতে
হয় না আত্মা দরশন
জানিও জগৎ জন ;
আবরণ থাকিতে হয় না আত্মা দরশন
জানিও জগৎ জন।

—০—

[১০:]

সাধনের অবস্থা—কি উন্মাদতা !
'কোথায়' 'কোথায়' ব'লে কেবল মত্ততা।
কি দুঃখের অবস্থা !
কি দুঃখের থেকে হইলাম পরিত্রাণ !

আরামে র'য়েছে পরাণ।
এখন হাঁকা হাঁকি, বলা বলি,
কিছুই ত নাই,
আরামে বসতি তাই ;
কেবল জ্যোতি আর নিবৃত্তি
দেখিতে পাই,
আর কিছুই ত নাই।
এতটুক এতটুক দরশনে কিন্তু
হয় না শান্তি,
বহু দূরে বহু উঁচুতে বহু ব্যাপারে
হয় পূরা শান্তি।
তাহার পরে এক ব্রহ্ম জ্যোতি
জয় গুরু জয় গুরু যা লিখাইলা
লিখিলাম প্রভু।

—০—

[১১০]

গুরুর আশীর্ব্বাদে তালা খুলে গেছে,
মুক্ত দ্বার, ষোলকলা পূর্ণ লক্ষী সম্পূর্ণ আস্বাদ,
আপনার জন কেহ থাকিবে না আর,
নিজেই নিজে কেবল মধুর মধুর তান।

দুই জন থাকিলেই খটর মটর হয়,
এক জন বিশ্ব ময়,
হিংসা নাই দ্বেষ নাই পরা শান্তি হয়
কেবল আনন্দ ময়।
প্রথমে হয় প্রকৃতি দর্শন,
এত খুলিয়া বলে না কখন
তার পরে হয় আত্মা দর্শন ;
আত্মা রূপান্তর হ'তে হ'তে হয়
পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিশ্রণ,
তাহার পরে হয় নিয়তি খণ্ডন।
গুরু দিয়াছিলেন অপূর্ব্ব সাধন
গুরুর আশীর্ব্বাদে হইল নিয়তি খণ্ডন।
'পুরুষ উত্তম' রূপ নাই তাঁর,
অখণ্ড চক্‌চকি দেখিতে বাহার ;
মধুর মধুর পরাণ,
হাবি জাবি কিছুই নাই
একেবারে মহান্।
আত্মার সঙ্গে পুরুষোত্তমের মিশ্রণ
ইহাই হইল খাঁটি দর্শন।
এক ব্রহ্ম জ্যোতি কেবল তখন,
মধুর মধুর আনন্দ ঘন

দেখিতে সুন্দর এক জ্যোতি এখন।
সাধনের প্রথমে কত দেখিয়াছিলাম
দেব দেবী সাধু মহাজন,
সবশুদ্ধ মিলিত হইল সদগুরুর চরণ,
তাহার পরে 'পুরুষোত্তম' অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

—০—

[১১১]

প্রথমে দেখিলাম দর্শনের ভেদাভেদ,
তাহার পরে সকলই এক ;
তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি,
প্রকৃতির সঙ্গে হয় পুরুষের মিল,
তাহার পরে একে বারে লীন।
সদ্‌গুরু সদগুরু মহান্ প্রভু
এক ব্রহ্ম জ্যোতি,
মধুর মধুর অতি,
আসা নাই যাওয়া নাই একেবারে স্থিতি
নির্ম্মল জ্যোতি।
প্রণারাম আত্মারাম সদ্‌গুরু তাই,
এইখানে কোন আদান প্রদান নাই,
আনন্দে হৃদয়ে রয়েছে সদাই।

কি আরাম! বলাওত যায় না!
চিরদিন বিশ্রাম!
বহু দুঃখের থেকে পাইলাম পরিত্রাণ,
আনন্দে ঢল ঢল আমার পরাণ।

—০—

[১১২]

কাশীধাম
৩ রা অগ্রহায়ণ
১৩৩৭ সন

সদ্‌গুরু পরমাত্মা বলিলেন আমায়—
এই বই জীবন্ত ভাষা, জীবন্ত কথা
স্বয়ং লিখেছেন যথা,
জীবের পারের হইবে ভেলা।
এই বলেছেন ঠাকুর আজ সকাল বেলা।

—০—

[১১৩]

জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তোমা হ'তে জীব ভিন্ন নহে কভু।
দেখেছি দেখেছি হৃদয়ে আমি
প্রচণ্ড অনল থামের মতন,
তাহার মধ্যে অগণন অনল রশ্মি
ঝুলিতেছে চারি ধারে,
জীব জন্তু সংলগ্ন রহিয়াছে তাহে।

জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তোমা হ'তে জীব ভিন্ন নহে ;
দেখেছি দেখেছি হৃদয়ে আমি,
পূরা অনল গাঢ় রং ব্যাপক জ্যোতি,
তোমাতে সংলগ্ন জীব এই আমি জানি।
জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তুমি আর জীব ভিন্ন নহে কভু।
দেখেছি দেখেছি দূরবীক্ষণ জ্যোতি,
জ্যোতির মধ্যে বহু দূরে
করিতেছে নড়া চড়া জীব,
দেখেছি দেখেছি স্বচক্ষে আমি
তোমার সঙ্গে হয় জীবের মিল।
জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তুমি আর জীব ভিন্ন নহে কভু।
দেখেছি দেখেছি মূরতি তোমার,
অভিন্ন আত্মা, বঙ্কিম ঠাম ;
দেখেছি দেখেছি আত্মার মূরতি,
বহু রকম জ্যোতিতে করে ডুবাডুবি,
ডুবিয়া ডুবিয়া পরম পুরুষে হয় মিল,
ডুবিয়া ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠে
মুখ খানা বাহির করিয়া,

আবার ডুবিয়া পড়ে।
পাড়ি দিবার সময়ও ত দেখেছি তোমারে,
আর লুকাইবা কোথায় ফাঁকি দিয়া জীবেরে ?
জীব ত চরণ সংলগ্ন রহিয়াছে সদাই,
একটু আবরণ খসিলেই দেখিবে তোমায়।
জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তুমি আর জীব ভিন্ন নহে কভু।
জীবের একটু আবরণ আছে ব'লে,
চরণে ঠেলিবা কেমনে ?
ইহা উচিত না হয়,
জীবের আবরণ মুক্ত করিয়া
দেখা দিতে হয়।
দেখা দিতেই যে হবে,
দেখা না দিলে জীব
উদ্ধারিবে কেমনে ?
জীবের অপরাধ নিও না প্রভু,
তুমি আর জীব ভিন্ন নহে কভু।
অজ্ঞান-আঁধারেও দেখেছি তোমায়,
সকল জায়গা ভরিয়াই ত' আছ তুমি,
তবুও আমরা খুঁজিয়া মরি।
ভুলাইয়া রাখিও না অজ্ঞান জীবেরে,

ধরিয়া তোল এসে বঙ্কিম বেশে।
জীবের অপরাধ নিও না হে প্রভু,
তুমি আর জীব ভিন্ন নহে কভু।

—০—

[১১৪]

সদ্‌গুরু ধাম, পরম আনন্দ স্থান,
বহু পরে হয় জ্যোতিতে লীন,
মায়া মোহলতা ছিন্ন তখনই ;
একেবারে আল্‌গা আল্‌গা দেহতরী তখন।
জ্যোতিতে লীন আত্মা হয় যখন,
ষোলকলা পূর্ণ লক্ষী সম্পূর্ণ আস্বাদ,
চন্দন রেখা অঙ্গেতে আমার।

—০—

[১১৫]

সকলেই বলিতেছে কেবল,
বারে বারে বলিতেছে, ক্ষান্ত নাহি হয়,
সন্ন্যাসী হইয়া গৃহস্থে বাস
কেমনে হয়।
জাগতিক ব্যাপারে
বলিতেই ত হয়,

লোক শিক্ষার জন্য,
সন্ন্যাসী গৃহস্থ পৃথক্ হয় ;
সংসারে থাকিলে
ভজনের বাধা বিঘ্ন হয়,
গুরু কৃপা হইলে
সব জায়গায়ই হয়।
আত্মা অসঙ্গ অলগ্ন
ভাসিয়া রয়,
জীবের চক্ষু নাই
অন্ধ হইয়া রয়।
সন্ন্যাস উপাধি মাত্র,
তাহাতে সন্ন্যাসী হয় না কেহ ;
চিত্ত বৃত্তি নাশই প্রকৃত সন্ন্যাস,
কেবল নাশ নাশ, তার নামই সন্ন্যাস।
প্রথমে ক্রিয়া কলাপ আসন প্রাণায়াম সন্ন্যাস,
সন্ন্যাস বাহিরের অনুষ্ঠান, করিতেই ত' হবে,
শুধু তাতেও না হবে,
বিবেক বৈরাগ্য সঙ্গে নিতে হবে,
তাহার পরে সাধন আরম্ভ হবে।
একটু একটু করিয়া পাড়ি দিবে তখন,
খুব উচুতে উঠিবে যখন দেখিবে তখন,

আত্মা জ্যোতিতে ডুবিতে ডুবিতে,
পারি দিতেছে তখন।
বহু পরে খাটি জ্যোতি লীন হইবে তখন,
কি অপূর্ব্ব শোভা করিবে ধারণ,
মায়া মোহের লেশ থাকিবে না তখন।
প্রথমে বাহিরের অনুষ্ঠান দরকারই বটে,
তাহার পরে কোন অনুষ্ঠানই
থাকিবে না ভাসমানের কাছে।

—০—

[১১৬]

সদ্ গুরু মহাপুরুষ খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া,
নাড়িয়া নাড়িয়া উঠাইলেন
তিনটি মূল গোড়া, শিকড় সহিত,
তিনটি গোড়া—দুইটি ছোট ছোট
—একটি খুব লম্বা।
উঠাইয়া তিনটি মূল গোড়া
রাখিলেন সারি সারি, সত্ত্ব রজঃ তম
বলে দিলেন তিনি।
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি
সত্ত্ব কেন উঠিল বুঝিলাম না আমি।
উত্তরে বলিলেন, বাণী "সত্ত্ব ছিল চাপা পড়ি,

সত্ত্ব না উঠাইলে, সত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবে
কেমন করি ?
রজঃ তম গুণের শিকড় মূল গোড়া
যদি না ফেলি তুলি,
পারিবে না যেতে ওপারে তুমি"।

—০—

[১৭]

'চন্দন রেখা মিশিল অঙ্গে'
বাণীতে বলিলেন ঠাকুর মোরে।
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি,
চন্দন রেখা কারে বলে
কিছুই না জানি।
চন্দম রেখা মিশিল অঙ্গে,
আলোও না অন্ধকারও না,
তাহার মধ্যে সাদা একটী গোল রেখা,
রেখার মধ্য খানে ফাঁকা,
বাণী হইল 'চন্দন রেখা'।
জিজ্ঞাসিলাম গুরুকে—
চন্দন রেখা কা'কে বলে·;
উত্তরে বলিলেন বাণী—
'পরা পাদের আভাস জ্ঞান তরণী'।

তাহার পরে আবার বলিলেন বাণী—
"ওপারে আছে একটি জিনিষ,
মহাশূন্যের মত জায়গা,
আগুনেও পোড়ে না, জলেও ভিজে না,
অবিনাশী আমি, স্থিতিতে থাকে না
দেহতরী খানি"।

পরাপাদের আভাসেই
সত্ত্বের মূল গোড়া উঠে,
তাহার পরেই পরাপাদের আভাস—
চন্দ রেখা অঙ্গেতে মিশে।
নিন্দা প্রশংসা করিয়া বর্জ্জন,
নিয়া যাবে পরপারে সদ্‌গুরু এখন।
পেয়েছি সদ্‌গুরু, আনন্দ অপার,
ডরি না ডরি না লোকেরে আর ;
গুণাতীত লোকাতীত হইব এবার,
সবার অতীত তিনি সদ্‌গুরু আমার।
সকল রাজ্যের রাজা সদ্‌গুরু সম্রাট,
'রাজার মেয়ে' উপাধি আমার।
নিরাকার নিরাকার ব্রহ্ম তিনি,
আকারে আকারেই হয় সাধন দেখি।

—০—

[১১৮]

সদ্‌গুরু ধাম, পাপ নাই পুণ্য নাই
আনন্দ ধাম ;
সদ্‌গুরু ধাম, জন্ম নাই মৃত্যু নাই,
আনন্দ ধাম।
কেবল আনন্দও নয়,
চির নিবৃত্তি হয় ;
সেই নিবৃত্তির কাছে কিছুই না আসে,
দেখ না এসে ;
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একবারে, একবার এসে
দেখ না কেন তোমরা।
কত আনন্দ র'য়েছে আত্মায়,
এ সুখের তুলনা নাহিক জগতে ;
হিংসা নাই দ্বেষ নাই ব্রহ্ম নিকেতনে।
পরের ঘরে কর বাস,
আপন ঘরের না কর তালাস,
পরেরে বাস ভাল,
আপনারে দূরে রাখ,
এইত তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের বাহার,
পরের ঘরে ব'সে বল আমার আমার।

রক্ত মাংসের মায়ার পুত্তলিগুলি
গলায় ঝুলাইয়া রাখ নিশিদিন,
আনন্দে ডগ মগ, ম রিলে চীৎকার কর,
এই ত তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধির মহিমা ;
তাহাতে কর আবার জ্ঞানের গরিমা।
এস না এস না ভাই সাধন করিতে,
দেখিবে কত সুখ আত্মায়, হৃদয় মন্দিরে,
এস না এস না ভাই সাধন করিতে,
কত সুখ হৃদয়ে হবে শান্তি অচিরে,
কোন্ সুখে বসে আছ সংসারে ভাই,
তিতা ত্যক্ত তোমার কেন আসে নাই ?
বাহিরে সংসার কর, ভিতরে বৈরাগ্য আন,
সংসার ছেড়ে বনে যেতে হবে না ভাই,
মনই বন বটে জানিও তাই।
ভিতরের জঙ্গলেই ত করিতেছ বাস,
বাহিরের জঙ্গলে যাইয়া আর কি কাজ ?
সাধন কর ভাই,
অন্তিমে পাইবা অমৃতে ঠাঁই।

—০—

[১১৯]

কাশীধাম
১৯শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৭ সন

আলোও নয় অন্ধকারও নয়
জায়গাটি এমন,
তার মধ্যে দেখা গেল
সাদা জ্যোতিতে ভরা একটি
দরজার মতন।
বাণী হইল তখন—'ভ্রমর সত্তা ;'
উহার মধ্যে আছে একটি গুহা,
এই ভ্রমর গুহা যে করিবে দর্শন,
পুনরায় জননী জঠরে না হইবে গমন ;
আগম নিগম, প্রাণ বাহির হইবে যখন,
তাঁর সঙ্গেই মিশিয়া থাকিবে তখন।
ভ্রমর গুহা দেখিতে কেমন—
তারে জড়ান জড়ান আকৃতি ত্রিকোণ,
উজ্জ্বল উজ্জ্বল উজ্জ্বল অতি,
বর্ণনা চলেনা বর্ণনার অতীত।

—০—

[১২০]

লিঙ্গ দেহ ত্যাগ করি, ভ্রমর গুহা ভেদ করি,
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম তিনি,

হাতে দিয়া করতালি, দেবতারা দিতেছে সব
জয় জয় ধ্বনি,
আসা নাই যাওয়া নাই অমৃতের খনি।
এই ভ্রমর গুহা যে করিবে দর্শন,
তখনই হইবে তার নিয়তি খণ্ডন।
কালেরে দিয়া ফাঁকি, ভবের খেলা সাঙ্গ করি,
ভ্রমর গুহা অতিক্রম করি,
চলিয়া যাবে আনন্দধামে অচিরে তুমি।

—•—

[১২১]

শরীর অসুস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম—
'ঠাকুর! কেন অসুস্থ হইল শরীর,
তুমিত দেহে রয়েছ উপস্থিত?'
উত্তরে ঠাকুর বলিলেন বাণী—
'শরীর থাকিতে ব্যাধি থাকিবে একটু খানি,
শরীর অন্তে যাহা আছে তাই, বুঝে নেও তুমি।'

—•—

[১২২]

ভজ ভাই! সদ্গুরু একান্ত মনে,
আনন্দে যাবে ব্রহ্ম নিকেতনে।

প্রথমে হইবে দেব দেবী দরশন,
তাহার পরে সহস্রার ভেদ অপূর্ব্ব দর্শন।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পরে হবে লীলা দর্শন মধুর আস্বাদন।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পর হবে নিজ আত্মার দর্শন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ,
আনন্দে ভরিয়া যাবে তোমার পরাণ।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পরে দেখিবা
বহু রকম জ্যোতিঃ বহু রকমারি,
জ্যোতিতে ডুবিয়া আত্মা দিতেছে পাড়ি।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পরে আসিবে মহাশূন্য,
নিবৃত্তি নিশ্চিন্ত বহু আরাম শেষে।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পরে দেখিবা একব্রহ্ম জ্যোতি,
চক্‌চকি চক্‌চকি উজ্জ্বল অতি।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
তাহার পর দেখিবা চন্দন রেখা কারণ সুধা।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,

কাশীধাম
২০শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৭ সন

তাহার পরে দেখিবা ভ্রমর গুহা নিকটে,
বিন্দু সুধা তাহার পরে,
আর যাইতে হবে না জননী জঠরে,
জরা নাই মরণ নাই অমৃত ভবন,
চির শান্তিতে হইবে মগন।
ভজ ভাই! সদ্‌গুরু একান্ত মনে,
সদ্‌গুরু অন্বেষণ কর হৃদয় মন্দিরে।

—০—

[১২৩]

কারণ সুধা, মহাশূন্য
বিন্দু সুধা, কৈবল্য মুক্তি,
সরস্বতী কণ্ঠে ভর নিরবধি ;
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,
লিঙ্গ শরীর ত্যাগ ;
বিন্দুতে পরিণত অলিঙ্গ শরীর,
ভ্রমর গুহা ভেদ, আত্মা লীন,
স্বচ্ছ চেতন দেশ, মধুর মাধুরী,
কাব্য রসের চূড়ান্ত
কাব্য রসের অতীত ;
চুল পরিমাণ,

কাশীধাম
২৪শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৭ সন

কেশাগ্রের দশভাগের এক ভাগ,
লঘু হইতেও লঘু,
অণু হইতে পরম অণু ;
ব্যাপক প্রধান প্রভু ।

—০—

[১২৪]

বলেছেন প্রভু বাণী—
'ভক্ত ছাড়িয়া থাকি না আমি,
ভক্ত আমার মাথার মণি,
ভক্তে করি আমি হৃদয়ে ধারণ,
ভক্তের লাগিয়া আমার দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ।'

—০—

[১২৫]

কেউর ঘাটে করিলে স্নান—
বাসনা কামনার
ছাইও থাকে না আর ,
ইহকালে পরকালে
সদা মুক্তি, নির্ম্মল বুদ্ধি ,
অবারিত দ্বার

কাশীধাম
২৬শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৭ সন

স্বচ্ছ চেতন দেশ
মধুর মধুর ধাম ;
বিন্দু হইতে বিন্দু
পরম অণু দর্শন,
তাহার পরে আর
কিছুই রহিল না তখন ;
রূপ, রস, জ্যোতি, বিন্দু
কিছুই না দেখি,
কি নিয়া থাকিব আমি
চখের জলে ভাসি।
তাহার পরে ঠাকুর ববিলেন বাণী—
'সাগর সঙ্গম, সূক্ষ্ম দেহ লীন,
পরাপাদের সত্তা নাশ নাই কোনদিন।
অবিনাশী আমি,
পরম সৌভাগ্য দেখেছ তুমি,
স্থিতিতে থাকে না দেহতরী খানি।
সদা সর্ব্বদা থাকিবে
সূর্য্যের কিরণের মত জ্যোতি, অপূর্ব্ব মাধুরী।'

—০—

[১২৬]

কত দেখিয়াছি তাঁহার রূপ মাধুরী,
আসা যাওয়া ক'রেছিল থাকে নাই স্থিতি ;
এবার যাবে না যাবে না, যাবে না আর,
পূর্ণ চন্দ্র হৃদয়ে আমার ;
এবার বলেছেন সদা সর্ব্বদা থাকিবেন প্রভু
জ্যোতিতে ভরপুর হৃদয়ে মোর।
কি সুন্দর স্বরূপ তাঁর
এমন দেখি নাই আর,
দিক্ দিগন্তর ব্যাপ্ত পরম জ্যোতি
মধুর মধুর মধুর অতি।
যাবে না যাবে না যাবে না আর
চিরকাল হৃদয়ে স্থিতি আমার ;
আসা যাওয়া নাই তাঁর
স্থিতিই স্বরূপ তাঁর।

—০—

[১২৭]

ঠাকুর বলিলেন বাণী —
দিব্য চক্ষু মানে কি ?
স্বামীর কাছে যাওয়া,
বিরাট সঙ্গম, দিব্য আলিঙ্গন।

এমন বিরাট্ দেখি নাই,
দেখি নাই দেখি নাই কভু
পরমাত্মা পূর্ণ চন্দ্র হৃদয়ে মোর,
সূর্য্য কিরণের মত রশ্মি, দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপ্ত,
নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত করে দিলেন গুরু
হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্র মধুর মধুর।
আনন্দ ধরে না ধরে না আর,
কি সুন্দর পূর্ণ চন্দ্র হৃদয়ে আমার।
ধরে না ধরে না নয়নে আর,
অ-ধর হইয়াছে এবার।
ধরে না ধরে না হৃদয়ে আর,
দিক্ দিগন্তর ব্যাপ্ত জ্যোতিতে তাঁহার,
দেখিতে চন্দ্রের মত, চারিধারে রশ্মি
অখণ্ড ব্যাপ্ত।

—০—

[১২৮]

ঠাকুর বলিলেন বাণী :—
আমি জগৎ স্বামি,
ধ্যেয় জ্ঞেয় আমি, আমি,
দেবতা বাঞ্ছিত জগৎ স্বামী ;
আমা হ'তে বড় নাই কেহ,

ব্যাপক প্রধান, দেবতা বাঞ্ছিত ;
গুরুর গুরু মহাগুরু আমি,
দেবতা বাঞ্ছিত কৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞান তরণী ;
মহান্ মহান্ মহান্ আমি,
আমা হ'তে বড় নাই, বিরাট্ আমি ;
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, গুহ্যাতিগুহ্য, গুণাতীত আমি,
পদার্থাভাবিনী, দেবতা বাঞ্ছিত আমি ;
আমি জীবন দাতা, আমি পালন কর্ত্তা,
আমি মুক্তি দাতা, আমি পরমেশ্বর ;
আমা হ'তে বড় নাই, আমি সর্ব্বেশ্বর,
আমি সর্ব্ব মূলাধার জগৎ ঈশ্বর।"

—০—

[১২৯]

বিন্দুতে পরিণত, বিন্দু শরীর ত্যাগ,
জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত, প্রকৃতি পুরুষে লীন ;
জলে জলে জল মিশিলে কে ধরিতে পারে,
নদী সাগরে মিশিলে সাগর সঙ্গম বলে।
চিন্ময় চিন্ময় স্বরূপ তাঁহার,
কি সুন্দর ছটার বাহার !

বাখানি চলে না চলে না তাঁর,
বিরাট্ ইশ্বর,
তবু ত লিখনীতে উঠিতেছে অক্ষর।
ক্ষয় নাই ক্ষয় নাই ক্ষয় নাই তাঁর
লিখনীতে রহিল অক্ষর তাঁর।
গুরু গুরু কত দয়া করিলা অধমেরে প্রভু,
আগে ত জানি নাই তুমি এত বড় বিরাট্।
দিক্ দিগন্তর ব্যাপক প্রধান,
আগে ত জানি নাই তুমি এত বড় মহান্।
মানসে গড়িয়া মূরতি,
করেছিলাম পূজা আরতি,
এত ছোট করেছিলাম তোমারে আমি,
অপরাধ নিও না গো জগৎ স্বামী।
বিরাটের বাখানি বলিতে কি পারি—
মূর্খ মূর্খ মূর্খ আমি,
আমা'র কি সাধ্য আছে বিরাট বাখানি।
প্রথমে মানসে গড়িয়া
পূজা ক'রেছিলাম আমি,
তাহার পরে অপার করুণা
হৃদয়ে যুগলে দাঁড়ালে তুমি,
সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবী দর্শন অগণিত ;

তখন ত বুঝি নাই তোমার স্বরূপতত্ত্ব।
যখন দাঁড়াইতে তুমি অধমের হৃদয়ে
মধুর মুরতি নিয়ে,
বিশ্বাস করিতাম না সন্দেহ নিয়ে।
এখন ত দেখিতেছি আমি সবই ত তুমি—
মুরতিও তুমি, বিরাটও তুমি,
অজ্ঞান জীব ব'লে বুঝি নাই আমি।
কত দয়া করিলা করুণা অপার
বুঝিতে শকতি দেও অধমেরে এবার।

[১৩০]

হৃদয় স্বামী স্থিতি,
একে অবস্থান পূর্ণ সমাধান।
অবারিত দ্বার
ক্ষীরোদ সমুদ্র সঙ্গম আমার।
মাথার উপরে হংস, হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্র,
কি অপরূপ চিন্ময় অপূর্ব্ব শোভা,
অতি মনোলোভা।
কেহ ত দেখেনা মোরে
আমারে আমি দেখি আনন্দ ভরে ;
দেখেছি দেখেছি আমারে আমি
পূর্ণ চন্দ্র হৃদয় স্বামী।

[১৩১]

বহু পিপাসা নিয়া
এসেছিলাম স্বামীর দুয়ারে,
ফিরাইয়া দেন নাই ভিখারী ব'লে,
আদরে রেখেছেন চরণ তলে।
জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে এসেছিলাম
স্বামীর দুয়ারে,
ফিরাইয়া দেন নাই ভিখারী ব'লে ;
বহু সুধা দিয়াছেন তৃপ্ত ক'রে,
অভাব নাই অভাব নাই কিছু,
হৃদয় ভাণ্ডার হইয়াছে ভরপুর,
কিছুতেই লগ্ন নাই, একেবারে ভাসমান।
কি সুন্দর স্বরূপ তাঁর
অখণ্ড জ্যোতি আনন্দ ধাম।
মূলাধারে ছিলেন প্রকৃতি শয়ান,
ঊর্দ্ধপথে অন্বেষণ স্বামীর সন্ধান,
তাহার পরে মিল একবারে লীন।
কৃষ্ণচন্দ্র, পরাণ কৃষ্ণ, হৃদয় স্বামী
ভিখারীরে দিয়া দিলে এত সুধার খনি।
এত আশা করি নাই আমি
আশার অতিরিক্ত দিয়াছ তুমি।

[১৩২]

কাশীধাম
৫ই পৌষ
১৩৪৭ সন

মাঝে মাঝে শূন্যময় দেখিতে পাইয়া
যাই আমি হতাশ হইয়া ;
তখনই ঠাকুর বলিলেন বাণী :—
কি দেখিতে চাও তুমি ?
দেখিবার কিছু নাই লীন সত্তা আমি ;
এই হইল সত্য বস্তু, এই হ'ল সার,
পরম জ্যোতি হৃদয়ে থাকিবে তোমার ;
প্রবৃত্তি যাবে চলিয়া,
নিবৃত্তি থাকিবে পরাশান্তি নিয়া।
পরম-জ্যোতি ঈশ্বর কারণ শরীর ত্যাগ,
থাকিবে চেতন মোক্ষ পরায়ণ,
পরম আত্মা বিশাল তট ;
আত্মা লীন হইতেছে এখন,
একে অবস্থান, পূর্ণ সমাধান।

—০—

[১৩৩]

সাধুর প্রতি যদি হয় আকর্ষণ
চিত্ত ছাফ্ হইয়া হয় দেবতা দর্শন,
চরমে পরমা গতি, নাহি কোনই অসম্ভব।

সাধুর আসন, সাধুর বসন
করে যদি অঙ্গে ধারণ,
অচিরে হইবে শান্তি আনন্দ ভবন।
সাধু সেবা সাধু সঙ্গ,
এই হইল সাধনার অঙ্গ।
সাধু, জ্যোতি, ভগবান্
তিনে মিলি মহাপ্রাণ;
দুই ভাবে দেখে যেই জন,
সাধনা অপূর্ণ তখন।
সাধুর মাহাত্ম্য কি বলিব আমি,
সাধু আমার মাথার মণি,
জীবের কল্যাণ কারী।
সাধুর মান্য, সাধুর সেবা,
যে করিবে ধরায়
তাহার শান্তি আসিবে ত্বরায়,
সাধু ভগবান্ ভিন্ন নহে জানিও সবাই।

[১৩৪]

কাশীধাম
৯ই পৌষ
১৩৪৭ সন

এত বড় মহান্ তুমি, এত বড় ভগবান্,
ভক্তের কাছে থাক সমান সমান।
নিজ হাতে পরাইয়াছ পীরিতি মালা,

কত করিয়াছ সোহাগ খেলা ;
লুকাইয়া রয়েছ কত
কান্দাইয়া পেয়েছ আনন্দ,
এই আছ, এই নাই,
হা হুতাশে রেখেছ সদাই ,
কেবল লুকোচুরি, লুকোচুরি,
তখন ত বুঝি নাই তব প্রেম মাধুরী।
হাসি হাসি মুখ খানি, অধরে মুরলী ধরি,
দাঁড়াতে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ মুরতি,
তখন ত বুঝি নাই তব প্রেম মাধুরী।
যখনই পড়েছি বিপদে
তখনই এসেছ নিকটে,
আমি ধরিতে পারি নাই অজ্ঞান ব'লে।
কীটাণুকীট আমি অপরাধী জীব
তব প্রেম মহিমা বুঝিনু আমি।
ক্ষণে আছ, ক্ষণে নাই,
হাসি কান্নায় রেখেছ সদাই,
সামান্য জীব আমি বুঝিনু তোমায়।
অভিন্ন হৃদয় ব'লে ক'রেছ আলিঙ্গন,
ভক্ত ব'লে করেছ সম্বোধন,
কত রঙ্গ কত ভঙ্গ বুঝিনু আমি
অনন্ত লীলা অনন্ত তুমি।

[১৩৫]

ভ্রমর গুহা ভেদ করি
বিন্দু সুধা পড়িতেছে গলি—
অণু অণু, পরম অণু, নির্ঝর অণু ;—
লীন হইতেছে পরম অণু ;—
লীন হইয়া তুমি থাকিবে কোথা ?
লীন হইয়া থাকা তোমার স্বভাব নহে সখা,
দেখেছি প্রমাণ যথা প্রকট লীলায় জগৎ ভরা।

—০—

[১৩৬]

এই ত তোমার মধুর লীলা,
শক্তি নিয়া কর খেলা ;
স্বচক্ষে দেখেছি আমি,
শক্তি বিনে নড়িতে পার না তুমি।
শক্তিই মূলাধার,
এক মাত্র তুমি প্রধান।
অখণ্ড তুমি, লীলা করিতে বহুরূপধারী,
এই ত তোমার মধুর লীলা মধুর মাধুরী।

—০—

[৩৭]

ব্রজলীলার মাধুরী, অক্ষুণ্ণ পীরিতি,
সেখানে নাই কোন রীতি নীতি,
স্বচ্ছন্দে বিহার, আনন্দে বসতি।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে সদা রাধা পাগলিনী,
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ সইতে পারে না রাধা বিনোদিনী,
দুই জনে এক আত্মা অভিন্ন মুরতি।
এমন অক্ষুণ্ণ পীরিতি দেখি নাই আর,
কাম-গন্ধ শূন্য পুরুষ আর ;
এমন পীরিতি দেখি নাই আর,
শুদ্ধ সুনির্ম্মল পুরুষ আর।
একজন পুরুষ মাত্র, বহু নারী বিহার,
কাম গন্ধের লেশ নাই অপূর্ব্ব বাহার।
রসিক নাগর তিনি রসিক চূড়ামণি,
আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু, নারীর পানে চাহে শুধু,
প্রেম সুধা চাহনি তাঁর, স্বরূপ মধুর,
নারী ঘরে থাকিতে পারে না আর কভু ;
একি হ'ল বিষম দায়,
কুলবধূ পাগলিনী প্রায়।

—০—

(,৩,)

ওরে ! ওরে ! কি রূপ মাধুরী !
দেখিলে থাকিতে পারে না নর-নারী,
কিবা মধুর চাহনি তাঁর, কিবা অঙ্গ গন্ধ,
পরশে গলিয়া যায় নর-নারী মন,
জগৎ ভুলিয়া যায়, আনন্দে মগন।
কে আছ কোথায় ওরে নর নারী,
প্রেম রসে ডুবে যাও পুরুষে তুমি।
এমন মধুর মূরতি তাঁহার,
দেখিলে আনন্দ হবে হৃদয়ে তোমার।
কিবা তাঁর শিখিপুচ্ছ, কিবা পীতধরা,
অধরে মুরলী, গলে মতির মালা,
চরণে নূপুর তাঁর অপূর্ব্ব শোভা।
ওরে ! ওরে ! কি রূপ মাধুরী !
দেখে যাও, দেখে যাও নর নারী
ভুবন মোহন বঙ্কিম বিহারী।

(১:৯)

ওরে ! ওরে ! জীবগণ !
সাধন কর সেই ধন,
দেখিলে মধুর মুরতি তাঁহার,
জনম মরণ হবে না তোমার।

ওরে ! ওরে ! জীবগণ !
ভজন কর সেই ধন,
বারে বারে বলি,
ভজ গোবিন্দ চরণ দু-খানি,
কেবা তোমার পিতা মাতা,
কেবা তোমার ভাই,
অন্তিমে কেহ তোমার নাই।
ওরে ! ওরে ! জীবগণ !
ভজ গোবিন্দ চরণ ;
কেবা তোমার স্ত্রী পুত্র, প্রিয়তম সখা,
অন্তিমে দেখিবে সকলই ফাঁকা।
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ,
ইহকালে পরকালে না হইবে মরণ।
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ,
শোক দুঃখ থাকিবে না হৃদয়ে তখন।
ওরে ! ওরে ! জীবগণ !
ভজ গোবিন্দ চরণ ;
কোন ব্যথায় ব্যথা দিবে না তোমারে,
চিরদিন থাকিবে আনন্দে।

—০—

[৪০]

দেখে যাও, দেখে যাও, ওরে নরনারী !
বহুরূপ ধারী রসিক চূড়ামণি,
সব অঙ্গ বাঁকা তাঁর, ত্রিভঙ্গ মূরতি।
দেখে যাও, দেখে যাও ওরে নরনারী !
শিখী পুচ্ছ বাঁকা তাঁর, বাঁকা মুরলী,
কোন অঙ্গ সোজা নাই দেখে যাগো তোরা,
হাসিও বাঁকা তাঁর, চাহনিও বাঁকা,
ওগো দেখে যা দেখে যা দেখে যা তোরা।
কত দেখিয়াছি দেব দেবী,
কাহারত নয় এমন ত্রিভঙ্গ মূরতি,
ওগো ওগো নরনারী দেখে যা তোরা।
কিবা অঙ্গ গন্ধ তাঁর, কিবা মিষ্টি কথা,
হাসি চাহনি মধু ভরা,
কোন অঙ্গ সোজা নাই, ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
ওরে ওরে কি রূপ মাধুরী
ওগো দেখে যা দেখে যা দেখে যা তোরা
মধুর মধুর মধুর ভরা।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
রসের সাগর রসিক চূড়ামণি,
কৃষ্ণচন্দ্র, পরাণ কৃষ্ণ, গোপীবল্লভ,
রাস লীলার সারথি।

দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
নীল আভা জ্যোতি বহু রূপ ধারী,
অনল জ্যোতি আগুনের মূরতি।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
পূরা অনল গাঢ় রং ব্যাপক জ্যোতি
নীল কান্ত মণি।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
বহু দূর দেখা যায় দূরবীক্ষণ জ্যোতি,
বিচিত্র স্বরূপ তাঁর পরম জ্যোতি।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
পূর্ণ চন্দ্র পরমাত্মা হৃদয় স্বামী।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
অমৃত সাগর হৃদয় রতন জগৎ স্বামী।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
দেবতা বাঞ্ছিত কৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞান তরণী,
জগৎ জনের প্রাণকৃষ্ণ দয়াল হরি,
ভক্তের প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
দেখে যাও দেখে যাও ওগো নর-নারী !
পরাপাদ মোক্ষ পাদ জ্ঞান তরণী।
ওগো ওগো নর-নারী !

এস, এস, সবে মিলি করি নমস্কার,
'প্রাণ কৃষ্ণ জীবন কৃষ্ণ গোবিন্দ আমার
প্রণমি প্রণমি প্রণমি চরণে তোমার।
নাম, নামী, নামদাতা অভেদাত্মা
জগদ্ গুরু, পরম ঈশ্বর !
বারে বারে নমামি নমামি
দয়া করিয়া লহগো তুমি।

[১-১]

মীর ঘাট, চন্দন দ্বীপ, হিমানী পাহাড়,
হিমানী সাগর, লবণ সমুদ্র হইলাম পার,
মোক্ষ ধাম, আনন্দ অপার,
ব্রহ্ম অগ্নি আপাদ মস্তক পুড়িল এখনি।
অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাঁদের বরণ
পরমাত্মা হইল দরশন।
দেখার মত দেখেছি এবার,
আসা যাওয়া নাই আর।
দেখিতেছি চিত্তের পরিবর্ত্তন,
কিছুই চিত্ত চায় না এখন,
এমন আর হয় নাই কখন,
সদা সর্ব্বদা চিত্ত স্থির হইয়াছে এখন,
শান্ত প্রশান্ত মন, নাই কোন কম্পন।

হইলে বুঝিবে সবে কি শান্তি,
না হইলে সেই কৃপা অনুভূতি
সকলই ভ্রান্তি।

[...]

পরম আত্মা দর্শন, ঈশ্বর শক্তি, বন্ধন মুক্তি,
ঈশ্বর, জগদীশ্বর, সিদ্ধি আত্মা পরমেশ্বর,
দিক্ দিগন্তর ব্যাপ্ত পূর্ণ চন্দ্র হৃদয় স্বামী,
কৃতাঞ্জলিপুটে নমামি নমামি।
দয়াল হরি অখিলের স্বামী
নিজগুণে দিলা দরশন, অধম আমি,
কৃতাঞ্জলিপুটে নমামি নমামি।
নাহি জানি তোমার স্তব, তুমি বিশ্ব চরাচর,
তুমি আমি অভিন্ন অদ্বৈত, হে হৃদয় স্বামী।
অখণ্ড প্রকাণ্ড তুমি হে হরি!
অখণ্ড ব্যাপক জগৎ ভরি;
তুমি আমি ভিন্ন নহি কভু,
জেনেছি দেখেছি দয়াল প্রভু।
বিরাট বিরাট তুমি হে হরি হৃদয় স্বামী
অবিনাশী তুমি, জ্ঞান তরণী।
তুমিই আমি, তুমিই আমি,
আমারে আমি নমামি নমামি।

[১৪৩]

ঠাকুর বলিলেন বাণী —
আহা আহা কি বলিব আমি
ভক্তের গুণ বাখানি ;
রাম অবতারে হনুমানজি,
কৃষ্ণ অবতারে রাধা কিশোরী ;
ভক্তের কাছে আমি ত্রিপাদ ভিক্ষা করি,
ভক্তের দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে থাকি।
আহা আহা কি বলিব আমি,
আমা হতে ভক্ত বড় এই আমি জানি ;
ভক্ত আমার প্রাণধন, হৃদয় মণি।

ভক্তের লাগিয়া
আমি প্রকটিত ধরায়,
ভক্ত বিহনে পঙ্গু প্রায়।
আহা আহা কি বলিব আমি,
ভক্ত আমার মাথার মণি ;
ভক্ত যদি না থাকিত ধরায়,
কে লইত আমার নাম, কে জানিত আমায়।

ভক্ত আমার চূড়ামণি,
ব্রহ্মপদ পরমপদ সব অধিকারী।

প্রহ্লাদ ভক্তের পরাকাষ্ঠা পরাণ মাণিক,
ভক্তের গৌরবে গর্ব্বিত আমি।
আহা আহা কি বলিব আমি,
আমা হতে ভক্ত বড় এই আমি জানি।

—০—

[১৪৪]

মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি, তিনে মিলি
করে নানা উৎপত্তি।
আত্মা রূপান্তর হতে হতে হয়
একে অবস্থান ;
তখনই হয় ঈশ্বর অনাদি, মহান্,
অনাদি পুরুষ ;
নিবৃত্তি নির্ব্বিকার তাঁর স্বরূপ।

—০—

[১৪৫]

কাশীধাম
২৭শে পৌষ
১৩৪৭ সন

ঠাকুরের বাণী—
ঈশ্বর কোটি, পূর্ণ আশীর্ব্বাদ ভবপার,
আত্মা বরণ করিয়া নিতে এসেছি এবার।

—০—

[১৪৬]

কাশীধাম
১৮শে পৌষ
১৯ ৭ সন

ওগো পরাণ কৃষ্ণ ! হৃদয় স্বামী !
বরণ করিতে এসেছ তুমি ?
দয়া করিয়া লহগো হৃদয় খানি ;
দীনা হীনা ভিখারী আমি,
লহগো লহগো ক্ষুদ্র হৃদয় খানি ;
অজ্ঞান অতি, আমি অপরাধী জীব—
বরণ করিয়া নিতে এসেছ তুমি !
বিরাট ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন,
সামান্য জীবেরে করিতে এসেছ
অভিনন্দন।
লহ লহগো অভাগা জীবন।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম চরণে,
অর্পণের যোগ্য নই অভাগা জনে,
দয়া করিয়া লহ লহগো তুমি ;
চরণে নমামি নমামি নমামি আমি,
কৃতাঞ্জলি পুটে নমামি নমামি চরণে আমি।

[১৪৭]

কাশীধাম
২রা মাঘ
১৩৪৭ সন

চেতন দেশ,
পরপারে প্রবেশ ;

সব গেল সরিয়া,
বাহ্য জগৎ গেল চলিয়া,
আত্মা নিতেছে বরণ করিয়া ;
অন্তর্দৃষ্টি গিয়াছে খুলিয়া,
বাহ্য দৃষ্টি গিয়াছে চলিয়া।
বাহিরের দৃষ্টিতে
বাসনা কামনা আসক্তির সৃষ্টি,
ভিতরের দৃষ্টিতে
বিরাট ঈশ্বর অখণ্ড স্থিতি।
গুরু গুরু তোমার পূর্ণ আশীর্ব্বাদে
প্রবেশ হইলাম পরপারে।
অনন্ত দয়া তোমার করুণা অপার,
কে বুঝিতে পারে মহিমা তোমার।
সন্ধি স্থাপন, পরম আত্মায় পূর্ণ মিশ্রণ,
প্রত্যক্ষ নিজে একে অবস্থান,
সুখ নাই দুঃখ নাই আনন্দধাম।
পরপারে প্রবেশ, বিরাট শক্তি চেতনময়,
এখানে নাই কোন দৃশ্য অভিনয়।
গুরুর আশীর্ব্বাদে পৌছিলাম আপন ঘরে,
প্রণমি প্রণমি সদ্‌গুরু চরণে !

দ্বৈত থাকিতে থাকে খুঁটি নাটি,
অদ্বৈত মধুর মধুর মধুর অতি।
হয় যদি একে অবস্থান,
নিবৃত্তে নিশ্চিন্তে দেহ অবসান ;
পঞ্চ ভৌতিক দেহ যাবে পঞ্চভূতে মিশিয়া,
আত্মা চৈতন্য থাকিবে আনন্দে ভাসিয়া।
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জ্ঞানাতীত আমি,
সবার অতীত চিৎ ঘন স্বামী,
ঈশ্বর কোটি, চরমে পরমাগতি,
সব গেল সরিয়া,
শান্ত নিস্তব্ধ নিবৃত্তি রহিল জুড়িয়া।

—০—

[১৪৮]

কাশীধাম
৭ই মাঘ
১৩৪৭ সন

পরিপূর্ণে জমাট বাঁধিয়াছে এবার,
ক্ষয় নাই আর।
জয় জয় বিশ্বনাথ তোমার চরণে
হইলাম ধাবমান।
গুরু দক্ষিণা চেয়েছিলে 'প্রাণ,'
লহ লহগো প্রাণ, দিতে হইয়াছি আগুয়ান
প্রাণ বায়ু বাহির হইলে,
হেমদণ্ড বাহু তুলে,

আনন্দে নাচিবে সবে,
হরি বল হরি বল বলে ;
আত্মা চলে যাবে ব্যোমে,
আর আসিতে হবে না ভবে ।
যত দিন থাকিবে দেহ জগতে,
টানাটানি করিবে সবে দোষে আর গুণে ।
সমাজ বন্ধন ভব বন্ধন গিয়াছে চলিয়া,
তবু ত জগৎজন বান্ধিতেছে হিয়া
দেহ আছে বলিয়া ।
দোষ নাই, গুণ নাই, চিরমুক্ত আমি,
তবু ত আমাকে নিয়া করে বলাবলি,
বুঝিতে পারে না অজ্ঞান জীব ;
দেহ থাকিতে নাই নিস্তার, জেনেছি আমি ।
মন বুদ্ধি এখন আছে শুদ্ধ হইয়া ;
যখন মন বুদ্ধি ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে বিলুপ্ত হইয়া
তখন আত্মা যাবে ব্যোমে চলিয়া
পরম অত্মায় আসা যাওয়া করিতেছি,
স্থিতি নাই এখন,
দেহ থাকিতে পরাপাদে স্থিতি
হইতে পারে না কখন ;
দেহ অন্তে পরম পদে স্থিতি অনুক্ষণ ।

থাকে না মন বুদ্ধি,
থাকে না শ্বাসের গতাগতি,
থাকে না জ্যোতি,
নিস্তব্ধ অতি,
তখনই হয় পরমপাদে স্থিতি।

পরম সত্তা চেতন ময়,
এখানে নাই কোন দৃশ্য অভিনয়।
নিবিড় নিবিড় স্পন্দন নাই যখন,
সবার অতীত অনামী তখন।

গুণ জ্ঞানের অতীত তিনি,
বোধের অতীত, চেতন ময়,
এই হইল পরাপাদ অখণ্ড ময়।

পরাপাদে আসা যাওয়া হইতেছে এখন,
দেহ অন্তে পরম পদে স্থিতি অনুক্ষণ।

দেহ বর্ত্তমান আছে শুদ্ধ মন বুদ্ধি,
আছে শ্বাসের গতাগতি,
আছে পরম জ্যোতি,
ক্ষণে ক্ষণে হয় পরমপদে স্থিতি,
সব নিবৃত্তি, শান্ত প্রকৃতি।
বাঃ, কি আরাম!

চিরতরে বিশ্রাম,
সুখ নাই, দুঃখ নাই, নিশ্চিন্ত পরাণ।
কে আছ কোথায় ওগো জগৎ-জন,
তোমরাও লও ভগবানের শরণ।

[১৪৬]

কাশীধাম
১০ই মাঘ
১৩৪৭ সন

এ জগতে মান সম্মান আমার লাগে না ভাল,
এখন আমার যাওয়াই ত ভাল।
দেহ অন্তে পরমপদ পূরা নিশ্চিন্ত,
ভোক্তা-বক্তা আমিই কর্ত্তা,
আর দ্বিতীয় জন নাহিক কোথা;
দুই জন নাই আর একজন আমি,
বিশ্বচরাচর অনাদি পুরুষ ঈশ্বর আমি।
মন বুদ্ধি আছে এখন শুদ্ধ শান্ত হইয়া,
মন বুদ্ধি ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্রিয়া, যদি যায় চলিয়া,
দেহ থাকিবে কেমন করিয়া,
দেখ না কেন তোমরা বোধে বোধ করিয়া।
দেহ থাকিতে একটু বিকার থাকিতে হবে,
দেহ অন্তে নির্ব্বিকার পরম পদে যাবে।
দেহ থাকিতেই হইয়াছে ঈশ্বরে যোগাযোগ,
হইয়াছে মিশ্রণ যোগ,
দেহ অন্তে পরম পাদ পূরা সংযোগ।

পরাপাদ কারে বলে এত দিন আসে নাই বোধে,
গুরু কৃপায় এখন বোধে এসেছে ভাই,
সোঽহং সোঽহং আমিই তাই।
ক্ষণে ক্ষণে পরম পদে আসা যাওয়া করি,
স্থিতিতে রয়েছেন পরম জ্যোতি।
যেখানে নাই কোন মন বুদ্ধি জ্যোতি,
দৃশ্য অভিনয়,
সেই হইল পরম পদ চৈতন্য ময়।
দেহ আছে যত দিন
গুরুকে করিব পূজা আরতি,
দ্বৈতভাব রাখিব গুরুর প্রতি,
কৃতজ্ঞতা রাখিব চিরদিন অতি,
দেহ অন্তে অদ্বৈত পরম পদে স্থিতি।

—০—

[১৫০]

কাশীধাম
৯ই পৌষ
১৩১৭ সন

কিছুই নাই, আবার সবই আছে, বিরাট মাঝে ;
ঈশ্বর রাজত্ব, ঈশ্বর সাযুজ্য, ঈশ্বর পদপ্রাপ্তি।
আসা নাই যাওয়া নাই,
পরম জ্যোতি হইয়াছে স্থিতি,
হিরণ্য গর্ভ পরম আত্মা সর্ব্বস্ব ধন কণ্ঠ ভূষণ।

দেখিলাম স্বচক্ষে অন্তরীক্ষে পিণ্ড দান
করিতেছে সবে,
প্রেত আত্মা উদ্ধার হইয়া গেল মনুষ্য যোনিতে।
চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার, পিতৃকুল'মাতৃকুল
গেল দেবলোকে,
তাহার পরে বৈকুণ্ঠ অধিকারী হবে।
হাতে দিয়া করতালি, মুখে বলে হরি হরি,
দিল তারা ভব পাড়ি।
কররে সাধন সবে, চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারিবে,
আর রহিও না অন্ধ কূপে, থাকিও না অচেতনে,
বহু দুঃখ রয়েছে পিছনে।
সাধন বিনে গতি নাই জানিও সবাই,
নিজেরে জাগাও তুমি,
তোমার অন্তরেই রয়েছেন তিনি।

—০—

[১৫১]

কাশীধাম
১৬ই মাঘ
১:৪৭ সন

বাঃ বাঃ কি আরাম! কি আরাম!
মধুর মধুর মধুর পরাণ!
ঘুম অঘুম আমার বোধ নাহি থাকে,
মহ চৈতন্যে রজনী কাটে।

কত ছিল ঝুট বুদ্ধি, কত ছিল কূট,
সব চলিয়া গিয়া হইয়া গেছে নিখুঁত।
চলা ফিরা করি বটে,
দিবস রজনী আমার চৈতন্যে কাটে।
নাই কোন ভুল ভ্রান্তি, নাই কোন কূট বুদ্ধি,
বাঃ বাঃ কি আরাম! কি আরাম! চিরতরে বিশ্রাম।
পেয়েছি আপন ঘর জ্যোতিতে ঝল মল,
আসা যাওয়া নাই ভরে, আরামে থাকিব
আপন ঘরে।
পরের ঘরে করিলে বাস আসা যাওয়া বার বার,
তলব আসিলেই ঘর ছাড়িতে হবে তোমার।
সাধন কররে জগৎ জন,
সাধন করিলে পাইবা সেই ধন,
যাইবা আপন ঘরে আনন্দে মগন।

— ০ —

[১৫২]

ওরে ওরে জীবগণ,
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ,
থাকিবে না আপন পর,
সমভাব হবে সবার উপর,
কেহ থাকিবে না বিদ্বেষ ভাজন,

কেহ থাকিবে না আপন জন,
এই হইল শান্তি আনন্দ ভবন।
ওরে ওরে জগৎ জন ভজ সেই ধন,
যদি ভজিতে পার গোবিন্দ চরণ,
কৃপা লভিতে পার অভাগা জীবন,
নিজে মুক্ত হবে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারিবে,
পিতৃকুল মাতৃকুল যাবে দেব লোকে,
তাহার পরে বৈকুণ্ঠ অধিকারী হবে,
এর মত সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।
ভজ ভজরে জগৎ জন, ভজ গোবিন্দ চরণ,
কেবা তোমার পিতা মাতা, কেবা তোমার ভাই,
স্ত্রী পুত্র আপন জন কেহ তোমার নাই ;
নিজে নিজে সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে আছ তুমি,
তোমার কে আছে ভেবে দেখ দেখি ।
ওরে ওরে জীবগণ মিথ্যা ভুলে রয়েছ অচেতন,
এত দুঃখের সাগরেও হয় না চেতন।
মায়ামোহে প'ড়ে আছ অভাগা জীবন,
আমার আমার শব্দ তোমার
এই ত হইল মরণ,
এই কারণে হয় বারে বারে জনম।
সকল সময়ই আছ অচেতনে,

চেতন বস্তু তোমার নাই ব'লে :
চেতন বস্তু কারে বলে জান না তুমি,
মন বুদ্ধি বাদ দিলে বুঝিবে তখনি।
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ দুখানি,
চরণ বিনে গতি নাই, এই আমি জানি।
ডাকরে ডাকরে তাঁরে,
ডাকা ডাকি না করিলে কেমনে পাইবে ?
প্রথমে করিতে হয় ডাকাডাকি,
তাহার পরে হৃদয়ে উদয় হবে ত্রিভঙ্গ মূরতি।
ডাকাডাকি শেষ হইবে দেখিলে তাঁহারে,
জনম মরণ নাই, পৌছিবে অমৃত সাগরে,
পাইবা কিন্তু নিজেরেই নিজে।
প্রথমে থাকিবে দ্বৈত,
তাহার পরে অদ্বৈত অখণ্ড ;
পূরাপূরি পাবে যখন,
তোমারে তুমি চিনিবে তখন।
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ,
আর কিছু নাই সম্বল ;
ভজিলে গোবিন্দ চরণ
আর জননী জঠরে না হইবে গমন,
ভজ ভজরে গোবিন্দ চরণ।

[১৫৩]

কাশীধাম
১৭ই ফাল্গুন
১৩৪৭ সন

প্রত্যক্ষ বোধে বোধ করিয়াছি আমি
ক্ষুৎ পিপাসা হলে নিবৃত্তি, পরামুক্তি ;
ভাব নাই, অভাব নাই, স্বভাবে থাকি সদাই।
বাসনা কামনা আসক্তি থাকিতে হয় না
পরম জ্যোতি স্থিতি ;
বাসনা কামনা পোড়াইয়া দেয় অগ্নিতে,
তাহার পরে পরম জ্যোতি স্থিতি সর্ব্বক্ষণ,
অবারিত দ্বার দ্বার উদ্‌ঘাটন, নিয়তি খণ্ডন।
যত দিন থাকে দৃশ্য অভিনয়,
ততদিন খাঁটি জ্যোতি নয় ;
দৃশ্য অভিনয় হইলে শেষ,
তাহার পরে খাঁটি জ্যোতি স্থিতি অবশেষ।
প্রথমে দেখিয়াছিলাম
আচ্ছাদিত রয়েছেন জ্যোতি,
একটু একটু দেখা যায় ঝিকি মিকি ;
তাহার পরে দেখিলাম, আশ্চর্য্য অতি,
মেঘের আড়াল হইতে যেন
বাহির হইল ধীরে ধীরে পূর্ণ জ্যোতি।
পরম পদে স্থিতি হইলে
নড়া চড়া নাহি চলে, নির্ব্বিকার ব'লে।

পরম জ্যোতি স্থিতি হয় যখন,
তখনও ব্যাপার কঠিন দেহভার বহন ।
গুরু আর আমি অভিন্ন হৃদয়, দেখেছি আমি ;
যত দিন আছে আমার এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহ,
দ্বৈতভাব রাখিব গুরুর প্রতি,
সদাই করিব তাঁর স্তব আর স্তুতি ।
নাম নামী নাম দাতা অভেদাত্মা ;
ভজ ভজরে গুরুর চরণ, ওগো ওগো জগৎ জন,
গুরু বিনে নাই আর কেহ আপন জন,
গুরু পারের ভেলা, জীবন ধন, কণ্ঠ ভূষণ ।
প্রথমে ধর দেহধারী গুরু,
তাহার পরে দেখিবা গুরুর চিন্ময় স্বরূপ,
তুমিও যেই গুরুও সেই ভিন্ন নাহি কিছু,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে মিশিয়া হইবে চিন্ময় স্বরূপ।

—০—

[১৫৪]

অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলেছেন ঠাকুর মোরে ;
হিংসার কণাও থাকে যদি ভিতরে,
তাহইলে হইল না হইল না বলিলাম তোমারে ;
মান অপমান যদি না করিতে পার সমান,

তা হইলেও হইল না হইল না এই হইল প্রমাণ ;
অর্থাৎ ভাব নাই অভাব নাই কম্পন নাই যার,
সেই হইল ঈশ্বর অনাদি মহান্।
পরম জ্যোতি হয় যখন স্থিতি,
তখনই হয় সাধনার পরিসমাপ্তি।
যেখানে নাই কোন মন বুদ্ধি,
নাই কোন শ্বাসের গতাগতি,
থাকে না ক্ষুধা তৃষ্ণা, সব নিবৃত্তি,
নাই কোন শব্দ বাদ, নাই কোন জ্যোতি,
সেই হইল পরম পদ নির্ব্বিকার অতি,
শুদ্ধ চৈতন্য চৈতন্য সবার অতীত,
পরাপাদের সত্তা নাশ নাই কোন দিন,
অবিনাশী তিনি।

—০—

[১৫৫]

যত দিন থাকিবে মন বুদ্ধি খুঁটিনাটি
হিংসা দ্বেষ মান সম্মান,
ততদিন পাইবে না শান্তির সন্ধান।
নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখিও সবাই,
হিংসা দ্বেষ বাদ দিলে হৃদয়ে আনন্দ সদাই।

মন যখন শান্ত হয় অতি,
ফোঁস ফোঁস থাকে না আর শ্বাসের গতি,
মৃদু মৃদু শ্বাস চলে, ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ থাকে,
কি শান্তি দেখিতেছি অন্তরে।
এখন যা দেখিতেছি অবস্থা
মন বুদ্ধি থাকে না সর্ব্বদা,
আছে কিন্তু মন বুদ্ধি শুদ্ধ শান্ত অতি।
দেহ আছে বলিয়া
একটুখানি মন বুদ্ধি নড়া চড়া করে,
কার্য্যের শেষ আবার লুকাইয়া পড়ে;
তখন থাকে কেবল শুদ্ধ চৈতন্য
আনন্দ ভরে।

—০—

[১৫৬]

কাশীধাম
৩০শে চৈত্র
১৩৩৭ সন

ঠাকুর বলিলেন বাণী —
পূর্ণপদ পূর্ণম্ অসি পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোরাশি
জ্যোতিরজ্যোতি মহাজ্যোতি আমি অবিনাশী।"
এখানে নাই কোন বোধের ব্যাপার,
চৈতন্য অপার।

পূর্ব্বে ছিল কেবল সম্মুখে দৃষ্টি,
এখন পশ্চাৎ সম্মুখ সকলি দেখি ;
দেখিতেছি জ্যোতির সাগর,
রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে এত
নাই তার দিক্ দিগন্তর।
যখন জ্যোতির সাগরে থাকি ডুবিয়া,
শুধু চৈতন্য থাকে চৈতন্য নিয়া,
দেহ বোধ যায় চলিয়া ;
দেহ বোধে আসিতে হয় আবার,
দেহ বোধ না থাকিলে দেহ থাকিবে না আর।
দ্বৈত অদ্বৈতে করিতেছি খেলা,
সময় সময় অচল হই, সময়ে চলনে রই,
চলাচল বন্ধ হইলে দেহ থাকে কই।
ফাঁকি জুকি গোমর গামর এখানে ত নাই,
ঠাকুর আত্মারাম যা বলেন তাই।
রোমাঞ্চিত কলেবর,
যেতে হবে আপন ঘর ;
ঠাকুর বলিতেছেন বাণী—"শূন্য মার্গে যাও চলি,
কেন করিতেছ আর ভবে ঘুরাঘুরি ;"
শূন্য মার্গ মহাপার,
মর্ত্ত্যলোকে আসিব না আর।

ঠাকুর বলিলেন বাণী :—

"এবার তোমার জনম জীবের মঙ্গল তরে,

যাও এখন পূরা মিশ্রণ যোগে।"

—০—

[১৫৭]

কাশীধাম
৪ঠা বৈশাখ
১৩৪৮ সন

কোন খানে চিত্ত নাই,

কোন খানে মন নাই,

কেমন করি থাকিব ধরায় ?

প্রশ্ন করে কি হবে ভাই,

নূতন কথা আর নাই।

পুরাণ পুরাণ পুরাণ,

আদি অন্ত নাই তার অতীব মহান্।

দশ দিক্ গিয়াছে খুলিয়া,

মনের কথা বলিতে পারি না তা বলিয়া;

জানা জানি হয় বটে,

ভাসিয়া ভাসিয়া চোখেতে উঠে।

—০—

[১৫৮]

ঠাকুর বলিলেন বাণী :—

জ্যোতির জ্যোতি মহাজ্যোতি আমি,

আমা হতে সব হয় উৎপত্তি, আমাতেই লয়।

মায়ার কুহক পাতি মায়া করি বিস্তার,
তাই ভবে বারে বারে অভিনয় আমার।
মায়া মায়া কর তুমি,
মায়া ত আমারি।
আমি ছাড়া নাই কিছু,
আমি হই অণু বিন্দু,
আমি সাংখ্য, আমি পাতঞ্জল,
আমি করি বেদ অধ্যয়ন,
আমি হই গৃহস্থ, আমিই সন্ন্যাসী ;
আমার লাগি আমি হই উদাসী,
এই কারণে মর্ত্ত্যধামে বারে বারে আসি।

—•—

[১৫৯]

একটি দুইটি বাণী ঠাকুর বলে দেন মোরে,
তাহার পরে আপ্‌নে আপ্‌নে
সব বাহির হইয়া পড়ে।
অনেকে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর বল কারে,
আত্মারামই ঠাকুর বটে বলে দিলাম তোরে।
আত্মারামই সব আমার, আত্মারামই গুরু,
আত্মারামই কৃষ্ণ মোর চিন্ময় স্বরূপ।

—০—

[১৬০]

হে প্রভু প্রাণকৃষ্ণ গোবিন্দ আমার,
আর জন্ম লভিতে হবে না আমার।
কালাকাল নাই আমার, নাই সময় নির্দ্ধারণ,
মহা-ইচ্ছা বলবতী হইলে যাওয়া হইবে এখন।
মহা ইচ্ছা মন বুদ্ধি নয়,
বিনা কারণে মহা ইচ্ছা উদয় হয়,
তাহাকেই মহা ইচ্ছা কয়।
মন বুদ্ধির ইচ্ছায় নড়া নাহি যায়,
মহা ইচ্ছায় সব হইয়া যায়।
যে ইচ্ছার হেতু নাই পিছে,
তাহাকেই মহাইচ্ছা বলেছে।
পাপী তাপী দোষী গুণী, ব্রাহ্মণ শূদ্র
বিচার নাই তাঁর,
মহা ইচ্ছা হইলে ভক্তি হইতে পারে সবার।
একজন গুরু হন বহুজন শিষ্য,
সবার সামান উন্নতি হয় না কখন,
মহা ইচ্ছার উপর নির্ভর এখন।
এই যে লেখা লেখি করিতেছি আমি
মন বুদ্ধির কথা নয় সবই ঠাকুরের বাণী।

—o—

[১৬১]

একং ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি,
সবার উপরে রয়েছেন তিনি।
তিনি যদি না জানান জীবেরে,
জীবের কি সাধ্য আছে জানিতে পারে তাঁরে।
তাঁহার মহা ইচ্ছা হইলে পঙ্গু
পারে গিরি লঙ্ঘিতে,
পাপী তাপী সব জাতি পারে উদ্ধারিতে।
মহা ইচ্ছা হইলে সব হইতে পারে ;
যে ইচ্ছার হেতু, সূত্র নাই,
কারণ নাই পিছে,
সেই হইল মহা ইচ্ছা বলে দিলাম তোরে।
এখন বুঝিতে পেরেছ তুমি
মহা ইচ্ছা ব্যাপার কঠিন ;
যেখানে নাই মন বুদ্ধি, নাই চিত্ত,
অথচ হতেছে কার্য্য,
এই হইল মহা-ইচ্ছা অতীব আশ্চর্য্য।

— ০ —

—০—

ঠাকুর বলিলেন বাণী :—

স্থদূর স্থদূর আছে একটি জায়গা

দেহ থাকিতে যেতে পারে নাকো সেথা।

আমি ব্রহ্মবিদ্, আমি গরীয়ান্

কে আছ আমার সমান, আমি যে মহান্।"

কৃষ্ণই অংশে জন্ম, রাধাই অংশে জন্ম,

অংশ নিয়া জন্ম নেয় অবতার গণ ;

পূর্ণ ধরায় নামে না কখন,

পূর্ণ হয় না দেহ থাকিতে,

পূর্ণ নামে না কভু ধরাতে।

স্তরে স্তরে পূর্ণ পূর্ণ বলেছেন ভাই,

সেই জায়গার সেই পূর্ণ বুঝে নেও তাই,

পূর্ণ কখন নামে না ধরায়।

[৬৩]

ঠাকুর বলেছেন বাণী :—

দেহ থাকিতেই হইয়াছে ঈশ্বরে যোগ,

হইয়াছে মিশ্রণ যোগ,

দেহ অন্তে পরমপদ পূরা সংযোগ।

সব কথা বলে দিলাম ভাই,

আর কিছু গোপন নাই।

[১৬২]

ভগবান্ বিষয়ে তর্ক করো ভাল নয়,
এতটুকু জান না তাঁরে, তর্ক কর কেমন করে।
এই হ'তে পারে, এই হ'তে পারে না,
এ কথা কভু বলো না।
ঠাকুর এত যে বলেন বাণী
সব অর্থ বুঝিতে পারি না আমি ;
অর্থ দিয়া কাজ নাই, দৃশ্য বস্তু দেখে যাই,
সর্ব্বশেষ কিছু নাই, নাথিং (nothing)
নাথিং (nothing)
বলেছেন ঠাকুর আমায়।
এত যে দেখিতেছ রূপ সৃষ্টির স্বরূপ
একজনই বহুরূপে নাচিতেছে ধরায়,
মন বুদ্ধি বাদ দিলে বুঝিবে সবায়।

—o—

[১৭৫]

ঠাকুর বলিলেন বাণী আমি আত্মারাম
শুক পাখী আমার নাম মধুময় জীবন।
কে আছ ধরায়, কে আছ কোথায়,
শুক পাখী কর অন্বেষণ
হইবে তোমার মধুময় জীবন।

শুক পাখী আছে হৃদয় মাঝে
দেখ গো চাহিয়া তাঁরে,
ত্রিনয়ন না খুলিলে দেখিবা না তাঁরে।
শুক পাখী আছে অচেতনে
মূলাধারে শয়ন ক'রে,
মহা ইচ্ছায় জেগে উঠে ভিতরে,
ইহাকেই গুরু কৃপা বলে।
উঠ উঠ শুক পাখী জেগে উঠ তুমি,
জীবেরে অন্ধকূপে রাখিও না তুমি।
তুমিই'ত মহাইচ্ছা, নাম ধর শুক পাখী,
বুঝেছি বুঝেছি তোমার চাতুরী।
কত রকম নাম তোমার, কত রূপ ধর,
আবার তুমি নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার,
রূপ নাই, শব্দ নাই, নাম নাই তোমার,
কে বুঝিবে মহিমা তোমার।
হে প্রভু গোবিন্দ শুকপাখী আমার,
জীবের মঙ্গল কর, প্রণাম করি চরণে তোমার।
সত্য যদি সাধু হয়, তার প্রভা মধুময়,
সাধু সঙ্গ কর সদা, দূর হবে মনের ময়লা,
বিষয় বিষের সঙ্গ ছেড়ে সাধু সঙ্গ ধর,
সাধুর অঙ্গে মিশে থাক, পরাণ খুলে কথা বল,

হা করে বসে থাক তুটী চরণ ধরে,
মহা ইচ্ছা পাবার তরে।
মহা ইচ্ছা হলে পরে জাগিয়া উঠিবে পরাণ পাখী
কতক শুনিবা মধুর বাণী।
যে ইচ্ছায় নাই হেতু, নাই মন বুদ্ধি,
তাহাকেই মহা ইচ্ছা কয় জেনোগো তুমি ;
হেথায় নাই বুদ্ধি নাই মন
দেখ কঠিন কেমন।
মন বুদ্ধির কাজ হ'লে হ'ত কিন্তু সোজা
তাত হবে নাকো সেথা।
মন বুদ্ধি খুটি নাটি জীবের ধরণ,
মন দিয়া মন কত রাজা উজির হয়,
তাহাতে শান্তি কভু নাহি হয়।
মহানের মহা ইচ্ছায় যে কার্য্য হয়
তাহাতে পরা শান্তি হয়।
মন বুদ্ধি বাদে জীব থাকে না মুহূর্ত্ত
কেমনে বুঝিবে মধুর চৈতন্য।
মহা ইচ্ছায় গুরু কৃপায় হয় যদি
তোমার মন লয়,
তখন বুঝিবে কি শান্তি আনন্দময়।

আনন্দ নিরানন্দ সবই তরঙ্গ,
আনন্দ নিরানন্দের পারে যখন যাবে
তখনই নির্ব্বিকার পরাশান্তি পাবে।

———

৺কাশীধাম
৭ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

(১৬৬)

ক্রিয়া কর্ম্মে সুস্থির হইলে মন
তাহা স্থায়ী হয় না কখন,
ক্রিয়া ছেড়ে দিলে আবার চঞ্চল হয় মন।
সাধনে গুরু কৃপায় স্তরে স্তরে উঠিতে থাকে যখন,
ধীরে ধীরে মন সুস্থির হইতে থাকে তখন।
গুরু কৃপায় সুস্থির হইলে মন,
আর অস্থির হয় না কখন,
এই হইল খাটি বস্তু অমৃত ভবন।
সাধন করিয়া পাবে কি ভাই ?
পাওয়ার কিছু নাই, যা আছে তাই,
মন বুদ্ধি বাদ দিলে বুঝিবে সবাই।
বহুজনে সাধন করে
এক এক জনে এক এক রকম দর্শন করে।
বহু রকম আছে দর্শনের রকমারি,
তাহাতে নাই কিছু বাহাদুরী।

দর্শনের বিরাম নাই,
দৃশ্য বস্তুর অভাব নাই,
দৃশ্য বস্তু দেখে যাই,
মন শান্ত না হইলে কভু শান্তি নাই।

---

(১৬৭)

মনে মনে ভাবিতেছিলাম এখন
দেহ যাবার সময় কেমন হবে তখন।
ঠাকুর বলিলেন বাণী ঃ- "উর্দ্ধ গতি সোণায় সোহাগা,
ফুল চন্দন পরিবে, হরিবোল হরিবোল বলিবে।"
কেহ বলে উচা মোরে, কেহ বলে নীচা,
কেহ বলে হয় নাই পাকা অবস্থা,
তাহাতে হয় না আমার কোন অস্থিরতা,
কোন কথায় উদ্বেগ নাই,
কোন কথায় উল্লাস নাই,
আমি কেবল শুনে যাই,
নিশ্চিন্ত করে দিলেন ঠাকুর আমায়।
কোথায় গেলে পাকা হয় জানিনাকো আমি,
একটার পর একটা কেবল দেখে যাই আমি।
অনন্ত তাঁহার নাম, অনন্ত তিনি,
এই হইল শেষ বলিব না আমি।

স্বভাবে থাকিব সদা, বানাইব না কিছু,
এই হইল স্বাভাবিক এই হইল সত্য বস্তু।

---

(১৬৮)

কি দুঃখের থেকে ঠাকুর করিলেন পরিত্রাণ,
নিন্দায় প্রশংসায় কাঁপে না পরাণ।
পূর্ব্বে ছিল কত দুঃখের অবস্থা,
সুখে দুঃখে নিন্দায় প্রশংসায় কাঁপিতাম সদা।
হে গুরু হে গোবিন্দ দয়াময় হরি
কত দয়া করিলা অধমের প্রতি ;
কৃপার যোগ্য নই গো আমি
তবু ত করুণা করিলে তুমি।
ওগো কে আছ কোথায় জগৎজন
তোমরা লও ভগবানের শরণ,
কি মধুর কি মধুর দেখ ভজন করে।
এস এস সবে মিলি সাধন করিতে
এমন আপন জন পাবে না ভবে।

কাশীধাম
৯ই বৈশাখ
১৯৪৭ সন

(১৬৯)

জ্যোতির জ্যোতি মহাজ্যোতি জ্যোতির সাগর,
তাহার থেকে বাহির হইল.

ছায়ার মত একটী মূরতি
রং তার কাল।
তাহার পরে আবার দেখিলাম
দুধের রং ধব্ ধবে জ্যোতি,
তাহার মধ্যে দর্শন হইল গোবিন্দ মূরতি।
দুই হাত দুই দিকে দিয়া,
দশদিক আলো করিয়া
শূন্য মার্গে দাঁড়াইলেন তিনি।
বাঃ বাঃ কি মধুর রূপ হেরি
সুমধুর মূরতি খানি।
তাহার পরে ধীরে ধীরে
খুব উচুতে উঠিতে লাগিলেন তিনি,
উঠিতে উঠিতে আলোও নয় অন্ধকার ও নয়
জায়গাটি এমন তাহাতে হইলেন লীন।
তাহার পরে বলিলেন বাণী :—
"পরম পুরুষ সাক্ষাৎ—পরা মুক্তি।"
কত হইলেন রূপান্তর
কত দেখিলাম জ্যোতির সাগর।
সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি মনের পরিবর্ত্তন,
মন কিছুই চায়না এখন,
চলা ফিরা করে সে ঠেলা গাড়ীর মত।

বলিয়া কি হবে ভাই
না হইলে সেই অবস্থা বুঝিবে না তাই।
সাধন করিতে চেষ্টা কর সবে,
তোমরাও পরাশান্তি পাবে।
জয় জয় দেও সবে নাম কর তাঁর
নামরূপ নিয়া চলে সাধনা অপার।
নামরূপ না থাকিলে কি ধরিবে তুমি,
নাম রূপ বুকে নিয়া সাধন কর তুমি।
নামরূপ বাদে আছে একটী বস্তু—
অতি সুদূর সুদূর জায়গা,
দেহ থাকিতে যেতে পারিবে না সেথা।
রূপধর নাম কর এই হইল সার।
আজ যত কিছু সকলই অসার।

---

(১৭০)

৺কাশীধাম
১২ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

পরম পুরুষ আমার কপালের দুই দিকে
দিনের চন্দনের ফোঁটা,
কপালের মধ্য খানে আঁকিলেন একটি প্রণব,
গলায় দিলেন ফুলের মালা,
বাণী বলিলেন তখন—"অভিনন্দন"।

আবার বলিলেন বাণী—
"লঘু হইতে লঘু আমি, অণু হইতে অণু,
আমি বড় কর্ত্তা, আমি পরম পুরুষ,
দেহ মোরে মন প্রাণ পূর্ণ হবে মনস্কাম।"
শুনিয়া ঠাকুরের বাণী, কাঁপিছে পরাণ খানি,
কি হবে উপায়, এখনও ত দিতে
পারিলাম না মন প্রাণ তোমায়।
কত দেখিলাম জ্যোতির সারগ,
কত হইল আত্মা রূপান্তর,
এখনও হইল না আত্ম সমর্পণ;
জানি না দিতে মন প্রাণ তোমায়
কি হবে উপায়।
দয়া করে লহ মোরে ওগো দয়াময়,
কৃতাঞ্জলি পুটে নমামি নমামি
চরণে তোমায়।
জ্যোতির জ্যোতি মহাজ্যোতি
বহু জ্যোতির পর হয় পরম পুরুষ দর্শন,
তাহার পরে ঠাকুর করেন অভিনন্দন,
তাহার পরে হয় আত্ম সমর্পণ।

(১৭১)

৺কাশীধাম
১০ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

দর্শন হইল—

হইল দর্শন লাল কাপড়ে লেখা "স্বাগতম,"
দেখা গেল একটী দরজার মতন,
দরজার দুই ধারে কদলী বৃক্ষ,জলকুম্ভ,
খুব উচুতে সাদা জ্যোতির মধ্যে
দাঁড়াইয়া আছেন পরম পুরুষ হাসি হাসি মুখ।

বলিলেন বাণী—

"শুভ চিহ্ন, শেষ যজ্ঞ, আত্ম নিবেদন,
অভিনন্দন, পূর্ণ গ্রহণ, মিশ্রণ।
তারপরে আমি দিলাম
ফুলের মালা গোবিন্দ গলে,
প্রণাম করিয়া লুটিয়া পড়িলাম
চরণ তলে।
গোবিন্দের মাথায় মুকুট,
আমার মাথার চূড়া,
দুই জনে গলাগলি, যুগলে দাঁড়ালে
পরম আত্মা স্বামী ;
অপরাধী জীব বলে ঘৃণা না করিলে
আদরে করিলে গ্রহণ।

আমি যে অভাগা জীবন
ধন্য ধন্য ধন্য হইলাম,
গুরুর আশীর্ব্বাদে
ভবপারে চলে গেলাম।
ওগো ওগো জগৎজন
তোমরাও লও গুরুর শরণ
মিনতি করি অভাগা জন!

---

(১৭২)

পরম পুরুষ পরম আত্মা স্বামী
যুগলে দাঁড়াইলাম আমি,
দুইজনে গলাগলি, অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি,
"একসত্তা" বলিলেন বাণী।
মন গেল ব্যোমে চলি
শান্ত আমার পরাণ খানি।
তাহার পরে দর্শন হইল বহু কৃষ্ণ মূরতি;
বাণী হইল তখন—
"খল্বিদং সর্ব্বং ব্রহ্ম জগৎ"।
গোলাকার একটী জায়গায়
দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি,
শত সূর্য্য তেজ অদ্বিতীয় পুরুষ।

৺কাশীধাম
১৯ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

তৎপুরুষায় নমঃ নমঃ শ্রীবাসব শ্রীবাসব
মিলন সই মিলন সই—বলিলেন বাণী।
মন বুদ্ধি বাদে আছে একটী জিনিষ
সেই হইল সারবস্তু পরম আত্মা তিনি।
রিটায়ার অবসর প্রাপ্তি কৈবল্য মুক্তি
মনই ব্যোম মনই ব্যোম এক সত্তা আমি
স্বতঃ সিদ্ধ বাণী।

৺কাশীধাম
২০ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৮ সন

---

(১৭৩)

মিলন মন্দির পূজা ঘর,
পরম পুরুষ শ্বেতবর্ণ জ্যোতি স্বরূপ,
মনই বদ্ধ, মনই মুক্ত,
মনই জগতে আকর্ষণ যুক্ত,
মন শুদ্ধ হইলেই হয় চৈতন্য প্রাপ্ত।
মনই আবরণ, মনই সব দুঃখের কারণ,
মন গেলেই হয় মুক্ত জীবন।
যাবতীয় আকর্ষণ চলে গেলে
মুক্ত হয় মন,
কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত তখন,
মন থাকিতে হয় না পরম পুরুষে মিশ্রণ।

মনই ব্যোম শান্ত নিঝুম ;
একং ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি,
সোঽহং সোঽহং শান্তি শান্তি।

---

(১৭৪)

জলদ বরণ কৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণ সোনার রং ;
রাধার অঙ্গ লাল, নীল, হলুদ বরণ।
বহু রকম আছে রূপের বাহার
কে বর্ণিতে পারে বা তাহা।
ভক্ত ভাল·বাসেন অতি
নানা ভাবে দেখা দেন গোবিন্দ মূরতি।
যখন থাকে না মূরতি,
থাকে না জ্যোতি, নিবিড় অতি,
তখন ভক্ত যদি ডাকে তাঁরে
গোবিন্দ বলে,
নিবিড়ে ফুটিয়া উঠেন মধুর মূরতি নিয়ে।
ভক্তিতে থাকেন গোবিন্দ ভক্তের পিছু পিছু,
জ্ঞানেতে থাকে না কিছু।

৺কাশীধাম
১৩ই শ্রাবণ
১৩৪৮ সন

---

(১৭৫)

৺কাশীধাম
২১,২৩,২৪শে
শ্রাবণ,
১৩৪৮ সন

দরশন দিয়া গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
লিখে যাও এক পঙ্‌ক্তি
গভীর তত্ত্ব গুহ্য অতি
পরাভক্তি নিষ্কাম ভক্তি
গুহ্য গুহ্য গুহ্য অতি।
থাকিলে ঐশ্বর্য্য থাকে না মাধুর্য্য ;
আমি বরণ করি যারে
তার আবার অভাব কিরে ?
আমি ভক্তের হৃদয় বাসী,
ভক্তি ডোরে বান্ধা থাকি দিবানিশি ;
জ্ঞানেতে তফাৎ রই,
ভক্তিতে ভক্ত অঙ্গে সদা মাখা রই।
অতীব ভাগ্যবান যেই জন হয়,
আমার ভক্ত হইয়ে সেই জন রয়।
আমার ভক্ত আমার সব অধিকারী
বলিতেছেন মুকুন্দ মুরারি।
শুদ্ধ মন বুদ্ধি রেখে দেই ভক্তের ;
যদি না থাকে শুদ্ধ মন
কেমনে করিবে আমার রস আস্বাদন ?

রসের সাগর আমি ভক্ত করে পান
এই হইল সাধনার পূর্ণ সমাধান।
যত রকম আছে সাধনা
সবার উপরে নিষ্কাম ভক্তি সাধনা।
দুইয়েতে এক রয় ঘর্ষণেতে হয়
ইহাই মিলন কয় অতি মধুময়।
ভক্ত হৃদয়ে আমি
থাকি নানা ভাবে বিরাজিত
মহা ইচ্ছায় করি বহু কার্য্য,
আমার ভক্ত হয় ইচ্ছা রহিত।
শুদ্ধ মন বুদ্ধি ও আমারই বটে,
শুদ্ধ মন না থাকিলে
ভক্ত নাম কেমনে রটে।
শুদ্ধ মন বুদ্ধি থাকিবে না যখন
সত্ত্বায় সত্ত্বা মিশে যাবে তখন।
মূল সত্ত্বা আদি মূল,
তাহার থেকে বাহির হয় জ্যোতির স্বরূপ।
আমার ভক্ত নষ্ট হয় না কোন কালে,
সদা রাখি আমি তারে কোলে কোলে,
সকল বিপদ হইতে রক্ষা করি তারে,
আত্মার সন্ধান দেই তাহার পরে।

নরলোকে জানে না আমার বার্ত্তা
ভক্তিতে থাকি সদা ভক্তের কাছে বান্ধা।

---

(১৭৬)

৺কাশীধাম
২৪শে শ্রাবণ
১৩৪৮ সন

আবার বাণী হইল :—"এখন ফটক উদ্‌ঘাটন" ;
স্বয়ং স্বরূপা শ্রীরাধা দিলেন দরশন,
একাই আছেন দরজায় দাঁড়াইয়া,
বলিলেন বাণী :—"আমার ভাবটী নেও তুমি"।
ভক্তি দিতে এসেছেন ধরায়,
রূপের ছটায় ময়ুর দোলায়,
অলকা, তিলকা, ষোড়শী পূর্ণ কলা,
মৃদু মৃদু হাসি অধরে,
শত চন্দ্র শোভিছে বদনে,
অলঙ্কারে ভূষিত, বানারসী চেলি
অঙ্গে শোভিত,
বয়সে নবীনা সুন্দর মূরতি
মাধুর্য্য অতি।

---

(১৭৭)

ভক্তি দেও গো জননি! চরণে প্রণাম করি,
ভক্তি না হইলে পায় না রাধাবল্লভ হরি;
শুষ্ক করিয়া রেখেছ হৃদয়
মরুভূমি প্রায়,
ভক্তি ধনের অধিকারী করে
নেও গো আমায়,
বারে বারে মিনতি করি চরণে তোমায়।
ভক্তি দেও গো জননি!
মিলন মিশ্রণ পূর্ণ হবে এখনি।
তুমিই পুরুষ মাগো! তুমিই প্রকৃতি,
ভক্তের কাছে থাক তুমি ভিন্ন ভিন্ন মূরতি।
ভক্তি দেওগো জননি! আমি চিরদিন ত তোমারি
মোহ মায়ায় ভুলে ছিলাম চরণ দুখানি।

---

(১৭৮)

আবার এই কি দেখিগো জননি!
মাথায় সোণার চূড়া, অধরে ধরেছ মুরলী,
পশ্চাৎ ও যেমন, সম্মুখ ও তেমন;
বাঃ বাঃ এ আবার কেমম!

মৌনি মা।

যে দিকে ফিরাই আঁখি
সেই দিকেই চন্দ্র বদন দেখি।
তুই হাত প্রসারিয়া গোবিন্দ করিলেন আলিঙ্গন,
হইল মধুর মিলন।
তাহার পায়ে বলিলেন বাণী ঃ—
"কান্তা ভাবে এসেছি এবার
ভক্ত সঙ্গে করিব বিহার,
তোমার আহারে আহার আমার,
তোমার বিহারে বিহার,
তোমার শয়নে শয়ন আমার,
তোমার কথনে কথন আমার।
আমার ভক্ত যেই জন হয়
বিকার শূন্য হইয়ে সেই জন রয়।
ভক্তের ভক্তিতে আমি খণ্ড হইয়ে যাই,
ভক্ত সঙ্গে নাচিয়া বেড়াই।
জীবের জীবন আমি, ঈশ্বরের ঈশ্বর,
তবু ভক্ত সঙ্গে করি আমি রস আস্বাদন।
বৈঠলো বৈঠলো পেয়ারী, হাম তুহারি
তূয়া হামারি,
তুয়া শ্যাম অধরে মুরলী হাম নাগরী।

আমার এই মধুর তত্ত্ব
ভক্তের কাছে করি ব্যক্ত।
রস মঞ্জরী রসে প্লাবিত দেহ
এখানে নাই আর কেহ,
নাই কার স্থান গোবিন্দ ধাম
আমি আত্মারাম।
স্বয়ং তৃপ্তিতে নাই বলাবলি,
আর করা যায় না ব্যক্ত
নিজে নিজেই তৃপ্ত।”

---

(১৭৯)

৺কাশীধাম
১১ই ভাদ্র
৩৪৮ সন

অখণ্ড মণ্ডল সাগর জ্যোতি,
শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ অতি,
সবই জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির স্বরূপ ;
তাহার থেকে বাহির হইল মূরতি চতুর্ভুজ,
কি সুন্দর রূপ ! হীরা মুক্তা জ্বলিছে গায়
হাসি হাসি মুখ,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী
অখণ্ড-মণ্ডল আনন্দ মূরতি,
যেই দিকে ফিরাই আঁখি
সেই দিকেই দেখি।

দেখিলে জ্যোতির মণ্ডল
থাকে না কোনই কর্ম্মের ফল।
যখন থাকেনা বাসনা কামনা আসক্তি
তখনই চলিয়া যায় সৃষ্টি ;
আসক্তি শূন্য হয় যখন
দৃষ্টিতে সৃষ্টি থাকে মাত্র তখন,
যবই আছে, সবই নাই, যুগপৎ তাই।

---

(১৮০)

অখণ্ড মণ্ডল সাগর জ্যোতি
তাহার মধ্যে জীবগণ করে বসতি,
অপ্রকাশ থাকে জীবের হৃদয় মাঝে
তাই দেখিতে পায় না জীবে।
এক আত্মাই বহুরূপে করিতেছে লীলা,
আত্মার স্ফুরণেই চলিতেছে ধরা।
আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকেন যখন,
শান্ত প্রশান্ত পুরা বিশ্রাম তখন।
সাধন কর সবে, দেখিবে
অনন্ত লীলা হৃদয় মাঝে।

ত্রিনয়ন খুলিবে যখন
দেখিবে বিশ্বচরাচর তুমিই তখন।
কত জানি, কত দেখি,
আবার কত জানিও না, কত দেখিও না,
সবের মধ্যে থাকিয়াও অসঙ্গ সদাই,
অবস্থায় পরিণত বলিতেছি তাই।

---

(১৮১)

৺কাশীধাম
১১ই ভাদ্র
১৩৪৮ সন

নাই সুখ, নাই দুঃখ,
নাই শান্তি, নাই অশান্তি,
নাই আনন্দ, নাই নিরানন্দ,
এমন আছে ঠাঁই কাহারে বা বুঝাই।
নিষ্কাম ভক্তি পরা ভক্তি গোবিন্দ দেন যারে,
বাসনা কামনার অঙ্কুর আর
গজায় না ভিতরে;
তখন কর্ম্ম করিলেও বাসনা নাই কিছু,
কর্ম্মে অকর্ম্ম ফল নাই কিছু।
গোবিন্দ অনুরাগী ভিন্ন
ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে না কেহ।

ঐ যে পরম পতি,
মন প্রাণ দেও সদা তাঁহার প্রতি।
সত্যই যেই জন সত্য চায়
সেই জন নিশ্চয়ই সদগুরু পায়।
হে জীবগণ। গোবিন্দ ভজন কর সর্ব্বক্ষণ,
ডাকিলে দিবে দরশন
করিবে মধুর আলিঙ্গন।

---

(১৮২)

৺কাশীধাম
১২ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

ঐ যে প্রণব ধ্বনি, শুনিছ না তুমি,
আউম্ অউম্ বলিছে দিবস রজনী।
কেন বসে আছ তিমিরে
প্রণব মালা পরনা গলে ?
প্রণব মন্ত্রে হউক দেহ ভূষিত
এই ত চির বাঞ্ছিত।
সত্যই অনুরাগী হইতেই হবে ;
অনুরাগী না হইলে গোবিন্দ কেমনে পাইবে ?
নকল থাকে যদি তোমার
তা হইলে আসল মিলিবে না আর।

এমনও আছে জায়গা
জ্ঞান অজ্ঞান নাই সেথা,
অতি গোপন কথা।
জ্ঞানেতে নিরাকার, ভক্তিতে সাকার ;
সাধন করে দেখ সবে
সাকারেই নিরাকার একাকার শেষে।

—————

(১৮৩)

৺কাশীধাম
১৫ই ভাদ্র
১৯৪৮ সন

সকলেই বলিতেছে মন স্থির হয় কিসে'
সাধন করে দেখ এক বার
মন স্থির হয় কি প্রকার।
মুখে মুখে বল, কর্ম্ম নাহি কর'
কেমনে হইবে মন স্থির, ব্যাপার কঠিন।
এ জগতের ভোগে মন তৃপ্ত না হবে,
দিনে দিনে অতৃপ্তি বাড়িতেই থাকিবে।
সকল রিপুর রাজা তুরন্ত মন,
তাহাকে নিয়াই করিতে হয় সাধন,
মন স্থির হইলে বুঝিবে তখন।
মন গোবিন্দের প্রজা, প্রভুভক্ত অতিশয়,
গোবিন্দ দরশনে মন হয় লয়।

মনোমোহন তাঁর নাম,
তাঁহার সাধনে হয় চিত্ত সমাধান।
ঐ যে ময়ুর মুকুট ধারী, ছুই হাত প্রসারী
ডাকিছে তোমায় আয় আয় আয়।
ভুলিয়া রয়েছ মোহ মদিরায়
কেমনে শুনিবে তাহার বাণী বলনা আমায়।
দয়ার সাগর তিনি দীনবন্ধু প্রভূ
মনে রেখো সদা ভুলিও না কভু।
তোমার ভিতরেই তিনি
মন স্থির হইলে দেখিবে তখনি।
একই বস্তু পরমাত্মা
বহু রূপে দিবে দেখা প্রেমে মাখা মাখা।

---

(১৮৪)

৺কাশীধাম
১৯শে ভাদ্র
১৩৪৮ সন

গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
"অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে হতেছে লেখনী।"
অবস্থা শূন্য ভয় শূন্য হতেই হবে,
অবস্থা শূন্য ভয় শূন্য না হইলে
পরাভক্তি পরামুক্তি কেমনে হইবে।

হে দীনবন্ধু দয়াল হরি !
কত যে করুণা করেছ তুমি
বলা অসাধ্য কৃপাই জানি।
কত ভাবে করেছ মিলন
অতি গোপন গোপন,
ভাল মন্দ নাহি জানি,
অখণ্ড মণ্ডল সাগরে ভাসি,
তোমারই করুণা এই মাত্র জানি।
ক্রীত দাসী বলেছ তুমি,
চরণে রেখো করুণা করি,
আমি তোমারি তুমি আমারি
চরণে প্রণাম করি ;
জয় জয় জগদীশ্বর জয় জয় পরমেশ্বর
জয় জয় তোমারি চরণে প্রণাম করি।

---

(১৮৫)

৺কাশীধাম
২৪শে ভাদ্র
১৩৪৮ সন

এ আবার কেমন হ'ল
চিত্তটী যেন খসে পড়িল।
চিত্তই করে নানা ঘোষণা,
চিত্তই লোলে নানা বাসনা।

মনের খুটিনাটি কুসংস্কার গেল চলিয়া,
অখণ্ড আনন্দ রহিল জুড়িয়া।
অন্তর সূর্য্যে বাহির সূর্য্য
হইয়াছে একাকার,
দেখিতে ভারি সুন্দর—অতি চমৎকার।
পরম জ্যোতি ঈশ্বর, জ্যোতির জ্যোতি
মহা জ্যোতি অখণ্ড মণ্ডল সাগর।
আগের মত থাকে না এ জগৎ
মায়া মোহ চলে গেলেই বুঝিবে সাধক।
আছে কিন্তু জগৎ, নাই আপন নাই পর,
সবই এক আত্মা জ্যোতির সাগর।
হে দয়াল হরি! তুমিই দেহধারী তুমিই সাকার,
তুমিই পরব্রহ্ম তোমায় নমস্কার।
তুমিই অশরীর, তুমিই নিরাকার,
তুমিই পরব্রহ্ম তোমায় নমস্কার।

———

(১৮৬)

গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
'সিদ্ধ পুরুষ, মা' যা পায় না ব্রহ্মা আদি
তাই পাইলা তুমি ;

সাধনা পূর্ণ হউক আশীর্ব্বাদ করি আমি,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক সাধনা এবার
আশীর্ব্বাদ করি বারে বার।
আমি জগৎজনের পরম পতি :
যাদৃশ ভাবনা তাদৃশ গতি,
আমার ভাবনায় আমাকেই প্রাপ্তি
সংসার ভাবনায় অশেষ দুর্গতি।
আমার বিভূতি যত
বাহিরের জানা জানির ব্যাপার,
আমি শুদ্ধ সুনির্ম্মল হই নির্ব্বিকার!
আমার ভক্ত চায় না কিছু
নিষ্কাম ভক্তি আনন্দ প্রচুর।"

---

(১৮৭)

জননী বলিলেন বাণী :—

৺কাশীধাম
২৪শে ভাদ্র
১৩৪৮ সন

"আমি পাষণ্ড দলনী।
কে যাবি পারে নদীর কিনারে,
আমি আছিরে তোদের তরে।"
তোমরা শোন না কানে,
চিরদিনই কি থাকিবা মোহ আচ্ছাদনে?

ভিতর বাইর সমান কর এইবার,
কপট আচরণ কর পরিহার।
সুখ সুখ করিয়া ঘুরিলে কি হবে,
সুখ নাই গো সংসার মাঝে ;
তোমার মধ্যেই আছে সুখের খনি
খোঁজ বসে বসে।
সংসার বিষে যে জ্বলিতেছে সবাই
সে বোধও তোমাদের নাই,
হা হুতাশ কর সদাই।
এই দুঃখের প্রতিকার আছে কিন্তু ভাই,
ঐ যে জননী ডাকিছেন তোমায়,
এস এস ভাই সবে মিলি জননী-চরণে যাই।
মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে
যাইব মোরা,
ডাকিলেই জননী দিবেন সাড়া,
পৌঁছিব জননী চরণে যখনি
শুদ্ধ সুনির্ম্মল হইব তখনি।
জয় জয় জয় দেও সবে,
জননী রয়েছেন আমাদের তরে
প্রণাম করি জননী চরণে।

———

(১১৮)

৺কাশীধাম
১লা কার্ত্তিক
১৩৪৮ সন

প্রথম থাকে বাহির দৃষ্টি,
কুণ্ডলিনী জাগরণ হইলেই
খোলে অন্তর দৃষ্টি ;
তাহার পরে সম-দৃষ্টি
নাই ভাল নাই মন্দ,
নাই আপন নাই পর,
নাই মনের খুটি নাটি
এই হইল সম-দৃষ্টি।
তাহার পরে বিশেষ দৃষ্টি ;
বিশ্ব চরাচর একত্ব বোধ,
চৈতন্য যোগ,
এই হইল বিশেষ দৃষ্টি।
তাহার পরে পূর্ণ দৃষ্টি ;
আমিই তাই, বোধ আর নাই,
এই হইল পূর্ণ দৃষ্টি!

৺কাশীধাম
৭ই বৈশাখ
১৩৪৮ সন

(১৮৯)

উদাসী মন যার,
জানে না সে

অন্য কিছু আর,
এক লক্ষ মন তার।
নবীন সন্ন্যাসীর বেশে
খাটি গুরু এসেছে।
পরাভক্তি কেবল
রস কৌতুক ময়
তা কিন্তু নয়।
উদাসী মন বৈরাগ্য সাধন
ইহাই পরাভক্তির পূর্ব্ব লক্ষ্মণ।
চিত্ত নিঃস্ব নিঃস্ব হয় যখন
পরাভক্তি উদয় হয় তখন।
সবার সুখে সুখী যেই জনা,
সবার দুঃখে সম বেদনা,
বিশ্ব প্রেমিক হয় সে জনা,
সেই ত সুজন বটে সেই ত ধন্য।
কত ছিল বাসনা কামনার বাসা বাড়ী
গুরু ভেঙ্গে ছিল চূর চূয় করি।
জীবন্মুক্তের নাই বহু বাড়ী
আছে মাত্র একটী বাড়ী জ্যোতিরপুরী।

—

(১৯০)

ঠাকুর বলিলেন বাণী ঃ—

৺কাশীধাম
২০শে কার্ত্তিক
১৩৪৮ সন

"একে ডুব দেও, ডুব দেওয়াই ত ভাল,
পুনঃ আবৃত্তি, শেষ নিবৃত্তি ;
সবার মধ্যে আমার আকার,
আমিই কার সবারে পার।
ডুব ডুব ডুব এই বার
আমিত্ব করিয়া দূর
লও একত্ব বোধ।
মন হইলে লয়
তাহাকেই পরম পদ কয়।
পুনঃ আবৃত্তি করিতেছি আবার
ডুব ডুব ডুব এই বার।
পূর্ণ জ্যোতি শুভ্র অতি
সবই জ্যোতির্ম্ময় একাকার,
শব্দের সঙ্গে শব্দ অনিবার
নাই আর দরকার।
একত্ব বোধ মানে হইল এই
যা কিছু সবই সেই ;

মুখে বলিলে হয় না
তাই বোধেও আসা চাই।
বোধের উপরে আছেন তিনি
বুঝিবে সাধক যিনি।
হইলে একত্ব বোধ
পাপী তাপী তার কাছে
হয় না ঘৃণিত,
সবই এক, শত্রু আর মিত্র,
মানে সম্মানে না হয় গর্ব্বিত।

---

(১৯১)

গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
"ভ্রমর গুঞ্জন, কুহু কুহু রব,
প্রণব ধ্বনি, জল প্রবাহিনী
নদীর কুল কুল ধ্বনি,
সবই আমার বিরাট বাখানি।
চুপ্ চাপ্ থাক তুমি,
অনির্ব্বচনীব বিরাট বাখানি, মধুর খনি
প্রকাশ করিব আমি।"

৺কাশীধাম
২০শে কার্ত্তিক
১৩৪৮ সন

ক্রীতদাসীর সঙ্গে খেলিতেছ রঙ্গে
হাম নাগরা বহু চতুরা
হামারি বঁধুয়া গো !
দেখে এলাম কত জনার কাছে
থেকে কাছে কাছে,
আমার বঁধুর মত পাইনা কাছে।

---

(১৯২)

একজনই শুধু আমার প্রাণ বঁধু,
কেউ যদি ডাকে আমার বঁধুয়ারে
নিরাকারে সাকারে দেখা দেন তারে।
আমার প্রাণ বঁধু দেখ কি মধু! কি মধু!
লহ লহরে বঁধুয়ার নাম
যাও সবে আনন্দ ধাম।
নিত্যধাম আছে বঁধুয়ার কাছে,
অনিত্য ধাম সংসার মাঝে।
ভোগে সুখ নাহি আছে
ত্যাগে অনন্ত সুখ রহিয়াছে।

লুটিয়া পড়বে সবে বঁধুয়ার চরণে,
আর বিলম্ব কর কি কারণে।
আমার প্রাণ বঁধু সাধনার ধন,
হৃদয় রতন,
প্রেম অশ্রুজলে ভিজাইয়া
রাখিও যতনে তাঁরে ;
প্রেম অশ্রু জলে গলিতে গলিতে
হইবে মিলন
লহরে লহরে সবে তাঁহার শরণ।
ওগো প্রাণ বঁধুয়া
অভাগা বলে জগত জনে
ঠেলো না পায়,
আমরা সব মিলি প্রণাম করি
চরণে তোমায়।

বিন্ধ্যাচল (১৬৮)
২৪শে কার্ত্তিক
১৩৪৮ সন

গোবিন্দ বলিলেন বাণী ঃ—
"সর্ব্বভূতে হাম নাগরা
কাহা পর কাহা আপনা।

ভক্ত চূড়ামনি! দিলাম মুক্তি
ভবপারে ধরিলাম বাতি।
ব্রজবাসিনি! ব্রজবুলি হতেছে লিখনী;
মনে নাই কি সেই ব্রজের খেলা,
কদম তলা,
গাঁথিয়া শেফালী ফুলের মালা
পরাইতে গলে,
আমার লাগিয়া ভাসিতে প্রেম অশ্রু নীরে
কাঁহা শ্যাম কাঁহা শ্যাম বলে।
আমি তোমার হৃদযে রয়েছি সদাই,
মন বুদ্ধির বশে ভুলে ছিলে আমায়।
তুমি ব্রজধামের কুসুম কলি
ফুটিবার লাগিয়া এবার জনম লভিলি।
ধন মন তন দিয়াছিলা মোরে
এখনও কি নাহি পরে মনে?"

---

(১৯৪)

আবার গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
"রিফাইণ্ড (refiend)! রিফাইণ্ড (refiend)!
অনেক ধাপ উঠিয়া গেলা এখনি।

হৃদয়ে মরুভূমি রাখিব না আর,
করিব এবার প্রেমের সঞ্চার ;
সকল গ্রন্থি গিয়াছে খসিয়া
ডবল প্রমোসন দিলাম দিয়া।
একত্ব বোধ, আবার বোধের অতীত—
সবার অতীত, ইহাই নিষ্কাম ভক্তি—
লিখ লিখ তুমি।
গোপী প্রেমই শ্রেষ্ঠ বলিতেছি আমি
ঝুট্ বাৎ নহী নহী।
এমন নিষ্কাম ভক্তি নাই কোন ঠাঁই
তাই আমি গোপীনাথ ব্রজের কানাই।
করুণ স্বরে গাইতে আমার গান,
কেথাও ছিল না পরাণ, আমাতেই টান।

---

(১৯৫)

দয়াল প্রভো ! চকিতে আর হারাইব না
তোমায় হে হরি !
জগৎ ভরিয়া তোমায় নেহারি !
জগতে যত কিছু দেখিতেছি রূপ

সবই তোমার চিন্ময় স্বরূপ ;
চখেতে ভাসিয়া উঠিল যখন,
সবই জ্যোতির্ম্ময়—
তরু লতা, জীবগণ, আকাশ বাতাস,
চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী মণ্ডল,
আরো আছে কত নাই তার অন্ত।
সবের মধ্যেই দেখিলাম শ্যাম
ইহাই প্রেম অখণ্ড ধাম।

---

(১৯৬)

মন বুদ্ধি রিপু আদি ইহারাই জীব,
ইহারা চলিয়া গেলেই জীব হয় শিব।
চৈতন্য সত্তায় হইলে যোগ
বোধও থাকেনা তখন অতীত মধুর ;
বোধেও আছি, কিন্তু আবার
সামান্যই বটে দেহের ব্যাপার ;
দেহই গলদ গোড়া,
দেহ থাকিতে হয় না পুরা !
সাধনের সময় জননী বলেছিলেন মোরে
দেহ থাকিতে হয় না পুরা বুঝিবে পরে।

(১৯৭)

বিন্ধ্যাচল
৭ই অগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

গভীর হইতে উঠিল ধ্বনি—
আমিই সুধার খনি, আমি নন্দলালা
সর্ব্বত্র সমভাবে করিতেছি খেলা।"
বোঝন আর বোধন থাকে যতক্ষণ
মিট্‌মাট্‌ নাহি সেথা কেবল কথোপকথন।
বোধন আর বোঝন থাকে না যখন
একবারে মিট্‌মাট্‌ নিস্পন্দ তখন।
বুঝিতে গেলে কত আছে বুঝিবার,
এত বুঝিয়া কি আছে দরকার?
এক বুঝিলেই বুঝা হয় সব,
বহু বুঝিয়া সংশয় কেবল।
নিজেরে নিজে দেখিবে যখন
সকল সংশয় হইবে ছেদন
বুঝা বুঝির পারে যাইবে তখন।

———

(১৯৮)

বিন্ধ্যাচল
১৩ইঅগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
"ব্রজধামের কুসুম-কলি
আমার পরাণ পুতলি;

অজ্ঞান-আবরণ গিয়াছে খসি
ফুটন্ত কলি রহিয়াছে ফুটি।
নাই তার অন্ত অসীম অনন্ত
অখণ্ড ব্যাপ্ত অতীব প্রশান্ত।
ফুটিল ফুটিল ফুটিল
ব্রজধামের কুসুম কলিয়া,
শরতের চন্দ্র প্রাণ পুতলিয়া ;
প্রেমের প্রস্রবণ গভীর হইতে
উঠিল উথলিয়া।
ক্ষেত্র বুঝিয়া করি বীজ বপণ,
আপনি আপনি হয় উদ্‌যাপন,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে
স্বভাবে তখন।”

(১৯৯)

বিন্ধ্যাচল
১৪ইঅগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

গোবিন্দ বলিলেন বাণী :—
“মহাভাবের হইল উদয়,
ফুটিল ফুল সৌরভ ময়।
একত্ব রোধের পরিসীমা কোথা,
আদি বা অন্ত মধ্য বা কোথা
বলিতে পারিস্ কি তোরা ?
কিছুতেই লাগা নাই আছি সব ঠাঁই,

অনন্ত সাগর আমি অনন্তধারা,
আমাকে মাপিতে পারে—
এমন কে আসিস্ তোরা ?
জীব জন্তু নদী ডোবা
সাগরে মিশিলে কে দিবে সারা ?
আত্ম প্রসাদ আত্ম তৃপ্তি
শুভ্র হইতে শুভ্র ব্রহ্মজ্যোতি,
শক্তির শক্তি মহাশক্তি
অখণ্ড প্রণব ধ্বনি
তৈলধারাবৎ তাহার গতি।"

---

(২০০)

তাহার পরে আবার বলিলেন রাণী ঃ—
"প্রেমরসে ডুবে যাও তুমি ;
এখনও একত্ব বোধ হয়নি,
ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছ না তুমি
দেখাইয়া দিতেছি আমি।"
ভক্তকে সঙ্গে নিয়া যোগস্থ হইলেন তিনি ;
ভক্ত ভগবান অভেদ প্রাণ,
নাহি সেথায় জ্ঞান বুদ্ধি,

নাহি সেথায় শ্বাসের গতি
শান্ত শান্ত স্পন্দন রহিত।
সারবস্তু খাঁটি বস্তু হইল এই—
যেখানে মন বুদ্ধি নেই।
সকল দুঃখের থেকে গুরু
করিলেন পরিত্রাণ,
বারে বারে শ্রীচরণে করিতেছি প্রণাম।

---

(২০১)

বিন্ধ্যাচল
১৪ইঅগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

ওরে ভাই কি ভুলে রইলি মজিয়া
গুরুর চরণ না ভজিয়া।
কঠোর তপস্যা হবে না এখন
নামই একমাত্র জীবের সাধন।
নামের অপূর্ব্ব শক্তি আছে ছড়াইয়া,
নাম নামী অভেদ দেখ ভজিয়া।
নামের স্রোতে যাওরে ভাসিয়া,
নামামৃত রস পান কর সবে
নামের মত সুধা নাই গো ভবে।

সাধনের প্রথমে অহরহ সাধ নাম
তার পর উঠিবে মধুর তান,
থাকিবে না ধারার বিরাম,
উঠিবে অউম্ অউম্ ধ্বনি
আপনা আপনি,
নাই তখন ডাকাডাকি,
মধুরং মধুরং মধুরং ধ্বনি।

বিন্ধ্যাচল (২০২)
২৪শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

ঠাকুর বলিলেন বাণী :—
প্রভাত মিলনং প্রভাত মিলনং
অরুণ উদয়ং অরুণ উদয়ং
বহু রূপং বহু রূপং
আমারি দেহ মন্দিরং
বিশ্বরূপ দরশনং।
ভূমি আদি জল নদী
পশু পক্ষী জীবগণ
আমারি রূপং রূপং।
শোক দুঃখ জরা ব্যাধি মরণং
আমারি রূপং রূপং।

শুদ্ধাভক্তি সুখ শান্তি আনন্দং
আমারি রূপং রূপং।
বেদ পুরাণ বীজ মন্ত্রং
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ং
আমারি রূপং রূপং।
ব্যাপক মণ্ডলং অগ্নি যজ্ঞ দেবতাগণ
গৃহস্থ সুজন সাধু মহাজন
আমারি রূপং রূপং রূপং।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগণ
তীর্থ আদি কৈলাশ ভবন
আমারি রূপং রূপং রূপং।
লীলা মাধুরী ব্রজ গোপীগণ
ব্রজ গোপাল যশোদা নন্দন
আমারি রূপং রূপং রূপং।
অনন্ত রূপে আমি আছি—
মূলে এক জন,
আমি ছাড়া কিছু নাই
মধুরং মধুরং মধুরং।
নিত্য শুদ্ধং গুরু শিষ্য অভেদং
আমারি রূপং রূপং, রূপং।

সন্ধ্যা রাত্রি স্বপ্ন বা ঘুমন্ত কথোপকথনং
আমারি রূপং রূপং।
অভেদং অভেদং একং একং
দ্বন্দ্বাতীতং মধুরং মধুরং মধুরং।

---

(২৩৫)

একেতে ডুবডুবি একে অবস্থান
আনন্দ ধাম ;
আনন্দ নিরানন্দের পারে আছেন তিনি
শান্তং নিত্যং শিবং যিনি।
হে গোবিন্দ বুঝিলাম
তব অভেদ অখণ্ড তত্ত্ব,
যত দিন এ দেহ থাকিবে ধরায়,
তোমার মোহন মূরতি
হৃদয়ে নিরখিব সদাই।
এ রূপ আমার চির বাঞ্ছিত
চিরদিন দেহে আমার রয়েছে অঙ্কিত।

ছোট হ'তে ভাল বাস,
সখা ব'লে কাছে আস ;
ভক্তেরে করিয়া বড়
নিজেরে ছোট কর।
এমন কে আছে ধরায়
নিজেরে ছোট ক'রে
ভক্তের মান বাড়ায়।
দেখি নাই দেখি নাই কভু
তোমার মত দয়াল প্রভু,
এত বড় হইয়ে তুমি
প্রেম ভিক্ষা মাগিতেছ
গোপী জনার কাছে
মরিতেছি লাজে।
প্রেমের লাগিয়া দিবানিশি
বসে থাক কদম গাছে
গোপী জনার দরশন আশে।
সময়ে অসময়ে বাজাইতে মুরলী
ছুটে ছুটে যেত তারা যত গোপনারী !
গভীর রাত্রে যখন বাজাইতে মুরলী,
এলো থেলো বেশে যাইতেন শ্রীরাধা প্যারী।

এলান দেহ ধরিয়া রাখিতেন গোপীকা কলি,
প্রেমেতে ঢল ঢল চেতনা থাকিত না
রাই অবশ অঙ্গ,
প্রেমের সাগর ধনী প্রেমের খনি।
গোপীকাগণ যুগল চরণ
করিয়া পূজন
পেয়ে গেল প্রেমের কণা,
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য হইল গোপীজনা।
অপ্রাকৃত লীলা রস
ভাষায় বর্ণন হয়—না কখন।
মুকুন্দ মুরারি ভজে যেই জন
মুক্তি তার করতলে,
মুক্তি চায় না গোপীকাগণ।

৺কাশীধাম
২৭শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৮ সন

(২০৪)

মুকুন্দ মুরারি বলিলেন বাণী :—
"সাধু মহাজনের প্রতি
কৃতজ্ঞতা জানাও এখনি।"

প্রণমি চরণে
জয় জয় শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা
মন্ত্র গুরু জ্ঞান দাতা
ভব পারের ত্রাণ কর্ত্তা !
প্রণমি চরণে
জয় জয় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতা।
হৃদয় কোনে থাকিয়া সদা
নানা রূপে চুপে চুপে
বুঝাইতেন সাধনার কথা।
প্রণমি চরণে
জয় জয় শ্রীশ্রীমঙ্গল গিরি মহারাজ !
সন্ন্যাসের গুরু মোর
বারে বারে প্রণাম করি
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।
প্রণমি
জয় জয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব !
পইতা পরাইয়া গলায়
করিলেন আলিঙ্গন,
বলিলেন তুমি ব্রাহ্মণ।

প্রণমি

জয় জয় শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ দেব!

জগতের সদ্গুরু প্রচারিত দেশ।

সদাই থাকিতেন কাছে কাছে ব'সে,

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্"

বলিতেন মুখে,

শিরে ধ'রে আশীর্ব্বাদ করিতেন মোরে।

প্রণমি

জয় জয় শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী মহাদেব!

মাঝে মাঝে এসে এসে দিতেন

উপদেশ ঃ—

"স্বরূপত্ব হও প্রাপ্ত আশীষ অশেষ।"

আরো আছে কত সাধু মহাজন

শ্রদ্ধা ভাজন

সদাই করেছেন স্নেহ প্রীতি

বলিতে অযোগ্য আমি করি মিনতি।

জয় জয় গুরু

বারে বারে প্রণাম করি লহিও প্রভু।

সাধু মহাজনের চরণে প্রণাম
ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম,
দেব দেবী ইষ্টদেবী চরণে প্রণাম।
কাশীক্ষেত্র সাধনার স্থান
বারে বারে করিতেছি প্রণাম।
গুরু অখণ্ড মণ্ডলং বিশ্ব চরাচরং
বারে বার প্রণাম করি
যিনি ব্যাপকং!

——

সমাপ্ত।

কনিকা-মালার সাধনের স্তর বিভাগ

১। প্রথম গৃহস্থ আশ্রম, বিষয়ে মন।

২। তারপর উদাসী মন, বৈরাগ্য জীবন।

৩। তাপর গুরুদর্শন, দীক্ষা প্রাপ্তি,
ব্রহ্মচর্য্য পালন, সন্ন্যাস গ্রহণ, সাধন ভজন।

৪। তারপর তপঃ সিদ্ধ, আচার্য্য পদ গ্রহণ।
দীক্ষা শিক্ষা পাইল নরনারীগণ,
সাধনে উন্নতি হইল সাধক জীবন।

৫। তারপর গোপীত্ব পদ, গোপী বল্লভ হরি।
পীরিতি মিলন, বহু রকম রস কৌতুক বিহার,
প্রেম আলিঙ্গন।

৬। তাহার পরে ঋষি পদ, আত্মদর্শন,
বহুরকম জ্যোতির ব্যাপার
আত্মা রূপান্তর, বহু বিদ্যা সমালোচনা,
দার্শনিক বিদ্যা আলোচনা,
লীলা বাখানি, স্বরূপ বাখানি,
বিরাট বাখানি, মধুর খনি।

৭। তারপর মহাশূন্য—
নাই কোন দৃশ্য বস্তু
নাই ক্রিয়া কর্ম্ম
শান্ত—শান্ত।

৮। তারপরে মাধুর্য্য পদ—
এখানে অনেক আছে শক্তির ব্যাপার
সংক্ষেপে লিখিনু এবার।
আত্ম সমর্পণ, পরাভক্তি নিষ্কাম ভক্তি,
ভক্ত ভগবান অভেদ মুরতি,
ভক্ত ভগবান অভেদ শক্তি,
একত্ব বোধ

৯। তারপর অদ্বৈত ব্রহ্ম পদ—
বোধের অতীত নির্গুণ সমাধি
সর্ব্ব ভাবে প্রাপ্তি অখণ্ড স্থিতি
স্মরণ মনন ত্যাগ সংস্কার
দূরীভূত, মন বুদ্ধি লয়—
ইহাই ব্রহ্মপদ কয়।
অদ্বৈত পূর্ণ একে অবস্থান
দেহের ব্যাপারে হয় দ্বৈত প্রমান।

পরিশিষ্ট

শ্রীমা আনন্দময়ী
শ্রীগুরু রতন
দিয়াছেন অদ্বৈত জ্ঞান
সাধনার নূতন জীবন।
কি বিচিত্র জায়গা দেখিতে পাই
সবের মধ্যে থাকিয়াও কিছুই যে নাই
বলিতে ভাষা নাহি পাই।
শ্রীগুরু দিয়াছেন অদ্বৈত জ্ঞান
সাধনার নূতন জীবন।
বারে বারে বলিতেই যে হবে—
বারে বারে বলিলে জীবের ধারণা হবে।
অব্যক্ত ভেদাভেদ শ্রীগুরু রতন
প্রেম ভ্রমরা আপনি আপনি—
প্রেমে গলা গলা,
কি চমৎকার, কি বিচিত্র—
জায়গারে ভাই
বলিতে গেলে গলিয়া যাই
ভাষা নাহি পাই।

যারে করেছিলাম সন্দেহ,
শ্রীমা আনন্দময়ী,
শ্রীগুরু রতন
পেতে পেতে পেয়ে গেলাম,
সন্দেহ ভঞ্জন।
দ্বন্দ যে আর রইল না কিছু
এক সত্তায় মিশে আছে
আনন্দ প্রচুর।
আনন্দ বলিলেও নাহি হয় ঠিক
কোন কথা নাহি খাটে অপূর্ব্ব জিনিষ
গুরুর প্রতি প্রীতি নাহি যার
দোষ গুণ বিচারে নাহি অধিকার।
অধিকারী না হইয়া—
যদি গুরুর প্রতি কর দ্বন্দ বিচার
পতন পতন বলি বার বার।
মা সূক্ষ্ম দেহে বলিলেন মোরে
"আমার স্বরূপ তুমি নিয়ে নিলে
আচ্ছি বাত, আচ্ছি বাত" বলে
চলে গেলেন হেসে।
চলাচল নাহি যার—
সে চলে কেমনে আবার
এইত বিচিত্র বাহার!

বুঝিতে পারে না
জীব স্বভাব যাহার।
ঘুমের তলে জাগিয়া থাকি
আমি নাই হেথা—
ইহাই ফর্সা ঘুমের নূতন কথা।

পরিবর্ত্তনে অপরিবর্ত্তন
সাধনার নূতন জীবন।
ঘুমে জাগিয়া থাকি
ইহাই হইল ফর্সা ঘুমের রীতি
মন্থন হইতে হইতে গড়ে গেছি
নিজ স্বরূপে স্থিতি।

পূর্ব্বে মার ব্যবহারে ক্রুটী ধরিতাম এবং মাকে অনুযোগ করিতাম। সিদ্ধি মা ও মা উভয়ের ব্যবহারে দোষ দেখিতে পাইতাম।

মা বলিতেন—"গুরুর দোষ দেখিলে কিন্তু দরজায় পরিয়া থাকিতে হয়। তুমি বুঝিতে পার না এটাই মনে রাখিও।"

উত্তরে আমি বলিতাম—"বুঝিতে পারি না কি করি!

যা বুঝি তাই তোমার কাছে অকপটে বলিয়া ফেলি। তোমার কাছে কোন কথা বলিতেই আমার ভয় নাই। অপরের

নিকট এরূপ বলিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়াছি যে আমাদের মত তুমি ঘুমাও না এবং আরও তুমি বল যে তোমার কাছে সব সমান। তুমি কোথাও যাওনা বা আসনা। তোমার এই সব কথায় তখন আমার রাগ হইত। বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমার মনে হইত তুমি বল এক রকম আর কাজের বেলায় কর অন্যরকম! কাজেই তোমার ব্যবহার বুঝিতে পারিতাম না। এখন নিজের মধ্যে যতটা অনুভূতিতে পাইতেছি সেই ব্যবহারে নিঃসংশয় হইতেছি। দেখিতেছি তুমিত ঠিকই বল—দেখি কি সুন্দর ঘুমাইয়া আছি অথচ ঘুমাই না। ঘুমের তলে যেন জাগিয়া আছি। কি রকম স্নিগ্ধ শান্তি, ভাষায় বলিয়া বুঝাইতে পারি না। স্বপ্নের জ্বালায় এতদিন টিকিতে পারি নাই। রাত্রি যেন ভীষণ ছিল। এখন রাত্রিই আমার দিনের চাইতে ভাল। তখন অজ্ঞানের আবরণ, স্বপ্নের জ্বালায় অস্থির থাকিতাম।

জয় মা জয় মা তোমারই জয়।
না ভাবিতে হও হৃদয়ে উদয়।

আগেও তোমাকে ভাল বাসিয়াছি আর এখনও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু এই উভয় ভালবাসার মধ্যে কত তফাৎ পূর্ব্বের ভালবাসা আবর্জ্জনা মিশ্রিত ছিল এখন ইহা নিছক। যে ভালবাসায় কোন হেতু নাই সেই হইল খাটী ভালবাসা। যে আনন্দে হেতু নাই সেই হইল খাটি আনন্দ!

—*—

২৭-২-৪৬

আজ সকালে পণ্ডিতজী আসিলেন। ইনি উড়িয়া বাবার আশ্রমে থাকেন নাম সুন্দরলাল।

পণ্ডিতজী—আত্মাতে সাক্ষী ভাবও নাই। সাক্ষী ভাব মনেরই। আত্মাতে কোনও শব্দই আরোপ করা চলে না।

মা। ভিন্ন দর্শন মনেরই কাজ।

মৌনীমা। সাক্ষী ভাবেও দুই থাকে।

পণ্ডিতজী। শব্দই দুই। স্বরূপে শুধু স্বরূপই।

মৌণীমা। সর্ব্ব ব্যবহারে থাকিয়াও স্বরূপে স্থিতি মন না থাকার লক্ষণ। অজ্ঞান আমি কর্ত্তা। আত্মা কর্ত্তা নয়। ইহা কর্ত্তা হইয়া অকর্ত্তা। যখন মন থাকে না তখন তাহার ব্যবহারের মধ্যেও ভেদ থাকে না। ভেদ দৃষ্টির সম্মুখেই ভেদ ব্যবহার দেখা যায়।

কমল। মার যে সব ব্যবহার দেখা যায় তাহা মনের ক্রিয়া ছাড়া নিষ্পন্ন হয় কি?

পণ্ডিতজী। ক্রিয়া যাহা হয় তাহা মনের দ্বারাই সম্পাদিত হয় বুঝিতে হইবে। তবে মন এখানে কর্ত্তা না হইয়া ভৃত্য মাত্র।

মা। আমি কোন কাজ করি কিনা করি তার কোন প্রশ্নই নাই। যদি কোন কাজ করা হয় তবে মন আছে। কোন কিছু করি না বলিলেও মনের ক্রিয়া আছে। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম করা আর না করার প্রশ্ন নাই—সেখানে মন কোথায়? যাহার

মন আছে, সেই মনের মত ক্রিয়া দেখে মাত্র। দিব্য মনের ক্রিয়া যে আছে—সেও সত্য। কে কার কর্ম্ম করিবে? কেউ কি আছে? যেখানে আছে বলা যায়—সেখানে সে আছে। সে অনন্ত ও এক। যেমন অনন্ত বীজে এক বীজ ও এক বীজে অনন্ত বীজ।

বহরমপুর
১০ই ফাল্গুন, ১৩৫২

লয়যোগ হইতে উঠিয়া আমি—
নাড়া চাড়া দিল মন, ভয়েতে মরি।
কাঁদিতে লাগিল মন, কোথা প্রাণনিধি
বিরহ রসে পীরিতী—মিলন
অনুরাগ রসে প্রেম আলিঙ্গন,
দোহার মিলনে নাহি হলো সুখ—
বিরহ শোকে কাতরা হুঁই।
শোধিত শোধিত মন
আরো শোধন হইয়া—
আমি আমিটী গেল ছাড়িয়া,
আত্মা রহিল ধ্রুব তারার মত ফুটিয়া।
আত্মার নাহি কোনও পরিবর্ত্তন
আমি আমার জীবের আবরণ।
আমিত্ব ভিন্নত্ব গেল যে দূরে,

দ্রষ্টায় পরিণত, এক দৃষ্টি হলে
দ্বৈত ভাবে কার্য্য হয়, জ্ঞানেতে এক রয়—
আবার দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই—
নাহি কোন কর্ত্তা, আপন সত্ত্বা—
কর্ত্তা হইয়া অকর্ত্তা, ব্যবহার মাত্র
দোষে গুণে নাই পায়, অতীব পবিত্র।
আমি থেকে দূরে সর্ব্বভূতে সাক্ষীরূপে
অনন্ত-রসে—এক রস পান—
মধুকর বিনে নাহি পায় সন্ধান।
সহস্রার অমৃতধারা বহে অনুক্ষণ
ভক্ত করে—রস আস্বাদন।
আমি আমি থাকে না তখন, আমির মতন।
আমিত্ব ভিন্নত্ব জড়প্রকৃতির স্বভাব
আমিত্ব জীবত্ব গেলে গোলকের নাথ।
পুরুষের ইচ্ছা শক্তি—পরা প্রকৃতি
দুইয়েতে এক রয় সাধনে জানিতে হয়!
নিগূঢ় তত্ত্ব ব্রহ্মার অবিদিত—
প্রেমের অবাধ গতি বয়—
সীমা নিবদ্ধ নয়—
অব্যক্ত ভেদাভেদ হ্লাদিনী শক্তি
প্রেম ভ্রমরা—
আপন মাধুর্য্যে—আপন হারা।

২৮।২।৪৬
১৬ই ফাল্গুন

লয়যোগে সবও নাই, কিছুও নাই। মিশ্রণযোগে সবই আছে, সবই নাই,—আবার সবও নাই, নাইও নাই। এখানে লয়যোগ হইতে উঠার পর যে ভয়ের কথা বর্ণিত আছে সেই সম্বন্ধে এইরূপ অনুভূতি হইয়াছিল ঃ—

পায়ের বুড়া আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে ভয় আরম্ভ হইল। পরে ইহা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া মাথায় আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। ভয়ে যেন মরি। এই সময় একে একে সকলকে খুঁজিলাম। কাহাকেও সহায় পাইলাম না। তোমাকেও না। কেন গো মা? আর সব সময়ইত তোমাকে পাই!

উত্তরে মা বলিলেন ঃ—

কারণ—এই ভয়টা পূর্ণ মাত্রায় বোধ করিবার জন্যই আমি জানিয়াও সহায়রূপে উপস্থিত হইনাই। তুমি বুঝিতে পারিলে এই সময় তোমার আর কেহ নাই, সম্পূর্ণ একা! এরকম একটা অবস্থা আসে। এ যেন রশিতে ঝুলাইয়া দেওয়া অথচ রশিটী দেখিতে দেওয়া নাই।

আমি (মৌনীমা)। আমার বোধের জিনিষ তোমার কাছে না বলিলে তৃপ্তি হয় না। নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এই জন্যই আমার বোধের জিনিষ মাত্রই তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। ইহার কারণ কি?

মা। অপরের ধারার সহিত হয়ত তোমার ধারার মিল থাকে

না। এই শরীরের মধ্যে কত রকম ক্রিয়াগুলি হইয়া গিয়াছে তাহার কোন কোনটীর সহিত তোমার ধারার মিল পাও, কাজেই তোমার প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, সন্দেহ মিটিয়া যায়।

—:o:—

২০শে ফাল্গুন

অদ্বৈত নিজ স্বভাব গরীয়ান
জীব দশা দেখি কাঁদিছে পরাণ।
প্রকৃতিরে দিয়া ফাঁকি সুখে বেড়াই আমি
সুখে বেড়াই আমি।
গুণেরূপে ভিন্ন রয় এক সত্ত্বাময়
সত্ত্বায় সত্ত্বা মিশ্রন যার সঙ্গে হয়
তিনিই সদগুরু, ভগবান ব্যাপক ময়।
অদ্বৈত প্রেম বাখানি—
আপন সোহাগে কাঁদে আপনি
দোহার মিলনে নাহি হ'ল সুখ
বিরহ শোকে কাতরা হুঁহু।
দিন-রাত সমান হয়,
ধ্রুবতারার মত ফুটিয়া রয়।
অদ্বৈত প্রেম বাখানি—
আপন সোহাগে থাকে আপনি
ধ্রুবতারার মত ফুটিয়া রয়
মধুর মৃদু হেসে আছে বিশ্বময়।

২৪শে ফাল্গুন
বাঁধ ৮।৩।৪৬

প্রথম সাধনে আমি তুমি
মিলন যোগে চলে।
তাহার পরে লয় যোগে
মন আসি ঘুমাইয়া পড়ে,
লয় যোগ হইতে উঠিয়া মন
ভয় দেখায় নানা রকম।
তার পরে তুমি আমি
অভিন্ন মিশ্রন যোগ,
তাহার পরে আমি থেকে দূরে
সাক্ষীরূপে সর্ব্বভূতে।
তাহার পরে অদ্বৈত
নাহি দৃশ্য দৃষ্টি আপন স্বরূপে স্থিতি।
তাহার পরে অব্যক্ত ভেদা ভেদ
প্রেম ভক্তি পরা
নিরূপমং মধুরং বিরহ স্বরূপা
বিরহ প্রেম স্বভাবে বয়—
অভাবে নয়।
ভক্ত ভগবান অভেদ প্রাণ।
ভেদাভেদ প্রেম বিরহ তত্ত্ব
ব্রহ্মজ্ঞানীর অবিদিত।

বিরহ রসে দোহে গলিয়া
অমৃত রস পান করে পিয়া পিয়া।

—:*:—

শ্রীগুরু আনন্দময়ী মা
মন্থন মন্থন করিয়া
অদ্বৈত জ্ঞান দিয়াছেন
সারা নিশি বসিয়া
জয় মা, জয় মা, তোমারইত জয়
ভক্ত রক্ষক মা করুণা ময়।
দয়া রাখিও মা সন্তানের প্রতি—
কৃতজ্ঞতা স্বীকার অশেষ প্রণতি।
শ্রীমা আনন্দময়ী শ্রীগুরু রতন
তাঁহার গুণাগুণ অদ্বৈত মালায় বর্ণন,
বর্ণনের অতীত যে জন—
তাঁহাকে বর্ণিতে পারে
হেন কোন জন।
অদ্বৈত মালা পরেছি গলায়
শ্রীগুরু রতন অন্তরে দোলায়।

———

১৫।৩।৪৬

যদি গুরু ভালবাসা না দেয় তাহা হইলে জীবের সাধ্য নাই তাহাকে ভালবাসে। ভালবাসা গুরু প্রথমে ঢালিয়া দেয় পরে ভক্ত তাহা ক্রমে ক্রমে টানিয়া নেয়, মার সঙ্গে আমার এই রূপই হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ বোধের কথা। মা ভালবাসায় ঢিল দিলে আমি আর নাই। মার ঢিল দেওয়া অর্থাৎ মার ভালবাসা আমার বোধে না আসা। কেননা মার প্রেম সর্ব্বদাই আছে, সেই প্রেমই পরা-প্রেম। পরে তাহাই বিরহে পরিণত হয়, ইহাই অদ্বৈত বিরহ আস্বাদ।

১৮।৩।৪৬

প্রায় ৬।৭ বৎসর আগের কথা। তখন পুরীতে ছিলাম। মাও সেই সময় পুরীতে। বৈকালে মার সঙ্গে দেখা করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময়কার কথা একটু বলি—সহস্রার ভেদ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। তৎপর লীলা দর্শন ও আত্ম দর্শনের পর এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ মন লয় হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার পরই আসনে বসিতাম। আসনে বসিবার পরই মন স্থির হইয়া পড়িত। এইরূপে কখনও সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। কখনও বা আসনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে শরীর পড়িয়া যাইত। ঘুমাইবার বড় একটা অবকাশ পাইতাম না। যাহা হউক এই দিনও আসনে বসিয়াছি, ধ্যান ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, দেখিয়াছি ধ্যান গাঢ় হইবার পূর্ব্বে দৃশ্য

থাকে, গাঢ় ধ্যানে কিছু খুজিয়া পাওয়া যায় না। এই দিন আসনে বসিবার পরই দেখিলাম মা আসিয়াছেন, মা আসিয়া আমার মতই আসন করিয়া মুখামুখী হইয়া বসিলেন, মা বসিয়াই বলিলেন "এই দেখ তুমি আর আমি এক", মা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দেহাত্মবোধ লুপ্ত হইয়া গেল। কিছু পরে একটু দেহ বোধ হইলেই মাকে আবার দেখিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গেই মা পূর্ব্বের মত বলিলেন "এই দেখ তুমি আর আমি এক" আবার আমার দেহ বোধ চলিয়া গেল, এই রূপে যত বারই আমার দেহ বোধ ফিরিয়া আসিতে লাগিল ততবারই মা ঐ এক কথাই বলিতে থাকিলেন, আর ততবারই আমার দেহ বোধ চলিয়া যাইতে লাগিল, এইভাবে সারা রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল;

পরদিন আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলাম, মা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইনি কাল সারা রাত্রি আমার কাছে ছিলেন।

প্রশ্ন। ইনি কোনখানে আপনার কাছে ছিলেন?

মা। ইহার কোনও 'খান' নাই।

মা আমার এই অবস্থার কথায় পরে বলিয়াছিলেন।

"তুমি তখন তৎস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলে।"

আজ তৎস্বরূপের অর্থ বুঝিতেছি, তখন বুঝিতে পারি নাই। মা এই ভাবেই তখন আমাকে সারারাত্রি ধরিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন, অদ্বৈত প্রেম পাকাপাকি হইলেই তখন গুরুকে

চিনা যায়। নিজ স্বরূপ মানে সেখানে কোন শব্দ নাই। স্বরূপে স্থিত থাকিয়াই নিত্য লীলা, অনিত্য লীলায় বিহার, তখনই প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভ। ইহা সঙ্গ অসঙ্গের পার। ঠাকুর গত বৎসর হইতে বলিতেছেন—'প্রেমাস্পদের সঙ্গ লাভ" তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝিতেছি।

গত আট মাস যাবৎ মার সহিত স্থূল ভাবে দেখা নাই, কিন্তু দেখিতে পাইতাম মা সর্ব্বদার জন্যই আমার কাছে রহিয়াছেন। আমার কাছে কাছে দেখিতে পাওয়া সত্ত্বেও মার জন্য প্রাণ কেমন করিত। তাই মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই বলিলাম—"মা, তোমার জন্য এবার আমার পরাণ পুড়িয়াছে। পূর্ব্বেও তোমার জন্য মন কেমন করিত, কিন্তু এখন ইহা অন্যরূপ, এখন পরাণ পোড়ে কেন তাহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাই না।

আমি ১৩৫২ সালের ১০ই ফাল্গুন বাঁধে যাইয়াই ২।১ দিন পরে মাকে বলিলাম—"মা এবার কয়েক মাস ধরিয়া তুমি সব সময়ই আমার কাছে কাছে আছ, কোন সময়ই ছাড়া নাই অথচ একটা পরাণ পোরা ভাব" তখন মা হাসিয়া বলিলেন "আমি ত তাই ভাবি এখনও কয় না কেন্—এখনও কয়না কেন' আমি ত খুকুনিরে কইছি 'এবার মৌনীমা দেখি কাছ ছাড়া হয় না, সর্ব্বদাই আছে।"

———

১৮।৩।৪৬

শ্রীমা আনন্দময়ী

মাথায় সোনার চূড়াটী অধরে ধরিয়া মুরলী,
ললিতা আসনে বসিলেন আমারে কোলে করি।
জয় মা তব কৃপা মাধুরী—মায়ের কোলে আমি দুলালী
শ্রীহরি লীলা সহকারী গোপীকা জীবন আমারী,
অদ্বৈত প্রেম রস করিতে আস্বাদ অনিত্য ধরায় এসেছি এবার।
মায়ের হাসি, কান্না, ব্যবহার কথা কথন, চলন ফিরণ—
সকলই মধুময় মঙ্গল কারণ, দোষী মন দোষ ধরে—জীবের ধারণ।
জয় মা তব প্রেম মহিমা কি গুণে করিলে অধমে দয়া,
জয় মা, জয় মা তোমারইত জয়, ভক্ত রক্ষক করুণাময়,
জয়মা অদ্বৈত তব প্রেম মাধুরী নব তনুখানি।
জয় মা জয় মা তোমারইত জয় ভক্ত রক্ষক করুণাময়,
জয় মা অদ্বৈত তব প্রেম মাধুরী বিশ্বময় মা তোমায় নেহারি,
অদ্বৈত নিজ স্বভাব গরীয়ান্ জীব দশা দেখি মাগো কাঁদিছে পরাণ,
জয় মা ভুবন মঙ্গল দয়া কর দীন জনে।
ওরে আমি নাহি হেথা কেমনে ব্যবহারে রয়েছি সদা।
সতত ব্যবহারে আট দেখা যায় শরতের মেঘ গর্জ্জন নিস্ফল তার
না পেয়ে বিরহ শোক—আর পেয়ে বিরহ শোক
দুইটি বিরহ শোক কিন্তু রাত দিন তফাতে,
না পেয়ে বিরহ শোক অন্ধকার তাপ জ্বালা
পেয়ে বিরহ শোক জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ শীতলা,
নিগুঢ় গভীর তত্ত্ব প্রেম স্বরূপা

আমি নাহি হেথা প্রেম ভক্তি পরা,
নিগুঢ় প্রেম আস্বাদি সদা নিরুপম মধুরং বিরহ স্বরূপা।

ওঁ তৎসৎ

ভেদ বুদ্ধি গেলে দূরে শিশুর মত মায়ের্ কোলে
দুই দৃষ্টি নটখটি সাধনার জ্বালাতন,
এক দৃষ্টি অন্তরঙ্গ অভেদ আলাপন,
ঘুম ভাঙ্গিল ভুল ভাঙ্গিল গেল জীব আবরণ
নিত্যং সত্যং নিজস্বরূপং
খণ্ড আয়নায় দেখেছিলাম আমার মুখ
দুই বুদ্ধি জীব স্বরূপ
অখণ্ড আয়নায় অনন্তরূপ একের প্রতিবিম্ব
হেসে খেলে বেড়াই আমি, দেখি আপন রঙ্গ
আপন সুরে গেথে নিলাম বিশ্ব আপন জন
কতদিন আর থাকবে দূরে ওরে জীব বন্ধুগণ
ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়ে কর আলিঙ্গন।
শীতল হবে তোমার জীবন অদ্বৈত অভেদ
মুখের ভাষা নয় নিজ স্বভাবে রয়।
অব্যক্ত ভেদাভেদ প্রেমাস্পদসঙ্গ
চিন্ময় লীলা রস বিলাস রঙ্গ
অদ্বৈত লীলা বাখানি
মধুর মধুর মধুর ধ্বনি।
গুরুর মহিমা প্রকাশ, গুরু-দেন আত্ম পরিচয়
তুমি আমি অভেদ সত্ত্বা, ভিন্ন কিছু নয়,

ভেদ বোধ জীব স্বরূপ ; ভেদ বোধ গুরু দেন মুছিয়া,
নিজ স্বভাব সৌরভ আস্বাদ লাগিয়া।
আপনাতে আপনি ভরপুর,
আপনাতে আপনি বিরহ মধুর,
গুরু শিষ্য অভেদ বোধে রয়
ইহাই পরা ভক্তি মিলন মিশ্রণ কয়,
নিজ স্বভাবে না হইলে পরিণত
বুঝিতে পারেনা অভেদ তত্ত্ব।
নিজ স্বভাব সৌরভ সুন্দর
মন বুদ্ধির অগোচর।
স্বীয় মাধুর্য্য জ্ঞাপন
নিজ স্বভাবে স্বাভাবিক অতি মধুময়
বিরোধ বারতা কভু নাহি রয়।
সাধনে স্বাধীনতা সাধন সমরে জয়,
প্রকৃতি হইতে আলগা রয়
জীব আমি' যায় ছাড়িয়া,
ঝরে ঝরে খসে পড়ে, শুকনা ফুলের মতন।
প্রকৃতির বাধন, আপন স্বভাবে নাহি কোন সঙ্গ
আপনি আপনি, দেখে আপন রঙ্গ
চৈতন্য আমি ব্যবহারে রয়, আপন স্বরূপে কয়।
সাধন সমরে জয়, গুরু কৃপায় হয়।